শক্তিবাদীয় দুর্গা পূজা বিধি

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
কলের্গতাব্দা ৫০৭৭, ইং ১৯৭৮

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রয়াসেরই অঙ্গ স্বামীজীর গ্রন্থ ''শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা বিধি'' প্রকাশ।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা ''আর্ষপ্রয়োগ'' হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত ''আর্ষপ্রয়োগ'' আর কোন্‌টা বা ''প্রেসের ভূত''। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলে প্রকাশ করেছি। ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তান্ত্রিক ভাব সাধনায় বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সমাজ সংকট
এমেরিকার পত্রিকায় শক্তিবাদের উচ্চ প্রশংসা ও কানাডায় গুরুপূর্ণিমা
ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন, সঙ্কল্প, অধিবাস
সপ্তমী পূজা, নবপত্রিকার প্রবেশ, মহাস্নান
যন্ত্র॥ মুদ্রা॥
দুর্গাপূজা আরম্ভ॥ আচমন॥ দ্বারদেবতার পূজা, ভূতপূজা আসন শুদ্ধি,
গুরু প্রভৃতির পূজা॥ সঙ্কল্প॥ স্বস্তিবাচন॥
ঘটস্থাপনা॥ পঞ্চদেবতা পূজা
প্রাণায়াম॥ ভূতশুদ্ধি॥ মাতৃকান্যাস
ধ্যান॥ মানসপূজা॥ বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন॥ পীঠপূজা॥
কালী পূজায় পীঠাশক্তি পূজা
দুর্গাপূজায় ঋষ্যাদি ন্যাস, কালীপূজায় ঋষ্যাদিন্যাস
আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা
ধ্যান॥ মানসপূজা॥ মানস জপ॥ বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন,
আবাহন, কালীপূজার আবাহন (প্রথম দশ লাইন)
উপচার পূজা॥ কালীপূজায় ও দুর্গাপূজায় নিবেদন মন্ত্র॥ কালীপূজার
প্রণাম মন্ত্র॥
আবরণ পূজা, কালীপূজায় হ্রীঁ স্থানে ক্রীঁ হইবে, কালীপূজায়
করমুদ্রার পূজা, পঞ্চদশ যোগিনীর পূজা, ব্রহ্মাণী
প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা, ভৈরবগণের পূজা,
চতুষষ্ঠীযোগিনীর পূজা, মহাকালের পূজা ও বলিদান
নবদুর্গার পূজা, জয়ন্ত্যাদির পূজা, দুর্গাদেবীর অস্ত্রাদির পূজা।
নবপত্রিকার পূজা
লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীর পূজা, নীলকণ্ঠ শিবের পূজা, দশ দিকপালের
পূজা, দুর্গাপূজার বলিদান, পুষ্পাঞ্জলি, কুমারী পূজা,
অপরাজিতার পূজা, দশমী পূজা।
যজ্ঞ, প্রাণাদিতত্ত্ব হোম, ব্রহ্মমন্ত্র আহুতি, পূর্ণাহুতি অন্তর্হোম
শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক
আনন্দমঠে আমার শক্তিদীক্ষা ও অভিষেক, ঘটস্থাপনা, নবপাত্র,
অধিবাস, গণেশ ধ্যান, নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ, বসুধারা, অধিবাস,
চেদিরাজ কাহিনী ও অভিষেক
ঘট উত্তোলন মন্ত্র

লক্ষ্মীপূজা ও স্তোত্র
সরস্বতীপূজা ও তারা পূজা, সরস্বতী স্তোত্রম্
বাস্তুপুরুষের পূজা, মনসা পূজা, মনসা স্তোত্রম্
উপনয়ন, আচার্য্যের উপদেশ, দণ্ড ও ভিক্ষার ঝোলা, বেদ অধ্যয়ন,
৪ বেদের ৪টি প্রথম মন্ত্র
শ্রীশীতলার ধ্যান, স্তোত্রম্
শক্তিবাদমঠে বিবাহ, কন্যাদান, বরকন্যার কামসূত্র পাঠ, বর প্রদক্ষিণ,
মাল্যবদল, যজ্ঞ, সপ্তপদী গমন, বধূর সিথিতে সিন্দুর দান
পূর্ণাহুতি দক্ষিণা, বর কন্যার গৃহ গমন

তান্ত্রিক ভাব সাধনায় বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সমাজ সংকট

ভাব সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বাসুলী আদেশে মারিয়া চাপড় চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন ইহা ভিন্ন কিছু নয়॥
ছেড়ে জপ তপ করহ আরোপ একান্ত করিয়া মনে।
যাহা বলি আমি তাহা কর তুমি ভজহ ৬৪ সনে॥

শান্ত, দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবকেই ভাব সাধনা বলিয়া চৈতন্যবাদে স্থান পাইয়াছে। ইহাকেই ভাব সাধনা বলে এবং ইহাই সহজ বা প্রাথমিক সাধন। সহজ সাধনার আর একটি বিশেষ অঙ্গ হইতেছে অসুরের প্রতি শত্রু ও যুদ্ধ ভাব। এ বিষয়ে রামায়ণে বলা হইয়াছে যে "রাবণ যদি ভগবানের শত্রু ভাব আনিতে পারেন, তবে তিনি তিন জন্মে মুক্তি লাভ করিবেন।" আর যদি তিনি মিত্র ভাবের সম্বন্ধ করেন, তবে তিনি সাত জন্মে মুক্তি লাভ করিবেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় যদি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ-নীতির প্রতিষ্ঠা করেন তবে ইহাতেও শক্তিবাদ ধর্ম্মের নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

শান্ত ও দাস্য ভক্তি নিম্ন শিবস্তর।

সৌখ্য ভক্তি গণেশ স্তরের ভক্তি।

বাৎসল্যভক্তি সূর্য্য স্তরের। ভক্তি বাদী সাধক শাক্তগণে এই ভক্তি খুবই প্রবল।

মধুর ভক্তির আরম্ভ সূর্য্যস্তর, পরিপক্ব স্তর হইতেছে বিষ্ণু স্তরের ভক্তি। প্রেম ও অগ্রবর্তী প্রেম (সংসার পাতার প্রেম)।

অসুরের বিরুদ্ধে শত্রু ভাব হইতেছে শক্তিস্তরের ভক্তি। উন্নত শিব স্তরের ভক্তিও উন্নত শান্তির প্রেম। আত্ম সমর্পণ, নিবেদয়ামি চাত্মানং। ইহাই অষ্টম কলার ঋষি ও যোগী স্তর। ইহার পরই ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ কলা অবতার স্তরের কর্ম্মীদের অসুর দলনের কাহিনী।

হিন্দু ধর্ম্মের ব্রহ্মচর্য্য উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম পর্য্যন্ত যে বিকাশ বাদীয় ধর্ম্ম স্থাপিত আছে, সেটা খুব কঠোর তপস্যাময় ধর্ম্ম পথ। আমি ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছি। এবং পূর্ণ বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। আমার বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাব (বাৎসল্য) অত্যন্ত প্রবল ছিল। পাঠক ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বিস্তারিত জানুন। ইহাই ব্রহ্ম বাদীয় সাধনার পথ। আচার্য্য শঙ্করের অনেক প্রবীণ শিষ্যগণ চৈতন্য দেবের ভাব সাধনার পথে চলিয়া আসেন। এখনও দেখা যায় আচার্য্য শঙ্কর পন্থীরা যেমন একনিষ্ঠ অসুর বিরোধী শক্তিবাদী চৈতন্য পন্থীরা সেইরূপ নহে। চৈতন্যবাদীরা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম বাদীরা ও যোগপন্থী বা বৌদ্ধবাদীরা অসুর ও অসুর দলন বিষয়ে অভিহিত হউন। নয়তো হিন্দু ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৬৪ প্রকার কলা বিদ্যার অনুশীলনে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান সূর্য্যস্তর অতিক্রম করিবে না। এবং অসুর বাদের সঙ্গে টক্কর দিবে না। বাসুলি দেবী হইতেছেন কালী মাতা। ইনি চণ্ডী দাসের গৃহ দেবতা।

****

বিষুব সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি) হইতেছে ভারতীয় বৎসর গণনার শেষ দিন। এই দিন নীলের উপবাস হয়, এবং নীলকণ্ঠ শিবের সহিত মহাশক্তি পার্বতীর পূজা হয়। ইহাকে অর্ধনারীশ্বর পূজা বলে। অর্ধনারীশ্বর মানে প্রকৃতি এবং পুরুষ। এই দিন কালকর ও কৃষ্ণকরেরও পূজা হয়। কাল মানে time, এক বৎসর কাল অব্যক্তে বিলীন হইলেন। এই জন্য তিনি কৃষ্ণকর। গীতায় ''শুক্ল কৃষ্ণ'' গতি দ্রষ্টব্য॥ তন্ত্রে শিবের আদেশ ''কলির ৫০০০ বৎসর অতীত হইবার পর শক্তিসাধনা বা অনুশীলনের যুগ দিবা ভাগেই আরম্ভ হইবে।'' ইহার পূর্বে শক্তি অনুশীলন রাত্রি ভাগে বা গোপনে হইতেছিল। আমরাও শক্তিবাদের আবির্ভাব যুগ কলের্গতাব্দা ৫০০০ বর্ষে বা ইংরাজী ১৯০০ সন হইতে মানিয়া লইয়াছি। ৫০০১ সনে আমার জন্ম। কলের্গতাব্দাই ভারতীয় সন রূপে প্রচলিত হওয়া সঙ্গত। ইংরেজী সন, মাস ও তারিখ গুলিকে কর্ম্ম উপযোগী করা হইয়াছে। ভারতীয় মাস গুলি খুব বৈজ্ঞানিক ভাবে মানা হয়। কর্ম্ম উপযোগী করিবার জন্য মাসের দিনাঙ্ককে আমাদেরও কিছুটা ১৯/২০ হয়তো করিতে হইবে। আমরাও কলের্গতাব্দা ব্যবহার করিয়াছি। খৃষ্টাব্দ এবং কলের্গতাব্দার আরম্ভ দিনে ৯/১০ মাসের ভেদ। কারণ ইহারা পৌষমাসে (ডিসেম্বর) বৎসরের শেষ দিন মানে। আমাদের বৎসর আরম্ভ হয় চৈত্র সংক্রান্তির পর দিবস চড়ক পূজার দিন। এই দিনই ১লা বৈশাখ এবং বৎসরারম্ভ। আকবর একদিন বাদ দিয়া ১লা বৈশাখ বলিয়া প্রচলন করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতেছে কলির গতাব্দ ৮×৪২ = ৩৩৬ বৎসরের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে। ঐ দিন শেষরাতে কংস কুমারী কন্যাকে হত্যা করেন। কন্যাটি যশোদার কন্যা ছিলেন। একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ঘটে কলির ৩৩৬ বৎসরে। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। (৩৩৬ + ১২৫ = ৪৬১) অর্থাৎ কলের্গতাব্দা ৪৬১তে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাস ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, ''কলির ৫০০ বৎসরের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।'' গীতায় যুদ্ধকালের নক্ষত্রগুলির স্থিতির উল্লেখ আমি গ্রহমঙ্গলম্ পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছি। গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য সর্ব প্রথম আমি লিখিয়াছি। ইহার পূর্ববর্তী সব ভাষ্যই ধোয়াটে রং-এর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল এবং প্রাথমিক যৌবনের প্রেমলীলা যে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্ত্রীগণের পুনর্মিলন ইহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই। কিন্তু তা হইলেও গোপিনীরা মা হন্ নাই বা পরস্পরকে ঈর্ষাও করেন নাই। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ জীবন। দারাবতী জীবন, পিণ্ডারক জীবন, ইন্দ্রপ্রস্থ জীবন, কুরুক্ষেত্র জীবন, হস্তিনাপুর জীবন সবই যেন বিস্ময়কর ভাবে সাজানো জীবন। তিনি জীবনে কখনও অসুরদের সহায়ক হন নাই। আমার সমস্ত জীবনের মনের কথা - শ্রীকৃষ্ণ যদি সৃষ্টির দিকে না যাইতেন তবে তিনি ভারত ও বিশ্ব গঠনে অনেক বেশী সফলতা অর্জন করিতেন। আমার সাধক জীবন যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অতিক্রান্ত হইয়াছে সিদ্ধ জীবনে প্রারব্ধ ঘটনার স্রোত আসিলেও

আমার জীবন সন্ন্যাসের পথেই রহিয়াছে। সন্ন্যাস ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই আমি ভারত, সমাজ ও বিশ্ব সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কার্য করিয়া চলিয়াছি।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ইংরেজ ভারত শাসন ত্যাগ করে, পাকিস্থানের সৃষ্টির জন্য ভারতীয় নেতারা সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। সাইমন কমিশন যাহা দিয়াছিল তাহাতে বাধা দিবার ফল ভাল হয় নাই। ইহার পর ম্যাক্‌ডোনেলড্‌ যাহা দিয়াছিলেন উহাতেও বাধা দিয়া ভারত মূর্খতার কার্য করিয়াছে। হিন্দুরা এসব সন্ধিক্ষণের সময় হইতেই নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইতে থাকে। আজ প্রায় ৩০ বৎসর কাল (১৯৭৮ সন) খণ্ডিত ভারতের আকাশ বাতাস হিন্দু জাতির উপর অত্যাচারের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দিল্লী ও প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তারা হিন্দুর ভোট লইয়াই গদিতে বসে এবং হিন্দু জাতির শত্রু হয় এবং ভারত ভাগকারী যবনগণকে তোষণের কেন্দ্র হয়। আমরা বলি যাহারা পাকিস্থান করিয়াছে তাহাদিগকে পাকিস্থানে যাইতে দাও, যাহারা শাসনের গদিতে বসিয়া যবন-তোষণ নীতি চালাইয়াছ তাহারা বিলুপ্ত হও। যাহাদের চিন্তাধারা শক্তিবাদের অনুকূল তাহাদের জনসংখ্যা মোটেই কম নহে, তাহারা এক হও এবং শক্তিশালী হও। গুরু গোবিন্দের শিষ্যগণ যে নীতিতে ভারত ভাগ কারী যবনগণকে বহিষ্কার করিয়াছে সে নীতিতে বঙ্গদেশ ও ভারত যবন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে সব বাঙালীরা দণ্ডকারণ্যকে ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে তাহারা যদি শক্তিবাদ না বোঝে তবে তাহাদেরও ভবিষ্যৎ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু যুবকদের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাল ভাবেই অন্ধকার। ইহার কারণ তাহারা এবং তাহাদের নেতারা শক্তিবাদ ও অসুরবাদ বোঝে না। এই ভাবে ভারতভাগকারী অসুরবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধিয়া ভারত শাসনের নীতি চালাইবার ফল ভাল হইবে না। খণ্ডিত ভারতে যবন রাখা পাপকার্য্য।

আমাদের বঙ্গদেশে যে বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হয় উহা মুসলমানী সন্‌ হইতে লওয়া হইয়াছে। আকবর ইহা প্রবর্তন করেন। মুসলমানী মাস গুলি চান্দ্রমাসে গণিত হয়। ইহাতে মলমাস সংযোগের কোন বিধান নাই। এই জন্য প্রতিবৎসর সূর্য্যের বাৎসরিক দিনাঙ্ক হইতে ইহার দিনাঙ্ক কমিয়া যায়। ইহার ফলে বাৎসরিক খাজনা আদায়ের দিন ঠিক থাকে না। শস্য চাষও ঠিক মতন হয় না। ভারতীয় মাসের শেষ দিনকে সংক্রান্তির দিন বলে। তারপর দিন হইতে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন আরম্ভ হয়। কিন্তু বাংলায় বিষুব সংক্রান্তির পর দিবসকে ১লা বৈশাখ মানা হয় নাই। বাংলার পণ্ডিতগণ বিষুব সংক্রান্তির পর দিবসকে চড়ক পূজার দিন বলিয়া কোনও প্রকার একটা গোজামিল দিয়াছেন। যবন রাজা আকবরের মস্তিষ্কে যেটুকু বাস্তবতা দেখা দিয়াছিল সেটুকু পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। তবু বলা যায় মহম্মদ হইতে আকবর বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন। আমরাও বড়লোকের মূর্খতাকে লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না। চড়ক পূজা হইতেছে সূর্য পূজা। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবের আয়ুষ্কাল এই চক্রগতিতেই ঘুরিতেছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধে রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও চড়ক গাছের পূজা হয়। তাহারাও চান্দ্র মাস মানে। বৎসরান্তে ৫দিন ধর্ম্মোৎসব করে। এই পাঁচ দিনই বৎসরের মলমাস। ইহারা রবি সোমও জানে না।

বিশ্বের চক্রগতি শক্তিবাদের দিকে গতি লইতেছে। বিগত ৮০ বৎসরে কিছুটা ঘুরিয়াছে। এখনও ঘুরিবে। ইহা মহাশক্তি ও মহাকালের কৃপা। শক্তিবাদের প্রচারে

শক্তিবাদীয় শক্তিপূজায় শক্তি উপাসকগণ মন দাও। মহাকাল ও মহাশক্তির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে সংযোগ করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হও।

গ্রন্থকার

****

আমি অনেক সময় খুব বিস্ময়ের সহিত ভাবি আমেরিকার এবং ক্যানাডার বুদ্ধিমান গণের দূরদৃষ্টি এবং শক্তিবাদের উপর শ্রদ্ধার কথা। আমি সেইসঙ্গে ইন্দিরার ও ফকিরুদ্দিনের মূর্খতার কথাও ভাবি। ২০.৩.৭৬ তারিখে ইমার্জেন্সির সময়ে আমাকে আলিপুর জেলের লকআপে দেওয়া হয় এবং দুইখানা Valuable Bookও Banned করা হয়। আমেরিকা বলেন, "Swamiji believes in Diplomacy and education." The reader should read the following passages.

SWAMI: WORLD SHOULD CAST ITS LOT WITH HIM

By Daniel Lazare,
Home news staff writer.

JAMESBURG - For the past few months, the borough has had much to think about the property tax rate, what to do with an armored troop carrier in Memorial Park and a disturbing crack in the Lake Manalapan retaining wall.

But for almost a week there has been a visitor in town "who has been attempting to get the residents to broaden their scope and to think about a spiritual reordering of the world."

The visitor is Swami Satyananda Saraswati, who says he is a descendant of a 7,000-year-old line of gurus. He arrived in town last Tuesday and is staying at the home of Stan and Mary Michalowski of 6 Lincoln Ave, whose daughter and son-in-law are disciples of the Swami.

The message the Swami has brought to the borough is called the Shaktibad Doctrine and it carries a stronger political thrust than most other yogic philosophies.

Swami Satyananda, addressed as Swamiji (meaning one who has taken renunciation), calls for benevolent military dictatorship and the introduction of a caste system guided by the principles of his doctrine.

"When I first met him, I thought he was wild revolutionary;" said John Bee, the English-born son-in-law of the Michalowskis. "But if you have patience, you will see that he's not".

Swamiji, a small man with a wispy white beard, who was born 75 years ago in Dacca, Bangladesh, explained that brutality is alien to the Shaktibad Doctrine.

His ideal is a harmonious, well-ordered society with everyone in their place and a place for everyone. No pacifist, Swamiji believes in force, but only for self defense. The warrior caste would rule society in his system, he said, but they would take into account the needs and desires of the other segments of the population – priests (Brahmins), businessmen and workers.

At the top of the social order would be a kind of philosopher-king some one who knew from birth he would be a ruler and who would be rigorously trained in the Shaktibad Doctrine.

"'Democratic elections are not as good" said Bee. "For example, Ford had no idea he was going to be president. He had no time to prepare."

Added his wife, Norma, a speech pathologist, "If something happened to me, I wouldn't want one of the children I work with given to a friend of mine who knows nothing about the field".

Swamiji is particularly opposed to strikes, which he see as a disruption of the natural order. Referring to strike-wracked Great Britain, Bee said work stoppages should be outlawed and if necessary, labour unions disbanded.

But wouldn't that produce civil war? Bee was asked, No, answered Bee who affects Indian dress and demurely defers to Swamiji whenever the guru interrupts him. "Swamiji believes in diplomacy and education," he said.

Swamiji was to leave this morning for Toronto, but he said he has been heartened by the welcome he has received in Jamesburg. Eight borough residents, including Mr. and Mrs. Michalowski have taken instructions from the yogi.

Swamiji said he would return and would consider if invited in bringing his message to the borough council which is grappling with the problem of whether to join a regional sewage system.

GURU PURNIMA IN CANADA

532 Soudan Avenue, Toronto, Ontario, phone : 485-6361
Gurus, Swamis, Sannyasis, Sadhus, Monks, Rishis and all men of philosophy and science are the main source of knowledge. They spend their lives in pursuit and practice of knowledge and truth. They contribute their learning to the society in the form of doctrine which in turn becomes the culture.

4,500 years ago the highest Rishi of India, who held the post of "The Byasa", composed the book Mahabharata, from which comes the Gita. The Mahabharata gave the society a tremendous amount of knowledge. The country and its people expanded intellectually and culturally from his contribution. The first Byasa Purnima was held in honour of the great Byasa of Mahabharata.

On the day of Guru or Byasa Purnima the Indians, disciples, devotees and others offer respect and blessing to their men of knowledge. In exchange their Guru will speak to them of the highest process of thinking.

Through the offering of sweets, rice, flowers, chanting, Puja, fire purifying, reading the Vedas and so on, the disciple learns and hears the instruction of the Gurus. The disciples question the doctrines and attempt to braoden their comprehension and knowledge.

This feast also celebrates the commencement of “Chatur Mashya Bratam”, a four month period of yogic practice for all men and women interested in this higher process. All stop working and end their involvement in everyday life to be with their teachers practising and strengthening their thinking powers.

Swami Satyananda Saraswati is the 142nd Guru of the Kali yuga age, in the order of Ananda Math : a man with a great store of knowledge and comprehensive far beyond most men.

At the age of 14 Swamiji left home in order to practise Yoga with his Guru in the jungles of India till his 54th year. Swamiji has practised all the Yogas and is known throughout India as a most highly developed yogi.

Swamiji installed his ashram just outside of Calcutta at :
Shaktibad Math, Post Garia, District 24 paraganas, West Bengal.

His ashram has been operating for the past 20 years. Swamiji has been visiting in Canada since June 1973.

Swamiji has written many books re-instating the original line of Hindu thinking (Shaktibad) to all people. Much of the main core of Indian knowledge and culture has been interpreted too shallowly and much more has been laid aside in favour of other worldly involvements over the past 500 years until his time.

Shaktibad (Force) is the doctrine of Mental Development through concentration on the Brahmanari. Swamiji instructs in the development of Force (Energy) and the practical application of it in society. His knowledge is all pervading; encompassing at the affairs of matter and soul.

Shaktibad has given a new light to the society. The day will come when man will be bound to follow it. Panchayet has been set in the culture of Indian society. At this time, Indian leaders are trying to replace the Panchayet system with democracy, an

impossibility. But Panchayet is the outcome of Shaktibad Sociology and cannot be successful in democracy, socialism or communism.

On Sunday June 30, 1974; commencing in the afternoon at 2 o'clock Guru Purnima will be celebrated in the garden of our home with Swami Satyananda Saraswati.

We invite you to come and to hear the philosophy, science and social doctrine of Swami Satyananda Saraswati. We invite you to question him thoroughly and to discuss with the others in attendance. Come and celebrate this day in honour of all men of truth and learning and learn something for yourself.

Paul and Genevieve Tessier

দুর্গাধ্যানঃ

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থান সংস্থানাং মহিষাসুর মর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়ত সংস্পর্শ-দশবাহু সমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পার্শ্বে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং যথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনাম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্॥
রক্তৃরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত বিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটিভীষণাননাম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া!
বমদ্রুধির বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফল প্রদাম্।
স্তুয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥

উগ্রশ্চণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥

দক্ষিণকালী ধ্যানঃ

(বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুক্তমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধোকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত (শব) শরযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসম্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাং বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোর-রূপাং (রাবাং) মহারোদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥

দুর্গাপূজা বিধানে মোট মাট ৩০টী অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞাতব্য বিষয় বলা যাইতেছে।

১॥ প্রণাম॥ মূলাধারে মহাশক্তি, হৃদয়ে পূজনীয় দেবতা এবং সহস্রারে গুরুকে (পরব্রহ্ম) স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে।

২॥ সংক্ষেপ শুদ্ধি॥ হাতে পায়ে ও মাথায় জলের ছিটা দিবে।

৩॥ মন নিশ্চিন্তকরণ॥ কাজ কর্ম্মের চাপ হইতে নিজের মনকে আলগা করিয়া লইবে।

৪॥ শুভ কর্ম্মের সাক্ষী॥ সাক্ষী ৯ জন।

৫॥ নাভি কেন্দ্রে কামিনী দেবীর ধ্যান। নাভি স্থানে মন দিলে মন তৎক্ষণাৎ সাম্য হয়।

৬॥ আচমন॥ জীবন লক্ষ্যই আচমন। সাংখ্য বর্ণিত ২৪ তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। যে জ্ঞানশক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব জানা যায় তিনিই বিদ্যাতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম।

৭॥ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন॥ যে জলে সমস্ত পূজা অনুষ্ঠিত হইবে সে জল সদাই শুদ্ধ জল, জানিবে।

৮॥ দ্বারদেবতা পূজা॥ আসুরিক আক্রমণ হইতে মন্দিরের দ্বার রক্ষার ব্যবস্থা।

৯॥ বিঘ্নাপসরণ॥ ভূতপূজা॥ অত্যন্ত নিম্ন স্তরের লোকেরাই সাধারণতঃ ভূতপূজায় বেশী নিষ্ঠাসম্পন্ন। সমস্ত পৃথিবীতেই ভূতপূজার প্রচলন আছে। খৃষ্টান মুসলমানদের সমাজেও তাবিচ কবচ ও এমুলেট ধারণ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আসুরিক ধর্ম্মে ঈশ্বর উপাসনার নামে ভূত প্রেতেরই পূজা। শক্তিপূজায় আত্মা গণের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন এবং নিম্ন ও উন্নত স্তরেও স্বীকৃত হইয়াছে। ভূত পূজায় বলিদান ব্যবস্থা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। দিব্যাচারের পূজায় জীব-হত্যার ব্যবস্থা নাই।

১০॥ ঘটস্থাপন॥ ঘটস্থাপনই পূজার প্রথম অনুষ্ঠান। কারণ ইহাই বহু দেবতা ও ব্রহ্ম উপাসনার কেন্দ্র। এই ঘট কেন্দ্রে সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা হইবে।

১১॥ পঞ্চদেবতার পূজা॥ মনো বিকাশের পাঁচটী স্তর। এই পাঁচটী স্তরের শেষ স্তরই শক্তিকেন্দ্র। এই শক্তিকেন্দ্রের রীতি-নীতি, দার্শনিকতাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত প্রকার পূজায়ই পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হয়। কারণ মন সর্ব্বোচ্চ স্তরে আসিলেই ব্রহ্মজ্ঞান। অসুর ভাব না থাকিলে প্রেত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপূজার অনুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞানেরই অনুষ্ঠান। ক্রম বিকাশ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১২॥ প্রাণায়াম॥ ভূত শুদ্ধি॥ মনকে সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করানোই প্রাণায়াম। কুণ্ডলিনীর ষট্ চক্র ভেদনই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা ঠিক ঠিক আয়ত্ত করিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হইবে। পঞ্চদেবতার পূজা ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে মনোবিকাশের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। ভূতশুদ্ধি হইতেছে যোগের পথে ব্রহ্মজ্ঞান।

১৩॥ মাতৃকান্যাস॥ ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠানে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞানধারা ধরিয়া সাধক নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাজাইবেন। ইহার নাম জ্ঞানদেহ গঠন। আনুষ্ঠানগুলি করিয়া যাইবেন। কোন কল্পনা করিবেন না। যাঁহারা গুরুপাদুকা ধ্যান জানেন তাঁহারা ন্যাস অংশে উহাও করিবেন।

১৪॥ আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ নিজের প্রাণই যে ইষ্টদেবতার প্রাণ ইহা জানিতে হইবে। নিজের কোন ভিন্ন প্রাণ সত্ত্বা নাই। অহং কেন্দ্র ভেদ হইবার পর নিজের আত্মা ও ব্রহ্ম আত্মা একই তত্ত্বে পরিণত হয়।

১৫॥ ধ্যান॥ দুর্গাধ্যান গ্রন্থের আরম্ভেই বলা হইয়াছে।

১৬॥ মানস পূজা॥ মানস পূজাই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান মূলক পূজা। ইহা সকলেরই আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। গুরু পূজা, ইষ্ট পূজা বা যে কোন পূজায়ই ধ্যান করিয়া এই ভাবে মানসপূজা করা খুবই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অনুষ্ঠান।

১৭॥ মানস জপ॥ উন্নত স্তরের সাধকগণই ইহা করিয়া থাকেন। আজ্ঞা কেন্দ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত ৫০টী বর্ণ প্রতিষ্ঠিত। অনুলোম ও বিলোমে ইহাদের ধ্যান করিবে। ইহা হইতে ১০০ হইল। ইহার পর বর্গীয় বর্ণ ৫টী + অন্তস্থ বর্ণের জন্য ১টী + উষ্ম বর্ণের

জন্য ১ + ষোলটী স্বর বর্ণের জন্য ১টী। এই ভাবে মোট ১০৮টী মালার দানা হইল। অনেকে এই সব বর্ণের সঙ্গে বীজমন্ত্র মিলাইয়া জপ করেন। এই জপ একবারের বেশী করিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে কুম্ভক সহযোগে এই জপ করেন। কঠিন মনে করিলে বা কষ্টকর জপ করিলে ঠিক ফল পাওয়া যাইবে না। এ পর্য্যন্ত আন্তর পূজা বিবৃত হইল।

১৮॥ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন॥ এই খান হইতেই বাহ্য পূজা আরম্ভ হইল। ইহাও ষট্ চক্রেরই অনুষ্ঠান।

১৯॥ পীঠ পূজা॥ ঘট যে স্থানে স্থাপিত আছে সেই কেন্দ্রটী হইতেছে ব্রহ্ম ঘটের কেন্দ্র। ব্রহ্ম সব স্থানে আছেন। ইহার নাম পীঠ পূজা। কিন্তু তাঁহাকে অনুভূতির কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রগুলিই পীঠ নামে খ্যাত।

২০॥ আবাহন॥ তিনি অন্তর জগৎ এবং সমস্ত বাহ্য জগৎ হইতে এই কেন্দ্রে পূজা গ্রহণ করিবেন। ইহাই আবাহন।

২১॥ প্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ ব্রহ্ম ব্যাপক, সেই ব্যাপক ব্রহ্ম এবং দেবতার মূর্তি দুইটি তত্ত্বতঃ এক।

২২॥ বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান॥ ৫, ১০ অথবা ১৬ উপচারে বাহ্য দেবতার পূজা হইয়া থাকে। উপচার গুলি ব্রহ্ম স্বরূপ। বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে ইহারা এই স্থূল জগতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহারা আবার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহাই উপচার দান। এই দান ক্রিয়াও ব্রহ্ম স্বরূপ। দ্রব্য গুলি পুনঃ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াছেন। এই জন্য প্রসাদ গ্রহণ মঙ্গল কারক। প্রসাদ গ্রহণও ব্রহ্মজ্ঞান।

২৩॥ দুর্গাপূজা মন্ত্র ব্যাখ্যা এবং আবরণ পূজা॥ দুর্গা পূজার আবরণ মন্ত্র অনেক। দুর্গাপূজা মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। "ওঁ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥" "যিনি দক্ষ যজ্ঞ বিনাশের কারণ, যিনি ঘোর অন্ধকার রূপী (কালী বা কালরূপী), যিনি কোটী যোগিনী দ্বারা পরিবৃতা আছেন, যিনি মঙ্গল দায়িনী কালস্বরূপা, এমন যে ওঁ এবং হ্রীঁ স্বরূপা দুর্গা তাঁহাকে প্রণাম॥" ওঁ মানে নির্গুণ ব্রহ্ম, হ্রীঁ মানে সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তি।

মহারাজা দক্ষের কন্যা সতী মহাদেবকে (প্রারব্ধ কারণ) বিবাহ করিয়া ছিলেন। এই বিবাহ দক্ষ রাজার মনোপূত হয় নাই। এ জন্য দক্ষরাজা সতীকে কন্যাস্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন। সতী তপস্যায় সিদ্ধ মহিলা ছিলেন। দশ মহা বিদ্যার উপাসক মহাদেবকে তিনি দশ মহাবিদ্যার রূপ দর্শন করাইয়া ছিলেন। দক্ষ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি সতীকে বা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কিন্তু সতী পিতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষযজ্ঞে আসিবেন স্থির করেন। মহাদেব ইহাকে সম্মানসূচক কার্য্য মনে করেন নাই। কাজেই তিনি সতীকে আজ্ঞা দিতে বিরত ছিলেন। সতী নিজের তপঃ প্রভাবে দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া অনুমতি আদায় করেন। যজ্ঞে আসিবের পর সতীকে পিতা তিরস্কার করিতে থাকেন। সতী অপমান বোধ করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। ইহার ফলে যজ্ঞ বিনাশ হইল। মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিতে থাকেন। ভয়ঙ্কর আন্দোলন সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু চক্রদ্বারা মৃত সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সব খণ্ড ভারতের যে সব স্থানে পতিত হইল সেই সব স্থানগুলি বর্ত্তমানে মহাতীর্থ রূপে বিরাজমান আছে। ঘোররূপা মানে কালী বা কালরূপা। সিদ্ধ সাধক গ্রন্থে কালী সাধনা অংশ দেখুন। যোগিনী কোটী পরিবৃতা মানে মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কোটী কোটী শক্তিকণা সর্ব্বদা চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সেই মহাশক্তিই মা দুর্গা। এইসব শক্তির রহস্য অপার। এ জন্য দুর্গাপূজায় আবরণ দেবতার পূজা অনেক। ভদ্রকালী মানে সুখ সময়। অসুরের অত্যাচার ও পীড়নে উৎপীড়িত পৃথিবী, শক্তিবাদ ও সঙ্ঘবদ্ধ দেবগণদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া ছিলেন। এই দুর্গাই ওঁ রূপা ব্রহ্ম এবং মহাশক্তিরূপা হ্রীঁ নামে খ্যাত।

আবরণ দেবতার পূজা॥ ৭মী পূজায় আবরণ দেবতা অল্প, কিন্তু ৮মী ও ৯মী পূজায় অনেক। সাধক ৭মীতে সপ্তম কলার বিকাশে আছেন, ৮মী ও ৯মীতে মহাশক্তির আরও উন্নত স্তরে আসিবেন। পাঠক মহাকাশের দিকে তাকাও, দেখিতে পাইবে, অনন্ত জগৎ অসংখ্য শক্তিকণা হইতে সৃষ্ট হইয়া কোন মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অতি দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সব আবরণ দেবতার মধ্যে কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী নীলকণ্ঠশিব নবপত্রিকা প্রভৃতিও রহিয়াছেন।

২৪॥ দশ দিক পালের পূজা॥ দশ দিক পাল ভারতের দশ দিকের অধিপতিদের দ্বারা গঠিত বৈদিক যুগের ভারতীয় ফেডারেশন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান (পূঃ+উঃ), বায়ু (উঃ+পঃ), অগ্নি (পূঃ+দঃ), নৈর্ঋত (দঃ+পঃ)। এই আট দিক। ঊর্দ্ধ দিক = পূর্ব্ব + অগ্নি কোণের মধ্যবর্ত্তীস্থান। অধঃ (পশ্চিম + বায়ু কোণের মধ্যবর্ত্তী স্থান)। ঊর্দ্ধ দিক মানে মস্তকের ঊর্দ্ধ, অধঃ মানে পৃথিবী পৃষ্ঠ। বিস্তৃত পূজা বিধানে উদ্ধৃত আছে।

২৫॥ বলিদান॥ বলিদান মানে বিশেষ দান। দিব্যাচারে জীব বলিদান নিষিদ্ধ।

২৬॥ পুষ্পাঞ্জলি॥

২৭॥ উপাসনা॥

২৮॥ নির্মাল্য বাসিনীর পূজা॥ পূজার যে সব পুষ্প, বেলপাতা, নৈবেদ্যাদি দেওয়া হইয়াছে, সেই সব দ্রব্যাদিকে মহামায়ার বিভূতি বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা করিবে।

২৯॥ যজ্ঞ॥

৩০॥ দক্ষিণা॥

দুর্গা পূজার বোধন ও সংকল্প

বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতি কলিযুগে কলের্গতাব্দাঃ ৫০৭৮ পঞ্চ সহস্র অষ্টোত্তর সপ্ততি বর্ষে (খৃষ্টঃগতাব্দাঃ ১৯৭৭ বর্ষে) বৌদ্ধ অবতারে (বৌদ্ধ অব্দাঃ ২৫২০/২১ বর্ষে) অমুক মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠ্যাং তিথৌ পরম ব্রহ্ম গোত্র শ্রীসত্যানন্দ নাথ প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ ধর্ম্মস্য প্রসার কল্পে অসুরবাদিনাং বিনাশার্থং শক্তিবাদ ধর্ম্মানুযায়ী সর্ব্বেষাং কল্যাণার্থং অমুক গোত্র শ্রীঅমুক, অমুক গোত্র শ্রীঅমুকস্য লৌকিক তথা পরলৌকিক উৎকর্ষ সাধনার্থং অহং অমুক গোত্র শ্রীঅমুক মহাশক্তি শ্রীদুর্গা প্রীত্যার্থং অমুক মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথি আরভ্য নবমী যাবৎ শারদীয়া দুর্গা মহাপূজাংগ ভূত

বিল্ববৃক্ষে দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্ম্মণি তদঙ্গভূত বিল্ববৃক্ষে দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।

দুর্গাপূজা করিয়া বিল্ববৃক্ষের পূজা করিতে হইবে।

বিল্ববৃক্ষের ধ্যান॥ ওঁ চতুর্ভুজাং বিল্ববৃক্ষং রজতাভং বৃষস্থিতং। নানালঙ্কার সংযুক্তাং জটামণ্ডল বারিণম্। ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর ধরণং শশি মৌলি ত্রিলোচনম্॥

পূজা মন্ত্র ॥ ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ॥

দেবীর বোধন মন্ত্র॥ ওঁ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহার্থায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধঃ দেব্যাস্তয়ি কৃতা পুরা॥ অহমেবাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি শুবেশ্বরীম্॥ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥ শক্রেন সং বোধ্য স্বরাজ্য মাপ্তং তথা তস্মাদহম্ ত্বাং প্রতিবোধয়ামি। দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহ কারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথা সুখম্॥

বোধন মন্ত্র জপ (১০ বার) ''ওঁ রক্ষোহনং বলগহনং বৈষ্ণবীমিদমহং তং বলগমুৎ কিরামি॥'' ''ওঁ হ্রীঁ'' (১০ বার)।

ঘাটের চারিদিকে তীর রোপন॥ ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষস্পরি এবানো দুর্ব্বে-প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥ ৫ বা ৭ টী সূত্রবেষ্টন॥ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহ সং সুশর্ম্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিং। দেবীং নাবং স্বচিত্রা মনাগ সমস্রবস্তিমা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ সূত্রবেষ্টন॥

অধিবাসের সংকল্প॥ বিষ্ণরোঁ তৎ সৎ অদ্য আশ্বিন মাসি শুক্লপক্ষে অমুক গোত্র শ্রী অমুক অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য কল্যাণার্থং শ্রীমদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ স্বকর্ত্তব্যঃ শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজাঙ্গিভূতং শ্রী মদ্ভগবতী দুর্গায়াঃ শুভ গন্ধাদি বাসন কর্ম্মাহং করিষ্যে। অনেন গন্ধেন অস্যা ভগবদ্দুর্গায়াঃ নবপত্রিকায়াশ্চ শুভাধিবাসনমস্তু॥

অধিবাস দ্রব্যাদি॥ গন্ধ॥ মহী॥ শিলা॥ ধান্য॥ দুর্বা॥ পুষ্প॥ ফল॥ দধি॥ ঘৃত॥ স্বস্তিক॥ সিন্দুর॥ শঙ্খ॥ কজ্বল॥ রোচনা॥ সিদ্ধার্থ॥ কাঞ্চন॥ রৌপ্য॥ তাম্র॥ চামর॥ দীপ॥ দর্পণ॥ প্রশস্তি পাত্র॥ মাল্য॥ তৈল হরিদ্রা॥

(প্রত্যেকটি ১০ বিধ সংস্কার ও দীক্ষা কালে অধিবাস ও বসুধারা দিতে হয়। এ ই সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্ট অংশে সব বলিব। শক্তিবাদ মঠে দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। সেসব সম্বন্ধে অবশেষে সব রহস্যই বলা হইবে।)

আমন্ত্রণ॥ ওঁ পূজাং কর্ত্তুং মহেশানি ত্বমহং চাধিবাসয়ে।
উমে সমাগতে ঋক্ষে সপ্তম্যামাগমিস্যসি॥

বিল্বশাখার বায়ু অথবা নৈঋত ভিন্ন যে কোন স্থানে সিন্দুর চিহ্ন দান করিয়া পাঠ্য॥

ওঁ মেরু মন্দার কৈলাস হিমবৎ শিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষঃ ত্বমম্বিকারায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ শ্রীশৈল শিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ নেতব্যোসি তব শাখাং পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ। শ্রীফলোঽসি মহাভাগঃ সদা ত্বং শঙ্কর প্রিয়ঃ। চণ্ডিকারোপনার্থায় ত্বামহম্ বরয়ে প্রভো॥

অতঃপর প্রতিমা সমীপে গমন করিয়া অনেন গন্ধেন অস্যা ভগবদ্দুর্গায়াঃ শুভাধিবাসন মস্তু। সমস্ত দ্রব্যে অধিবাস করিবে॥ এবং ভূতদের প্রীতির জন্য মাসভক্তবলি প্রদান করিয়া প্রতিমাকে সূত্রবেষ্টন করিবে। এবং আরত্রিক করিবে।

সপ্তমী পূজা

সকালের দিকে বিল্বতরুতলে গমন করিয়া তণ্ডুল বিকীরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥ পঞ্চোপচারে - বিল্ববৃক্ষের পূজা করিবে॥ পূর্বদিবস সিন্দুর চিহ্নিত স্থানে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা শাখা কর্তন করিবে ও মন্ত্রপাঠ॥

ওঁ মেরু মন্দার কৈলাস হিমবৎ শিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফল বৃক্ষঃ ত্বমস্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রী নিকেতনঃ।
নেতব্যোঽসি ময়াগচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥
শ্রীফলোঽসি মহাভাগঃ সদা ত্বং শঙ্কর প্রিয়ঃ।
চণ্ডিকা রোপনার্থায় ত্বমহম্ বরয়ে প্রভো॥
ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগঃ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ।
গৃহীত্বা তব শাখাং দুর্গাপূজা করোম্যহম্॥
শাখা চ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন কর্ত্তব্যং ত্বয়া প্রভো।
দেবৈঃ গৃহিত্বা তে শাখাং পূজ্যো দুর্গেতি বিশ্রুতি॥

(সিন্দুর চিহ্নিত স্থানে তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন) ছিন্দি ছিন্দি হূঁ ফট স্বাহা॥

বাদ্যাদিসহকারে ভক্তির সহিত বিল্বশাখা ও নবপত্রিকার মণ্ডপে প্রবেশ। মন্ত্র পাঠ:-

ওঁ পুত্র আয়ুর্ধন বৃদ্ধ্যর্থং নেস্যামি চণ্ডিকালয়ং।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীরাজ্য প্রয়চ্ছমে॥
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পূজান্ গৃহান্ স্বমুখব নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে॥
দেবি চণ্ডাম্বিকে চণ্ডিচণ্ড বিগ্রহ কারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥

(ইহার পর দেবীকে এবং সে সঙ্গে নবপত্রিকার স্নান সম্পন্ন করিবে)।

মহাস্নান॥ মহাস্নানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :- শঙ্খ॥ উষ্ণ জল॥ বাপী জল॥ শিশিরোদক॥ সর্ব্বৌষধি॥ মহৌষধি॥ সমুদ্রজল॥ রত্ন॥ তীলতৈল॥ দর্পণ॥ চন্দন ॥ পিটুলী॥ পঞ্চশস্য চূর্ণ॥ তৈল হরিদ্রা॥ আতর॥ পঞ্চগব্য (গোবর, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত)॥ পঞ্চশস্য (যব, মাস, মুগ, তীল, ধান্য)॥ রজত॥ স্বর্ণ॥ কুশ॥ নারিকেল জল॥ মধু বিষ্ণু তৈল॥ মহৌষধী॥ অগুরু॥ চন্দন॥ পুষ্করিনী জল॥ বৃষ্টি জল॥ গজদন্ত মৃত্তিকা॥ বরাহদন্ত মৃত্তিকা॥ বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা॥ বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা॥ বল্মীক মৃত্তিকা॥ নদ মৃত্তিকা॥ নদী মৃত্তিকা॥ নদ্যুভয়কুল মৃত্তিকা॥ সাগর মৃত্তিকা॥ গোরোচনা॥ সহস্রধারা॥ সহস্রধারা জল॥ পদ্মরেণু॥ নির্ঝরোদক॥

মহাস্নানের পূর্বে দেবীকে ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। স্নানের আসনে দর্পণ ও নবপত্রিকা স্থাপন করিয়া লইবে। এবং পত্রিকা ও দর্পণে পিচুলী ও চন্দন আদি মক্ষণ করিয়া লইবে।

দন্তকাষ্ঠ দান মন্ত্র॥ ওঁ আয়ুর্বল যশো র্বচঃ প্রজাঃ পশু বস্তুনীচ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥

দর্পণে চন্দন, পিটুলী, পঞ্চশস্যচূর্ণ, তৈল হরিদ্রা মক্ষণ করিবে।
ওঁ নানারূপ ধরে দেবি দিব্য বস্ত্রাবগুণ্ঠিতে।
তবানুলেপ মাত্রেন চিত্র দোষং বিনশ্যতি॥
ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেবি ত্বং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তন প্রসাদেন প্রাপ্নুয়াম্ শ্রীয় মুত্তমম্॥

শীতলজলে॥ বৈদিক মন্ত্রে স্নান॥

নবপত্রিকার স্নান॥

১। উষ্ণোদকে - ওঁ কদলী তরু সংস্থাসি বিষ্ণুবক্ষস্থলাশ্রয়ে।
নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥

২। বাপি জলে - ওঁ কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
দুর্গারূপেন সর্ব্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু॥

৩। শিশিরোদকে - ওঁ হরিদ্রে হর রূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়া।
রুদ্ররূপাসি দেবিত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে॥

৪। পুষ্পোদকে - ওঁ জয়র্বন্তু জয়রূপাসি জগতাং জয়হেতবে।
নমামি ত্বাং মহাদেবি জয়ংদেহি গৃহে মম॥

৫। সর্বোষধি জলে - ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতনঽসি সদা বিজয় বর্দ্ধন।
দেহিমে হিত কামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা॥

৬। সমুদ্র জলে - ওঁ দাড়িমি অঘ বিনাশায় ক্ষুন্নাশায় চ বেধসা।
নির্মিতা ফলকামায় প্রসীদত্বং হরপ্রিয়ে॥

৭। সুগন্ধি জলে - ওঁ স্থিরাভব সদা দুর্গে অশোকে শোক হারিণী।
ময়াত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরাভব হরপ্রিয়ে॥

৮। রত্নোদকে - ওঁ মানং মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয় সুরাসুরৈঃ।
স্থাপয়ামি মহাদেবি মানং দেহি নমোঽস্তুতে॥

৯। তিলতৈল সংযুক্ত জলে - ওঁ লক্ষ্মীত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনি।
স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কাম প্রদা ভব॥

বৈদিক মন্ত্রে স্নান॥

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্।
হোতারং রত্ন ধাতমম্।
ওঁ ইষে তোয্যে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা।
প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।
ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে হব্য দাতয়ে।

নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥

ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়ে শন্নো ভবতু প্রীতয়ে সং যো রভিশ্রবন্তু নঃ॥

ওঁ দ্রুপদাদিব মমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥ ১॥ ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতনঃ মাহেরণায় চক্ষুসে॥ ২॥ ওঁ যো বঃ শিবতমঃ রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। ঊশতীরিব মাতরঃ॥ ৩॥ ওঁ তস্য অরং গমাম যো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

তাম্র বা মাটীর ঘট পূর্ণ করিয়া স্নান॥ ভৃঙ্গার স্নান॥

ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযু র্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কোশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
এতাঃ স্নমনসোভুত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতাঃ॥
ওঁ স্নরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সংকর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চ নিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নি ভগবান যম বৈ নৈর্ঋতি স্তথা॥
ব্রহ্মণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ স্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা॥
ওঁ কীর্ত্তি র্লক্ষ্মী র্ধৃতি মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।
ওঁ ঋষয়া মুনয়ো গাবো দেবমাতরঃ এব চ॥
দেব পত্না ধ্রুবা নাগাঃ দৈত্যাশ্চা স্পরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ॥
ঔষধানি চ রত্নানি কালশ্চ বায়বাশ্চ যে।
ওঁ সরিতো সাগরাঃ শৈলা স্তীর্থানি জলদানদাঃ॥
দেব দানব গন্ধর্বাঃ যক্ষ রাক্ষসঃ পন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥
ওঁ সিন্ধু ভৈরবঃ সোণাদ্যাঃ যে হ্রদাঃ ভুবি সংস্থিতা।
সর্ব্বে স্নমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে॥
ওঁ কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংগকঃ।
গোদাবরী বিয়দ গঙ্গা নর্ম্মদা মণি কর্ণিকা॥
সর্ব্বেন্যেতানি তীর্থানি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।
ওঁ তক্ষকাদ্যশ্চ যে নাগাঃ পাতাল তল বাসিনঃ॥
সর্ব্বে স্নমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।
হর সিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রাণি বৈষ্ণবী তথা॥
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্ব্বরূপিনী।

সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতাঃ॥

শঙ্খজলে॥ ওঁ সর্ব্বেষামধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ।
স্বর্গ স্রোতস্তু বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তে সদা॥

উষ্ণোদকে॥ ওঁ পরমং পবিত্রমুষ্ণং বহ্নিজ্যোতি সমন্বিতম্।
জীবনং সর্ব্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাম্॥

গন্ধোদকে॥ ওঁ গন্ধাঢ্যং শোভনঞ্চৈবশীতলং সুমনোহরং।
সর্ব্বো পাপহরং বারি-ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাম্॥

শুদ্ধজলে॥ ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতনঃ মহেরণায় চক্ষুষে চক্ষুষে॥
ওঁ যো বঃ শিবতম রসস্তস্য ভাজয়তে হনঃ ঊশতীরিব মাতরঃ।
ওঁ তস্যা অরঙ্গামাম্ বো যস্য ক্ষরায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
ওঁ শনো দেবীরভিষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি শ্রবন্তু নঃ॥

পঞ্চগব্যে স্নান॥ (গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্রে স্নান)॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈঃ নমঃ॥

গোময়॥ ওঁ গাবোশ্চিদঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সমন্যবঃ। রিহতে কুকুভো মিথঃ॥ ওঁ গাং গৌয্যৈ নমঃ॥

দধি॥ ওঁ দধি ক্রাবণো অকারিষং জিষ্ণো রশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিঃ নো মুখাকরৎ প্রণ তায়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ হ্রীঁ ভৈরব্যৈ নমঃ॥

ঘৃতং॥ ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুষে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কতিতি অজরে ভুবিয়েতস্য॥ ওঁ হ্রীঁ ভুবনেশ্বয্যৈ নমঃ॥

দুগ্ধে॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সংগথে॥
ওঁ হ্রীঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ। কুশোদকে ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো
মারুতো মার্দয়ন্তাং ধর্ম্মজ্যোতিঃ॥ ওঁ হ্রীঁ পার্ব্বত্যৈ নমঃ॥

পঞ্চামৃতে স্নান॥ (১)দধি॥ ওঁ দধিক্রবণ্যেঽকার্ষং বিষ্ণুরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ তায়ুংহি অরিষৎ॥ ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ॥

(২)দুগ্ধ॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্॥ ভবা বাজস্য সংগথে॥ ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা॥

(৩)সুত॥ ওঁ তেজোঽসি শুক্র মস্যা মৃতমসি ধা মনা মাসি প্রিয়ং দেব না ধৃষ্টং দেবো জনমসি॥ ওঁ হ্রীঁ শিখায়ৈঃ বষট্॥

মধু॥ ওঁ মধু বতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধী। ওঁ মধু নক্ত মথোস্বষা সো মধু মৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধু মান্নো বনস্পতি-মধুমান্ আস্তু ন সূর্য্যঃ। মাধ্বী গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥ ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হূঁ॥

ইক্ষু রসে॥ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়াশায় বৌষট্॥

পঞ্চকষায় জলে॥ ওঁ জাম্বু শাল্মলী বাট্যালং বকুলং বদরং তথা। এতন্মিশ্রেণ তোয়েন স্নাপয়ামি সুশোভনে॥ ওঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ॥

পঞ্চশস্যোদকে॥ ওঁ যব গোধুম মুদ্গাশ্চ তিলাশ্চ ধান্যমেবচ এতন্মিশ্রেন তোয়েন স্নাপয়ামি স্বশোতসে॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

স্বর্ণোদকে॥ ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

মুক্তাজলে॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ শিবায়ৈ নমঃ॥

মধু॥ ওঁ হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ॥

ঘৃত॥ ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা॥

দুগ্ধে॥ ওঁ হ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্॥

নারিকেল জলে॥ ওঁ হ্রীঁ ঐঁ কবচায় হূঁ॥ ওঁ হ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ দধিতে॥ ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥

তিলোদকে॥ ওঁ হ্রীঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ॥

বিষ্ণু তৈলে॥ ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

পুষ্পোদকে॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

সর্ব্বৌষধিজলে॥ ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

অগুরুচন্দন জলে॥ ওঁ গাঁ গৌর্যে নমঃ॥

পুষ্করিণী জলে॥ ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ॥

শিশিরোদকে॥ ওঁ হ্রীঁ ভগবত্যৈ নমঃ॥

শীতলজলে॥ ওঁ হ্রীঁ শিবায়ৈ নমঃ॥

বৃষ্টিজলে॥ ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

চন্দন জলে॥ ওঁ যো হসৌ মলয়জ বৃক্ষঃ সুগন্ধি নিলয়ঃসদা তজ্জ্বল স্নান মাত্রেন বরদাভব শোভনে॥ ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ॥

শর্করোদকে॥ ওঁ শর্করে মধুরে সিগ্ধে দেবামোদ বিবর্দ্ধিনী দেবানাং তুষ্টিদে শীঘ্রং মাতার্নিত্যং প্রসীদ মে॥ ওঁ হ্রীঁ শিবায়ৈ নমঃ॥

গজ দন্ত মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ কৌমার্যে নমঃ॥

বরাহদন্ত মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ কাত্যায়নৈ নমঃ॥

বৃষশৃংগ মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

বল্মীক মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

নদ মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডশ্বর্যে নমঃ॥

নদী মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ শিবায়ৈ নমঃ॥

চতুষ্পথ মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ কৌশিক্যৈ নমঃ॥

নদ্যোভয় কুল মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডেশৈর্যে নমঃ॥

গজদন্ত মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ কপালিন্যৈ নমঃ॥

গোষ্ঠ মৃত্তিকায়॥ ওঁ হ্রীঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥

গোরোচণায়॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

(সহস্র ধারায়)॥ (সমস্ত স্নানীয় মিলাইয়া) ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বশ্রোতাঃ নদাস্তথা। সর্ব্বৌষধিভিঃ পাপঘ্নৈঃ সহস্রৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ওঁ লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ

জলৈ স্তথা। সহস্র ধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি স্বরেশ্বরীম্॥ ওঁ বসোঃ পবিত্র মসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্॥ দেবস্ত্বা সবিতা পুণ্যতু বসোঃ পবিত্রেণ শত ধারেণ স্বপ্তা কাম ধুক্ষঃ॥

অষ্ট কলসীর স্নান॥ (বাদ্যসহ)

১। গঙ্গাজলে॥

ওঁ দেবাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ মহেশ্বরাঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥

২। বৃষ্টি জলে॥

ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ স্বরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বূ পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥

৩। সরস্বতী জলে॥

সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন স্বরোত্তমে।
বিদ্যা ধরাশ্চভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু॥

৪। সাগরজলে॥

ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু॥

৫। পদ্মরেণু যুক্ত জলে॥

ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু স্বগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥

৬। নির্ঝরোদকে॥

ওঁ হিমবন্ধে মুকুটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥

৭। সর্বতীর্থ জলে॥

ওঁ সর্ব্ব তীর্থাম্বূ পূর্ণেন কলসেন স্বরেশ্বরীম্।
সপ্তমে নাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত খেচরাঃ॥

৮। চন্দন বাসিত জলে॥

ওঁ বসবঃ চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্ট মঙ্গল সংযুক্তে দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে॥

বৈদিক মন্ত্রে স্নান। (১) ওঁ অগ্নি মীড়ে পুরো হিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্ত্বিজং হোতরং রত্ন ধাতমম্॥ (২) ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠ তমায় কর্ম্মণে। (৩) ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গণানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ (৪) ওঁ শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে আপোভবতু পীতয়ে সং যো রভিশ্রবন্তু নঃ॥

স্বগন্ধিজলে স্নান॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ কুবেরশ্চ বরুণো যাদসাং পতিঃ। এতে স্বমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গায়ৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাম্॥ ওঁ দিতিশ্চাদিতিশ্চৈব তথৈ বারুন্ধতী সতীঃ॥ এতাঃ স্বমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে॥ ওঁ ব্যাসশ্চ নারদশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ স্তথা শিবঃ। এতে স্বমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ততে॥ ওঁ ঐরাবতঃ পুষ্পদন্তো হা হা হূ হূ শ্চ বীর্য্যবান। গীতি বাদ্যাত্র নাট্যেন স্নাপয়ামি স্বরেশ্বরীম্॥ ইতি মহাস্নান॥

বস্ত্র পরিধান॥ সিন্দুরদান॥ যথাস্থানে স্থাপন॥
ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুসীম্ কৃণুত দীর্ঘ মায়ুঃ।
শতঞ্চ জীব শরদঃ স্ববচ্চো বন্ধনি বিসৃজাসি জীবম্॥

মুদ্রা তত্ত্ব

তান্ত্রিক বিধানে মুদ্রা বিজ্ঞান এক আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার। পাঁচ অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, পঞ্চতত্ত্ব প্রবাহিত হয়। পজিটিভ্ ও নেগেটিভ তারে যে ভাবে ইলেকট্রিক প্রবাহিত হয় উহা সাধারণ চক্ষে বোঝা যায় না। যা হোক, বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগে প্রবাহিত তত্ত্বগুলি সম্বন্ধ রাখে। খুব ভাল ও উচ্চস্তরের শক্তিমান সাধক ভিন্ন সাধারণ লোক দ্বারা তত্ত্ব প্রবাহ দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না। কারণ তাহারা ইহার রহস্য জানে না। ডান হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে বাম হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি সংযোগ করিলে তত্ত্বগুলি প্রবাহিত হয়। খুব হাল্কা ভাবে স্পর্শ করিবার নিয়ম এবং খুব নিশ্চিন্ত হইয়া একাগ্রভাবে মন সংযোগ করিতে হয়। মানস পূজায় এই পঞ্চমুদ্রা প্রয়োগ হয়। দক্ষিণ ও বাম হস্তের অঙ্গুলিতে অর্থাৎ পজিটিভ্ ও নেগেটিভ প্রবাহ মিলিয়া এই প্রবাহ সৃষ্ট হয়। ইহার বোধ ধারা বিজ্ঞানময় কোষে। কাজেই শুধু স্পর্শটিতেই মন নিবিষ্ট করিবেন। কল্পনা বা মাথা খাটাইবেন না।

চারিটি করাঙ্গুলীর মোট ১২টি পর্ব্ব আছে। ইহারা ১২টি রাশির প্রতীক। জপকালে এই রাশিগুলিতে অঙ্গুষ্ঠের স্পর্শ ঘুরাইতে হয়। দার্শনিক রীতিতে গণনার সুবিধার জন্য ১২ টি রাশির মধ্যে ১০টিকে জপ সংখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। শক্তিমন্ত্রে ও শিব বা ব্রহ্ম মন্ত্রের প্রয়োগে যে পর্ব বাদ দেওয়া হয় অন্যটিতে সেই দুইটি গ্রহণ করিয়া সেই পর্ব দুইটির শক্তি গ্রহণ করিবার বিধান আছে।

আমাদের করতলে নবগ্রহের সংস্থান আছে। এইসব সংস্থানের সঙ্গে শক্তিবাদ জড়িত আছে। নয়টি গ্রহের মূলে নয়টি মহাবিদ্যা এবং সমস্ত করতলের মধ্যে ভৈরবী মহাশক্তি বিরাজমান আছেন। সাত প্রকার উপাসনার মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গ অনুষ্ঠানের সঙ্গে নানা প্রকারের মুদ্রা প্রচলন আছে। বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে মোটেই সম্ভব নয়।

আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা :- আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা হইতেছে শিব পিণ্ড, মস্তিষ্ক, সহস্রার এবং সহস্রার গর্ভস্থান সংযুক্ত লয়যোগ বিদ্যার বৈজ্ঞানিক রূপ! শক্তিবাদ মঠে প্রত্যেকটি মন্দিরে নানা আকারের শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এইসব মূর্ত্তিগুলির একটিও অর্থহীন নহে।

যন্ত্রতত্ত্ব

তন্ত্রশাস্ত্রে যন্ত্রতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব এককথা। সৃষ্টিতত্ত্বের কোনস্তরে কোন শক্তি অবস্থিত সেটার সঙ্গে যন্ত্রতত্ত্ব জড়িত আছে। এসব কথা গভীর সাধনা ও অনুভূতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। বিস্তারিত আলোচনা এ খানে সম্ভব হইবে না। যন্ত্রতত্ত্বে চতুষ্কোণ মানে

ক্ষিতিতত্ত্ব। বর্ত্তুল রেখা মানে জলতত্ত্ব। ত্রিকোণ রেখা মানে অগ্নিতত্ত্ব। অর্দ্ধচন্দ্রাকার মানে বায়ুতত্ত্ব। বিন্দু মানে আকাশতত্ত্ব। যে কোন রেখাই বিন্দুদ্বারা গঠিত। আমরা এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলাম না।

(১) আবাহনী মুদ্রা - দুই হাতের আঙ্গুল সোজা করিবেন, চিৎ করিবেন, পাশাপাশি ঠেকাইবেন, অঙ্গুষ্ঠ দুইটি দুইহাতে নিজ নিজ অনামিকায় যোগ করিবেন। ইহাই আবাহনী মুদ্রা। মস্তিষ্কই - বৃহৎ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও ছোট মস্তিষ্কের আধার স্থান। ইহারই মধ্যস্থানে শিবপিণ্ড বা মধ্য মস্তিষ্ক অবস্থিত। এখানে সব দেবদেবীরা অবস্থিত আছেন। ইহা জানাই দেবদেবীর আবাহন। ইহাই যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট দ্বিদল স্থান। অঙ্গুষ্ঠ দুইটিই শিবলিঙ্গ। অঙ্গুষ্ঠ দুইটীকে অনামিকার মূলে রাখিয়া হাত চিৎ কর।

(২) স্থাপনী মুদ্রা - আবাহনী মুদ্রাটি নিচুমুখ করিলে স্থাপনী মুদ্রা হয়। অর্থাৎ হাত দুইটি ঐভাবে রাখিয়াই উপুর কর। ইহাই যে সহস্রার গর্ভে শিবপিণ্ড বা শিবলিঙ্গ বা শিবলিঙ্গের অবস্থান, বুঝ।

(৩) সন্নিধাপনী মুদ্রা - দুইহাতের মুষ্ঠি বন্ধন করিয়া দুইহাতের পাশাপাশি লাগাইয়া রাখ। অঙ্গুষ্ঠ দুইটি উচু কর। ইহাই সন্নিধাপনী মুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠ দুইটি বা শিব লিঙ্গটি নিজের সম্মুখে বা উপরি স্থানে ও ক্ষিতি আদি অন্য তত্ত্বের প্রতীক অঙ্গুলিগুলি চারিদিকে তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

(৪) সন্নিরোধিনী মুদ্রা - তুমি এখানে এসো। এখানে থাক, আমার পূজা গ্রহণ কর, ইহাই সন্নিরোধিনী মুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদুইটি হস্ত মুষ্ঠির মধ্যে রাখ। ইহাই সন্নিরোধিনী মুদ্রা।

(৫) সন্নিধাপনী মুদ্রাকেই সন্নিরোধিনী মুদ্রা জানিবে। তুমি সহস্রারের মধ্যে থাক এবং আমার পূজা গ্রহণ কর।

(৬) অমৃতকরণ মুদ্রা - হাত দুইটি জোড় কর। অঙ্গুলিগুলি প্রসারণ কর, ডান হাতে মধ্যমার সঙ্গে বাম অনামিকার যোগ কর। বাম হাতের মধ্যমার সঙ্গে ডান হাতের অনামিকার যোগ কর। বাম হাতের অনামিকার সঙ্গে ডান হাতের কনিষ্ঠা যোগ কর এবং বাম হাতের অনামিকার সঙ্গে ডান হাতের কনিষ্ঠা যোগ কর।*

(৭) কুর্মমুদ্রা - বাম হস্তের তর্জ্জনীকে দক্ষিণ কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বাম বৃদ্ধাঙ্গুলী যোগ কর। হাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত কর এবং বাম অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণ অঙ্গুলীর পৃষ্ঠস্থান সংযোগ কর ও বাম তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণ মধ্যমা ও অনামিকা অধঃ মুখে রাখ ও পৃষ্ঠস্থান কুর্মের মত উচু কর। ইহাই কুর্ম্ম মুদ্রা।

(৮) অবগুণ্ঠন মুদ্রা - নৈবেদ্যদান কালে ইহার প্রয়োগ হয়। নৈবেদ্যগুলিকে তুলসী (বৈষ্ণব) বা বিল্বপত্রদ্বারা ঢাকিয়া দিবে। দক্ষিণ হাত মুঠো করিয়া তর্জ্জনীকে সোজা ও নিম্নমুখী করিয়া ঐ তর্জ্জনীকে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইবে।

(৯) মৃগমুদ্রা - প্রাণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ হয়।

(১০) লেলিহামুদ্রা - কালীপূজায় লাগে।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের বিবরণ স্পষ্টতঃই অশুদ্ধ। ''পূজাপ্রদীপ'' পুস্তকে মুদ্রাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য এবং সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

(১১) ভূতিনীমুদ্রা - অভিজ্ঞ লোকের নিকট শিখিয়া লইবে। অসুবিধা থাকিলে নাচার মুদ্রা প্রয়োগ করিবে।

(১২) অঙ্কুশ মুদ্রা - গণেশ পূজায় লাগে। জলশুদ্ধিতে লাগে।

(১৩) মৎসমুদ্রা - জলশুদ্ধিতে লাগে।

(১৪) মুণ্ডমুদ্রা - কালীপূজায় লাগে।

(১৫) গালিনীমুদ্রা -

(১৬) নাচারমুদ্রা - ভূত অপসারণে শ্বেতসরিষা বিকিরণে লাগে।

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা অঙ্গুলীগুলিকে হস্তমধ্যস্থিত রাহু ও কেতুস্থানে চাপিয়া ধর। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা হাতে শ্বেত সরিষা লও এবং বিকিরণ কর। রাহু ও কেতু হইতে ম্লেচ্ছ ও যবনবাদের উৎপত্তি। ইহাদিগকে কনিষ্ঠ (ক্ষিতি) অনামিকা (জল) মধ্যমা (অগ্নি) দ্বারা রাহুবাদ ও কেতুবাদকে চাপিয়া রাখিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে শ্বেত সরিষা মানে অস্ত্র প্রয়োগে ইহাদিগকে অপসারণ করিবে অর্থাৎ দূরে রাখিবে। ভারত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া ৭/৮ শতবৎসর ধরিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। ভারতবর্ষের মূর্খ নেতারা যবনের নিকট ভারত ভাগ করিবার পরও আজ জমি, কাল জল, পরশু জঙ্গল, তাহার পর দিন কয়লা, অর্থ সবই দিবার জন্য ব্যস্ত আছে। ভারতের নেতৃত্ব বেশ ব্যবসা ও উপার্জ্জনের পথ। দিলেই ভাগ পাওয়া যায়।

নাচার = ন + আচার = অনাচার। অনাচারের মূল হইতেছে রাহুবাদ এবং কেতুবাদ। মৃত্যুর পর লিঙ্গ মস্তক মুণ্ডিত এবং এই দুই মতবাদের লোকেরাই স্থায়ীভাবে প্রেত হয়। জীবিত অবস্থায় ইহাদের মনে শান্তি থাকে না। এইজন্য ইহারা মিথ্যাবাদী ও অনাচারী হয়। মৃত্যুর পর এসব প্রেতরাই মানুষের মনে কুবুদ্ধি যোগায়। এদের হাতে জল ভূমি ও অগ্নি (কয়লা আদি) দিলেই এরা সুখী ও সভ্য হইবে না। ওয়ারল্ড কন্‌কারার শক্তিবাদে প্রেতবাদের কথা দ্রষ্টব্য।

(১৭) যোনীমুদ্রা -

(১৮) পদ্মমুদ্রা -

(১৯) খড়্গমুদ্রা - অগ্নিতত্ত্ব অঙ্গুলিটি নিম্নে এবং বায়ুতত্ত্ব অঙ্গুলিটি উপরে থাকিবে। অসুর নাশন কার্য্যের বলিদানে ইহা ব্যবহার হয়। ইহা কালীর অস্ত্র। বায়ু দ্বারা অগ্নিবাণ চালনাই কামান বন্দুক।

(২০) বরমুদ্রা - অঙ্গুষ্ঠটি অনামিকার মূলে থাকিবে. বরদান কার্য্যে ইহা ব্যবহার হয়।

(২১) অভয়মুদ্রা - বামহস্তটি উপরের দিকে একটু নত করিয়া রাখিবে। অঙ্গুষ্ঠটি অনামিকার মূলে থাকিবে।

(২২) সংহারমুদ্রা - মুদ্রাগুলির বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিলাম না। প্রয়োজন হইলে পরে দেখা যাইবে। হিন্দুরা বড় বড় কথা শিখিতে চায়, কিন্তু কাজের বেলায় কেবলই অসুর ও যবনের পদে তৈল মাখায়। হিন্দুরা বহু শত বৎসর ধরিয়াই পতিত জাত। ইহার কারণ যাহারা কিছু বোঝে তাহারা কিছুই করে না। কেবলই কথার পাণ্ডিত্য দেখায়।

দুর্গাপূজা আরম্ভ

প্রণাম॥ ওঁ নমঃ শ্রীমদ্ ভগবৎ দুর্গায়ৈ॥

হাতে পায়ে জলের ছিটা দাও॥ ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধি সর্ব্বপাপানি সময়াশেষ বিকল্প মানয় হূঃ॥ ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ ওঁ তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণুঃ॥

মননিশ্চিন্তকরণ॥ ওঁ দেবি তৎ প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিন্তাং মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥

শুভকর্ম্মের সাক্ষী॥ ওঁ সূর্য্য সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ।

কামিনী দেবীর ধ্যান॥ ওঁ সিংহ স্কন্ধ সমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং নানালঙ্কার ভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্র বিভূষিতাং॥ শঙ্খচক্রধনুর্বাণ বিরাজিত করাম্বুজাং। কামিনীং প্রথমংধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ॥ "কং" বীজ দশ বার জপ॥

আচমন॥ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা॥ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥ শিব তত্ত্বায় স্বাহা॥

দুর্গাপূজার বিশেষ আচমন॥ দূং মন্ত্রে তিনবার আচমন॥ (অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওষ্ঠ এবং অধর মার্জন)॥ ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ (হস্ত প্রক্ষালন) ওঁ দূং॥ (তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ) মায়ায়ৈ নমঃ। ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ ও বাম নাসা স্পর্শ) ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ। (দক্ষিণ ও বাম চক্ষু) ওঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ ও বাম কর্ণ) ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ওঁ উমায়ৈ নমঃ (নাভি) ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ॥ (বক্ষ) ওঁ সগন্ধায়ৈ নমঃ॥ (মস্তক) ওঁ সর্ব্বসাধিণ্যৈ নমঃ॥ (দক্ষিণবাহু মূল) ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥ (বাম বাহুমূল) ওঁ সৌভদ্রিকায়ৈ নমঃ॥

কালীপূজায় বিশেষ আচমন॥ ক্রীঁ মন্ত্রে (তিনবার)॥ (ওষ্ঠ এবং অধর মার্জন) ওঁ কাল্যৈ নমঃ। ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ॥ (হস্ত প্রক্ষালন) ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ। (তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ) ওঁ কুরুকুল্বায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ ও বাম নাসিকা) ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ। ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ ও বাম চক্ষু) ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ ও বাম কর্ণ) ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ। ওঁ নীলায়ৈ নমঃ॥ (নাভি) ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ॥ (বক্ষ) ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। (শির) ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ॥ (দক্ষিণ স্কন্ধ) ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ। (বাম স্কন্ধ) ওঁ মিতায়ৈ নমঃ॥

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন॥ (কোষা স্থাপনম্) ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ॥

কূর্ম্মায়॥ অনন্তায়॥ পৃথিব্যৈ॥ (জলশুদ্ধি) ওঁ ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥

পঞ্চমুদ্রা॥ (অবগুণ্ঠন) হূঁ॥ (ধেনু) বং॥ (মৎস্য মুদ্রা) ওঁ জপ॥ দশ বার॥

দ্বারদেবতার পূজা॥ শ্রীমদ্দুর্গা দেবতায়াঃ দ্বারদেবতাভ্যঃ নমঃ। (বিশেষ) (ঊর্দ্ধ্ব ডুম্বুরে) ওঁ হ্রীঁ বিঘ্নেশায় নমঃ॥ (দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ মহালক্ষ্মৈ নমঃ॥ (বামে) ওঁ ঐঁ সারস্বত্যৈ নমঃ॥ (মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ দ্বারশ্রীয়ে নমঃ॥ (দক্ষিণ শাখায়) ওঁ হ্রীঁ গণপতয়ে নমঃ॥ (বাম শাখায়) ওঁ হ্রীঁ ক্ষেত্র পালায় নমঃ॥ (পার্শ্বদ্বয়ে) ওঁ হ্রীঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ॥

(মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ মায়াশক্তয়ে নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ চিৎশক্তয়ে নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ ধাত্রে নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ বিধাত্রে নমঃ॥ গঙ্গায়ৈ॥ যমুনায়ৈ॥ ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্॥

বিঘ্নাপসরণ॥ ফট্ মন্ত্রে চাউল (শ্বেত সরিষা) বিকিরণ॥ দিক বন্ধন॥ দিব্য ও অন্তরীক্ষ বিঘ্ন নাশ করণ॥

বিঘ্ন নিবারণ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রে নৈব তাড়িতাঃ॥ ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ, যে ভূতা ভূমি সংস্থিতাঃ। তে ভূতাঃ বিঘ্নকর্ত্তায়ঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞায়া॥ ভূত পূজা॥ (ভূমিতে সিন্দুর তিলক দান করিয়া) বলি॥ ওঁ ঐঁ মক্কেশ্বর ভূতায় নমঃ পূজা॥ ওঁ ঐঁ ভূতেভ্যো নমঃ (বলিয়া অন্যান্য সমস্ত ভূতের পূজা)॥ পঞ্চোপচারে পূজা॥ স্তুতি পাঠ॥

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে।
তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতং॥
ওঁ পূজিতাঃ গন্ধ পুষ্পাদ্যৈ র্বলিভির্পিতাস্তথা।
দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥
ওঁ যে রৌদ্রাঃ রৌদ্র কর্ম্মাণো রৌদ্র স্থান নিবাসিনঃ।
সৌম্য রূপাশ্চ যে কেচিৎ সৌম্যস্থান নিবাসিনঃ॥
ওঁ মাতরঃ রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে।
বিঘ্নী ভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিষু সমাশ্রিতাঃ॥
তে সর্ব্বে প্রীত মানসঃ প্রতিগৃহ্নন্তুমিমং বলিং॥

ওঁ অদ্যাঙ্ক কর্ম্মজাশ্চৈ ব যে ভূতা দিবি সংস্থিতাঃ ভূমৌ ব্যোম্নিস্থিতাঃ যে চ প্রতি গৃহ্নন্তম্ ইমং বলিং॥ ওঁ অঘোরে ভ্যো থ ঘোরে ভ্যো ঘোর ঘোর তরেভ্যশ্চ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বতরে ভ্যো রুদ্ররূপেভ্যো বৈ নমঃ॥ ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভূমি পাথকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ "ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে হাতে মুষ্টিতে জল লইয়া মাথায় ছিটা দিবে। এবং বিঘ্ন নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

ভূমি শোধন॥ ওঁ পবিত্র বজ্র ভগে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা॥ (যোনিমুদ্রায় ভূমিস্পর্শ)

আসন শুদ্ধি॥ ওঁ হ্রীঁ আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ॥ ওঁ অস্য আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্ম্মো দেবতাঃ আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং॥

গুরুপ্রভৃতি প্রণাম॥ (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। পরম গুরুভ্যো। পরাপর গুরুভ্যো॥ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ॥ (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ॥ (ঊর্দ্ধে) ব্রহ্মণে নমং॥ (অধঃ) অনন্তায় নমঃ॥ (পশ্চাতে) ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ যোগিনী ভ্যো নমঃ। দিক পালেভ্যো নমঃ॥ অদ্য সম্মুখে শ্রীমদ্ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

সংকল্প॥ ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলি যুগে কলের্গতাব্দা ৫০৭৮ অব্দে বৌদ্ধাবতারে বৌদ্ধ অব্দা ২৫২১ অব্দে খৃষ্ট অব্দা ১৯৭৭ অব্দে আশ্বিন (কার্ত্তিক) মাসে শুক্ল পক্ষে সপ্তমী তিথিঃ আরভ্য নবম্যাং যাবৎ অমুক গোত্র অমুকস্য কল্যাণার্থং শ্রীমদ্ ভগবতী দুর্গা দেব্যাঃ প্রীত্যর্থং অহং অমুকগোত্র শ্রীঅমুকঃ

শ্রীদুর্গাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)॥ সংকল্পিতার্থ্যঃ সিদ্ধয়ঃ সন্ত মনোরথাঃ শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রানামুদয়ায় চ তনয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

স্বস্তিবাচন॥ ওঁ কর্ত্তব্যঽস্মিন্ শ্রীমদ্দুর্গা পূজা কর্ম্মনি পুণ্যাহং ভবন্তো ঽধিব্রুবন্তু॥ ওঁ পুণ্যাহং (৩ বার)॥ ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ শ্রীমদ্দুর্গা পূজা কর্ম্মনি ঋদ্ধিং ভবন্তো অধিব্রবন্তু॥ ওঁ ঋদ্ধতাং (৩ বার).....স্বস্তি ভবন্তো অধিব্রুবন্তু॥ ওঁ স্বস্তি (৩ বার)॥

ওঁ সোমং রাজানং বরুণং অগ্নি মন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষ্য বিশ্ব বেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

ওঁ হ্রীঁ হূঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণবা হূঁ স্বস্তি নঃ কালী মেধা মৃতময়ী হ্রৌঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যাঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি॥

পুষ্প শোধন॥ ওঁ পুষ্পকেতু রাজা র্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হূঁ॥ (পুষ্প স্পর্শ)॥ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহা॥ ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা॥ (জলের ছিটা)

পূজা দ্রব্যাদি শোধন॥ "ফট্" মন্ত্রে জলের ছিটা॥ "বং" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা॥ "রং" মন্ত্রে আত্মরক্ষা॥ মার্জন মূলমন্ত্রে॥ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা॥ (বুকে হাত দেও) ওঁ আং হূঁ ফট্ স্বাহা॥

ঘটস্থাপনা॥ প্রথমে মানস ঘট পূর্ণ করিয়া লও॥ মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ঘট পরিপূর্ণই আছে, ভাবো। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, সবই পূর্ণ আছে, ভাবো॥ ঘটে যন্ত্র লিখন॥ ঘটের নিম্নে পঞ্চশস্য দান॥ ঘটস্থাপন॥ জলে অষ্টগন্ধ দান॥ (রক্তচন্দন, জটা মাংসী, কৃষ্ণ শঠী, গাঠেলা, অগুরু, কুমকুম, জাফ্রান ও শ্বেত অপরাজিতা লতা)॥ স্বর্ণ দান॥ পঞ্চরত্ন দান॥ ক্লীঁ মন্ত্রে ধৌত। ঐঁ মন্ত্রে সংশোধন, হ্রীঁ মন্ত্রে যথা স্থানে স্থাপন, হ্রীঁ মন্ত্রে জল পূর্ণ করণ॥ ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরসী সর্ব্বা সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতা সরাংসি জলদা নদাঃ হ্রদাঃ প্রস্রবনাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ পাতাল ভূগতাঃ। সর্ব্ব তীর্থাণি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং॥ (কুশদ্বারা) পল্লব স্পর্শ ওঁ শ্রীঁ॥ ফল ওঁ হূঁ॥ (স্থিরীকরণ) ওঁ শ্রীঁ॥ (সিন্দুর) ওঁ রং। (পুষ্প) ওঁ যং। (দূর্বা) ওঁ হ্রীঁ॥ ওঁ হূঁ ফট্ স্বাহা, ঘট স্পর্শ॥ ঘট ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া ১০ বার মূলমন্ত্র জপ॥ ওঁ বহ্নের্ধূম্রাশ্চিষাদি দশকলাভ্যো নমঃ। ওঁ সূর্য্যস্য তপিণ্যাদি দ্বাদশ কলাভ্য নমঃ॥ ওঁ চন্দ্রস্য অমৃতাদি ষোড়শকলাভ্যো নমঃ। ওঁ স্থাং স্ত্রীঁ স্থিরোভব॥ আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা॥ ঘটের চারিদিকে তীর রোপন, সূত্র ঘেরা॥ ইহার পর ঘটে দেবতাগণের পূজা করিবেন॥ (যদি শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ শিলায় পূজা করিতে হয় তবে নারায়ণ শিলায় শিবলিঙ্গও পূজা হইবে)॥ ওঁ গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্য নমঃ॥ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ॥ ইন্দ্রাদি দশ দিকপালেভ্যো নমঃ॥ ওঁ গুরবে নমঃ। সংকল্প॥ যদি পূর্বে সংকল্প না হইয়া থাকে তবে এখন সংকল্প করুন॥ নিত্য পূজায় সংকল্প না করিলেও চলিবে॥

ওঁ বিষ্ণুরোং তৎসৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে কলিযুগে অষ্টবিংশতি কলিযুগশ্চ অবসানে বর্ত্তমান কলিযুগস্য ৫০ শত ত্রয় অশীতিবর্ষে (৫০৮৩, ইং ১৯৮৪ সনে) অমুক মাসে, অমুক

পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক গোত্র, শ্রীঅমুক দেবতা প্রীত্যর্থে অমুকস্য কল্যাণার্থং পঞ্চদেবতা পূজা পূর্ব্বক অমুক দেবতা পূজন কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)॥ সংকল্পিতার্থং সিদ্ধয় সন্তু মনোরথাঃ শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণাং উদয়ায় চ॥ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

ঈশান কোণে কোন আধারে কুশিটি উল্টাইয়া দিবেন। কুশির উপর চাউল দিবেন। মন্ত্রপাঠ। ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবর্তা সিচম্ উদ্‌বা সিঞ্চধ্ব মুপবা পূর্ণধ্বামাদিদ্ যো দেব ওহতে॥

সংকল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণাং উদয়ায় চ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। ওঁ তৎ সৎ॥

পঞ্চদেবতার পূজা

গণেশের পূজা। একটি গন্ধ পুষ্প হাতে লইয়া ধ্যান - ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্ মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোল খণ্ডস্থলং দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥

ধ্যান পুষ্পটি মস্তকে রাখিয়া মানস পূজা

১। (মূলাধারে) ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(কনিষ্ঠাদ্বয় সংযোগ করিয়া)

২। (স্বাধিষ্ঠানে) ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(অনামিকাদ্বয় সংযোগ করিয়া)

৩। (মণিপুরে) ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(মধ্যমাদ্বয় সংযোগ করিয়া)

৪। (অনাহতে) ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(তর্জ্জনীদ্বয় সংযোগ করিয়া)

৫। ওঁ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(দুইটী অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিয়া বিশুদ্ধাখ্য চক্র ধ্যান করিলে আকাশ তত্ত্ব হয়, ইহার বীজমন্ত্র হং।)

৬। ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলম্ ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

(দুই হাতের সব অঙ্গুলী ফাঁক ফাঁক করিয়া সংযোগ করিবে। এবং মস্তিষ্কস্থিত গণেশ কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত ধ্যান করিবে।) সমস্ত তত্ত্বই তাম্বুল নামে খ্যাত। তাম্বুলকে শক্তিনাড়ীর প্রতীক জানিবে। খুব ধীরভাবে অঙ্গুলীর অগ্রভাগগুলি স্পর্শ করিতে হয়। খুব ছোট স্পর্শই তত্ত্ববোধের ফল দান করিতে পারে। বেশী মাথা ঘামাইও না। তত্ত্ববোধ বিজ্ঞানময় কোষে হয়।

পূজা করিয়া চল। মনকে সূক্ষ্মবোধ স্তরে লইয়া আসা কোন সাধারণ কথা নহে। এসব কথা লইয়া মাথা খাটাইওনা। শক্তিবাদ বোঝ ও ভারতকে শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য কর। এসব বুঝিবার জন্য নহে। কেবল করিয়া যাও। খুব তাড়াতাড়ি করিয়াও লাভ নাই। নিমিষে কাজ শেষ করিবে। বেশী সময় দেওয়া মানে মনোময় কোষে আসা।

মানস পূজার পর আবার ধ্যান করিয়া ঘটে ধ্যান পুষ্পটি সাজাইয়া দিবে। এবং পঞ্চোপচারে (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য) দানে পূজা করিবে।

পুনঃ ধ্যান॥ বাহিরের পূজা॥

এষঃ গন্ধঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে॥ এষঃ ধূপঃ॥ এষঃ দীপঃ॥ এতদ্ নৈবেদ্যম্॥

ইহার পর পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম।

গণেশের পুষ্পাঞ্জলি॥ ওঁ সর্ব্ববিঘ্ন হরো দেবো একদন্তো গজানন।
দেবীগৃহে অর্চ্চিতো দেব্যসর্ব্ব বিঘ্নং বিনাশয়॥

প্রণাম॥ ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেনবঃ॥

সূর্য্যের পূজা

ধ্যান - ওঁ রক্তাম্বুজাসনং অশেষ গুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয় বরাভীতি সংদধতং করাব্জৈঃ
মাণিক্য-মৌলীং অরুণাঙ্গ রুচিং ত্রিনেত্রম্॥

মানস পূজা

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলম্ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান॥ পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা॥

এষঃ গন্ধঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এষঃ ধূপঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এষঃ দীপঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এতদ্ নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
সূর্য্যার্ঘ্য॥ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে কর্ম্ম দায়িনে
ইদং অর্ঘ্যং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় নমঃ॥
প্রণাম॥ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
বিষ্ণুর ধ্যান॥ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ,
কেয়ুর বান কনক কুণ্ডলবান কীরিটী
হারিঃ হিরন্ময়র্বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

মানস পূজা॥

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলম্ ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটী ঘটে বা যন্ত্রে সাজাইয়া দিবে এবং পঞ্চোপচারে বাহ্যপূজা করিবে (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য)॥

নারায়ণকে তুলসী পত্রদান মন্ত্র॥ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। (অর্থাৎ বহুরূপধারি, সমাজরূপী পরমাত্মা বিষ্ণুকে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি।) শুধু নিজেরটা দেখিলেই চলে না, সমাজ সেবার কথাও ভাবিতে হয়।

প্রণাম॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যো দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবের ধ্যান॥ ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরি নিভং
চারুচন্দ্রা বতংসং, রত্না কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু
মৃগ বরাভীতি হস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ
স্তুতমমরাগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং
বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিণেত্রং॥

(ধ্যান পুষ্পটী মস্তকে ধারণ করিয়া মানস পূজা)

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলম্ ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ শিবের ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটী ঘটে বা যন্ত্রের উপর রাখিবে এবং বাহ্য পূজা করিবে॥ (গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য)।

প্রণাম॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয়হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

দুর্গার পূজা॥ ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররি কুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিণেত্রাম্। সিংহ স্কন্ধারূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং তেজসা পুরয়ন্তিম্। ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণাবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

ধ্যানান্তে মানস পূজা॥

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলম্ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

মানস পূজার পর পুনঃ ধ্যান॥ ঘটে বা যন্ত্রে ধ্যান পুষ্পটি সাজাইয়া দিবে এবং বাহ্য পূজা করিবে॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য॥

পুষ্পাঞ্জলী॥ ও প্রণাম॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মনোবিকাশের ৫টী স্তরই পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম॥ যে কোন দেবতা, যে কোন অবতার, যে কোন মহাত্মা, যে কোন পূজ্য মানব এই পাঁচ স্তরের কোন না কোন স্তরে অবস্থিত। কাজেই পঞ্চতত্ত্বের পূজাই সমস্ত স্তরের পূজা। মনের কেন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্রহ্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা দেবতা। বিবাহ যজ্ঞ আদিতে ব্রহ্মা দেবতার পূজা হয়। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম সংস্থানে ব্রহ্মার কোন স্থান দিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার কারণ শক্তির স্তরই ব্রহ্মার প্রতিভূ॥ শক্তি স্তরের একপ্রান্তে অব্যক্তস্তর, অন্যপ্রান্তে মন ও প্রাণ কেন্দ্র। মস্তিষ্ক চিত্র দেখিলে সব বুঝিতে পারিবেন। অব্যক্ত (ঃ)॥ মন = ঋ॥ প্রাণ = ৯॥ জয় দুর্গাধ্যানে কালীরই রূপ আরম্ভ হইয়াছে। কালীই কালা রং, অব্যক্ত ও কাল সত্ত্বা। দুর্গা মন্ত্রেও কাল সত্ত্বারই বিকাশ মানা হইয়াছে।

পঞ্চদেবতার ধ্যানে সাধককে কালী বা কাল সত্ত্বায় লইয়া গিয়াছে। ইহার পর কালীই দশমহাবিদ্যার প্রতীক॥ অব্যক্ত সত্ত্বার মধ্যেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের সমস্ত উপাদান বিদ্যমান॥ অব্যক্ত সত্ত্বার অনুশীলন শিব ভিন্ন কে করিতে পারে? সাধক জানিয়া রাখুন অব্যক্ত সত্ত্বার সঞ্চালন ভিন্ন কোন কার্য্যই সংঘটিত হয় না। সমস্তগুলি মন্বন্তর অব্যক্ত শক্তিরই লীলা ও ক্রিয়া বিশেষ। চণ্ডীগ্রন্থে মন্বন্তরের কথা অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা আছে। কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, নবরাত্রি প্রভৃতি কথার রহস্য অনুধাবন করা মানব মস্তিষ্কের কার্য্য নহে। মহাশক্তি মা কালীকে ভক্তি কর। ভারতকে শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। ইহা ভিন্ন সত্যানন্দ আর কি করিতে পারে? মনোবিকাশের পথে যতটা আভাষ দেওয়া প্রয়োজন দেওয়া হইল। এবার ষট্‌চক্র তত্ত্ব বলা হইবে। প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির পথে মহাশক্তির আরাধনার কথা এবার বলা হইবে।

প্রাণায়াম॥ পূরক হূঁ॥ কুম্ভক হংসঃ॥ রেচক সঃ॥ তিনবার প্রাণায়াম॥

ভূতশুদ্ধি॥ (ভূতশুদ্ধি ও কুণ্ডলিনী জাগরণ সম্বন্ধে সিদ্ধসাধক গ্রন্থের আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি সম্বন্ধে সব কথাই বলা হইয়াছে। এখানে সে সব কথার আলোচনা করা হইল না।) এখানে যে ভূতশুদ্ধির কথা বলা হইল উহার নাম সিদ্ধসাধক গ্রন্থে ৩ নং ভূতশুদ্ধি। এই ভূতশুদ্ধি বৈজ্ঞানিক এবং কোন প্রকার ক্ষতিকারক অনুষ্ঠান নহে।

প্রাণায়ামের পরই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

ভূতশুদ্ধির প্রথম ক্রিয়া॥ ব্রহ্মনাড়ীর সর্বনিম্ন প্রান্ত মূলাধার কেন্দ্রে মন দাও। এখানে প্রথম শিব স্বয়ম্ভু, ইনি ব্রহ্মা। ইঁহার শক্তির নাম ডাকিনী। এই চক্রে বং শং ষং সং বর্ণ

শোভিত চারিটি পত্র আছে। এই পত্রগুলি সোন পুষ্পের মত পীতাভ লোহিত বর্ণ, বা অরুণ বর্ণ। এই পদ্মের মধ্যস্থান পীতবর্ণ। ইহাতে লং বীজ আছেন। এই পদ্মের সমস্ত বর্ণ ও দেবদেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন দেখো এবং বল - ওঁ ব্রহ্মণে পৃথিব্যধিপতয়ে নিবৃত্তি কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা॥ প্রত্যেক চক্রের ইহাই নিয়ম যে সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত জ্ঞান একবার জাগ্রত হয় এবং একবার বিলীন হয়। বিলীন ক্রিয়া বুঝাই ভূতশুদ্ধি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হইলে বিলীন ক্রিয়া বুঝা যায় না। এই মন্ত্রটির অর্থ - নিবৃত্তি কলাত্মক ব্রহ্মাকে অর্থাৎ শিবকে হূঁ ফট্ এবং স্বাহা মন্ত্রে আহুতি। হূঁ = অবগুণ্ঠিত। ফট্ = অস্ত্রাঘাতে মৃত। স্বাহা = অগ্নিতে আহুতি বা আত্মদান। অর্থাৎ নিবৃত্তি রূপ সৌন্দর্য্যে বিভোর মনই কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম মানস লক্ষণ। যাহার মনে নিবৃত্তি নাই তিনি নামেই কুণ্ডলিনী সাধক, জ্ঞান তাঁহার জন্য নহে। নিজেকে নিবৃত্তিতে আবরিত কর, আমিত্বকে অস্ত্রাঘাতে নিহত কর এবং নিবৃত্তি কলাতে আত্মাহুতি দান কর। মূলাধার চক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দোলায় না দুলিয়া নিবৃত্তির পথ লইবেন। ইহাই প্রথম চক্রের ভূতশুদ্ধি॥

ভূতশুদ্ধির দ্বিতীয় ক্রিয়া॥ স্বাধিষ্ঠান চক্রে মন দাও। এই চক্রে বং ভং মং যং রং লং এই সব বর্ণাত্মক দল রহিয়াছে। ইহার রং সিন্দুরের মত রক্তবর্ণ। এই পদ্মের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ জলাত্মক বং বীজ বিদ্যমান। এই চক্রের অধিপতি বিষ্ণু, ইনি ২য় শিব। বিষ্ণু লক্ষ্মী (রাকিনী) সহ অবস্থান করেন। সমস্ত বর্ণ, বিষ্ণু লক্ষ্মী, এবং বং বীজ সবই ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন দেখো এবং বল - ওঁ হ্রীঁ বিষ্ণবে জলাধিপতয়ে প্রতিষ্ঠা কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা॥ নিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভই প্রতিষ্ঠা কলা। আজ এ সাজ, কাল ঐ সাজ, আজ দিল্লী কাল আগ্রা, পরশু বিলাত করিলাম, আজ এর সর্বনাশ কাল ওর সর্বনাশ; এসব প্রতিষ্ঠার লক্ষণ নহে। নিবৃত্তি কলায় প্রতিষ্ঠাই ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা। বাহ্য জগতে নিবৃত্তি না আসিলে অন্তর জগতে নিবৃত্তি আসে না। আত্ম প্রতিষ্ঠা, ত্যাগ প্রতিষ্ঠা, সত্যপ্রতিষ্ঠাময় অচঞ্চল জীবনই কুণ্ডলিনী জাগরণের স্বাধিষ্ঠান চক্র লক্ষণ।

ভূতশুদ্ধির তৃতীয় ক্রিয়া॥ মণিপুর চক্রে মন দাও। এই চক্রে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই সব বর্ণাত্মক পদ্মদল রহিয়াছে। এই দলগুলি নীলবর্ণ। এই পদ্মের অধিপতি রুদ্র। ইহাতে অগ্নিতত্ত্ব রং বীজ রহিয়াছে। ইহার শক্তি শ্যামবর্ণা লাকিনী শক্তি। এই পদ্মের মধ্যস্থল রক্তবর্ণ। ইহাতে অগ্নিতত্ত্ব রং বীজ বিদ্যমান। সবাই বহ্নিবীজে এবং বহ্নিবীজ ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন দেখো এবং বল - ওঁ রুদ্রায় তেজাধিপতয়ে বিদ্যাকলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা॥ কুণ্ডলিনী শক্তি মণিপুরে আসিলে সাধক তেজস্বী হয়। যাঁহারা তেজস্বী মানব তাঁহাদের মণিপুর চক্র সতেজ, তাঁহারাই শক্তি সাধনার ক্ষেত্র। যাঁহার তেজ নাই তিনি ত্যাগী হইতে পারেন না। সংসারে কষাঘাতে ও সংঘাতে জর্জরিত নিস্তেজ মানুষকে সংসার আটকাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তেজস্বীকে আটকাইতে পারে না। যিনি ত্যাগী ও তপস্বী তিনিই জ্ঞান ও বিদ্যার দ্বারা বিভূষিত হইবেন। অহং কৈন্দ্রিক জ্ঞানই অবিদ্যা, আত্মপ্রতিষ্ঠজ্ঞানই বিদ্যা নামে খ্যাত। ব্রহ্মনাড়ী ধরিয়া সাধনাই বিদ্যার সাধনা। মণিপুর কেন্দ্র তেজশক্তিতে পরিপূর্ণ। যজ্ঞাদিতে এই অগ্নিরই সাধনার কথা আছে। সিদ্ধ সাধক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভূতশুদ্ধির চতুর্থ ক্রিয়া॥ কুণ্ডলিনী এবার অনাহত চক্রে আসিলেন। এক একটি চক্রে এক এক প্রকার সৌন্দর্য্য বা কলা বিদ্যা বিদ্যমান। সাধক সেই সব সুন্দর কলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সাধক ক্রমেই গম্ভীর ও নিরহঙ্কার হইবেন। অনাহত চক্রে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক দল রহিয়াছে। ইহারা রক্তাভ বর্ণ। এই চক্রের মধ্য অংশ ধূম্র বর্ণাভ। ইহাতে যং বীজ রহিয়াছে। এই চক্রের অধিপতি ঈশান। ইনি ধূম্রাভ শ্বেত বর্ণ। ইঁহার শক্তি পীতবর্ণা লক্ষ্মী। ইনিই কাকিনীশক্তি। সাধক দেখো কুণ্ডলিনীশক্তি এই চক্রে আসিলেন এবং এই চক্রের সমস্ত বর্ণ বীজরূপী যং এবং সমস্ত দেবদেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন। মহাশক্তির আবির্ভাবে সকলেরই নিজ নিজ কর্তৃত্ব শক্তি মহাশক্তিতে স্বতঃই আত্মদান করেন। বিলীন কার্য্য দর্শন করিয়া বল - ওঁ হৌঁ ঈশানায় বায়্বধিপতয়ে শান্তি কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা। বায়ু অধিপতি শান্তি কলাত্মক ঈশানে হূঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে সাধকের আত্মাহুতি হইল। বহির্ম্মুখী বায়ুই শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কারণ, অন্তরস্থিত অন্তরমুখী বায়ুই শান্তি কলা স্বরূপ। স্নেহ ভালবাসার বায়ু, আশা আকাঙ্ক্ষার বায়ু, ঈর্ষা বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বায়ু, সন্দেহ রোগ, জলবায়ু, ধূলাবায়ু অল্পাধিক অনেকেরই থাকে। এই জন্য অশান্তিও ভালভাবেই ভোগ করিতে হয়। কুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে আসিলে সব বায়ুই সাম্য হয় এবং অশান্তিও শেষ হয়। বাহ্য বিষয়ে অশান্তিই দুঃখ এবং বায়ু সাম্য হওয়াই শান্তি কলা। সংস্পর্শ ভোগই দুঃখ (গীতা দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানিজন ঐ পথে পা দেন না। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত কেন্দ্রে কুণ্ডলিনী প্রবেশ করিলে প্রত্যেক কেন্দ্রের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী হয়, ইহাই নিবৃত্তিমার্গ। সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তিমার্গী, কিন্তু কুণ্ডলিনী সাধক নিবৃত্তিমার্গী।

ভূতশুদ্ধির পঞ্চম ক্রিয়া॥ সাধকের বাহ্যসংস্পর্শ, ভোগে আকর্ষণ নাই। কাজেই সাধককে অশান্তিময় বিশ্বে আর আটকাইয়া রাখিবার শক্তিও কাহারো নাই। কুণ্ডলিনী (অর্থাৎ সাধকের মন) এবার বিশুদ্ধাখ্য চক্রে প্রবেশ করিল। এই চক্রে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোলটি বর্ণ রহিয়াছে। ইহার রং গাঢ় ধূম্রবর্ণ। এই চক্রের মধ্যস্থল শুক্লবর্ণ। ইহা হং বীজাত্মক। এখানে সদাশিব বিদ্যমান। ইনি দশভুজ, শ্বেতবর্ণ ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ। ইঁহার শক্তি শাকিনী দেবী। ইনি পীতবর্ণা চতুর্ভুজা। সমস্তবর্ণ, হং বীজ, সমস্ত দেবতা ও দেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন দেখো এবং বল - ওঁ সদাশিবায় শান্ত্যতীত কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা। শান্ত্যতীত কলাই জ্ঞান কলার আরম্ভ। এখানে আসিলে সাধকের অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া বার বার ফুট্ ফুটে জ্ঞানের নির্মল জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। সাধকের মনই এখানে কুণ্ডলিনী, সাধকের মন কোন স্তরে আসিলে কিরূপ রূপ ধারণ করে অর্থাৎ সাধকের স্বভাব কিরূপ হয় ভূতশুদ্ধির ক্রমবিকাশে সেই সব স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কুণ্ডলিনী জাগরণের পর সাধক কিন্তু আর সাধারণ মানুষ থাকেন না। কুণ্ডলিনী শক্তির যখন জাগরণ হয় সেটা কিন্তু এক নিমিষের ঘটনা। কিন্তু মহাশক্তি সাধককে যাহা দিয়া যান উহার অনুশীলন না থাকিলে কুণ্ডলিনী সুপ্তাবস্থায় আসিতে বেশীদিন লাগিবে না।

ভূতশুদ্ধির ষষ্ঠ ক্রিয়া॥ বিশুদ্ধাখ্য চক্র অতিক্রম করিবার পর কুণ্ডলিনী আজ্ঞা চক্রে মন দাও। মস্তিষ্কের ডান ও বাম ভাগের উপরিস্থিত নিম্নাংশই আজ্ঞাচক্রের দুইটি দল বা পত্র। ডান দিকের মস্তিষ্কে হং এবং বাম দিকের মস্তিষ্কে ক্ষং বিদ্যমান। ইহারা নীলাভ

শ্বেতবর্ণ। এই চক্রের মধ্যস্থানে ওঁ বিদ্যমান। ইহার বর্ণ পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল আধারে রক্ষিত স্বর্ণ বর্ণ। এই ওঁ কারই পরম শিব, এবং তাঁহার পরা শিবা ষট্‌মুখী যোগিনী দেবী। ইনি সতত যোগারূঢ়া হইয়া উপবিষ্টা আছেন। ইঁহার বর্ণ শ্বেতজ্যোতিযুক্ত। ইনি চতুর্ভুজা, বেদপুস্তক, নরকপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী, সতত যোগারূঢ়া হইয়া উপবিষ্টা আছেন। কুণ্ডলিনী বা সাধকের জীবনী শক্তি আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিলে আজ্ঞাচক্রের বর্ণদ্বয় ওঁ কাররূপ আজ্ঞাপীঠ এবং সমস্ত দেবদেবী মহাশক্তি কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইলেন দেখ। এবার কুণ্ডলিনী নিরালম্ব পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এই পুরীতেই গুরুপাদুকাপীঠ। এই পীঠের কথা ক্রমবিকাশ চতুর্থখণ্ডে বলা হইয়াছে। গুরুপাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা করা আনন্দমঠের প্রধান এবং ধর্ম অবলম্বন। গুরু পাদুকার প্রথম স্তর দ্বাদশ বর্ণাত্মক গুরুপাদুকা মন্ত্রপীঠ। দ্বিতীয়স্তর অ ক থ রেখা অবলালয় পীঠ। তৃতীয় স্তর হ ল ক্ষ বর্ণ কেন্দ্র হইতে উত্থিত ত্রিশিখা। এবং ত্রিশিখা ও অবলালয় মধ্যস্থানস্থিত কাম কলা। ইহা ত্রিশিখার গর্ভস্থানে অবস্থিত। ত্রিশিখার ঊর্দ্ধপ্রান্তে সোমচক্রপীঠ। সোমচক্রের পর অব্যক্তপীঠ। অব্যক্তপীঠের পর শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর। পুরুষোত্তম স্তরে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্তর মিলায়ই হংসঃ স্তর। ক্রিয়াহীন নিষ্ক্রিয় স্তরই শুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ী। ঠিক ঠিক দার্শনিক স্তর সাধকের অনুভূতির কলা। ভূতশুদ্ধি লয়যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহা সেই ভাবেই বিবৃত হইল। ব্রহ্মনাড়ীর নিম্নগতিই সৃষ্টির আরম্ভ। নিম্নগতিতে ষট্‌চক্রের উদ্ভব হয়। ঊর্দ্ধ গতিতে ষট্‌চক্রের বিলীন হয় এবং মনেরও বিলীন হয়। ভূতশুদ্ধির ষষ্ঠ মন্ত্র হংসঃ। মহাশক্তির সৃষ্টিমুখী গতির নাম সঃ এবং মহাশক্তির ঊর্দ্ধমুখী গতির নাম হং, নিম্নমুখী গতির নাম সঃ। ইহাই ভূতশুদ্ধির ষষ্ঠ মন্ত্র হংসঃ। ভূতশুদ্ধির সপ্তম মন্ত্র ওঁ। উভয় প্রকার গতিহীন এবং ক্রিয়াহীন নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বই নির্গুণব্রহ্ম এবং ইঁহারই নাম ওঁ। ভূতশুদ্ধির কথা বলা হইল। ভূতশুদ্ধিতে সাধক ব্রহ্মতত্ত্বের স্তরে আসিলেন। এবার ন্যাসক্রিয়ার দ্বারা সাধকের জ্ঞানময় দেহ সৃষ্টি করিতে হইবে। সাধক সেই দেহের আধারে অবস্থিত থাকিয়া মহাশক্তির পূজা করিবেন। জ্ঞানময় দেহ গঠনই ন্যাস নামে খ্যাত। ভূতশুদ্ধিই ব্রহ্মজ্ঞানের চরম প্রান্ত। সেখানে কে কার পূজা করে। সাধক জ্ঞানময় শরীর ধারণ করিয়া মায়ের পূজা করিবেন। ইহাই পূজাবিধির মূল কথা।

মাতৃকান্যাস বা মাতৃকা মানে সৃষ্টির মূল শব্দ শক্তি। ন্যাস মানে প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সমস্ত শরীর যন্ত্রে শব্দ ব্রহ্ম বা অক্ষর শক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা জ্ঞানদেহ গঠন। সরস্বতীই জ্ঞানময়ী মহাশক্তি।

ধ্যান॥ ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ দেবীমাতৃকা সরস্বতী দেবতা ‘‘হলো’’ বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং সরস্বতী দেবতা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদি মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্ত কীলকায় নমঃ॥

করাঙ্গন্যাস॥ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা॥
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌॥

এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হূঁ॥
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্॥
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

ষড়ঙ্গন্যাস॥ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ॥
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসি স্বাহা॥
উং টং টং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্॥
এং তং থং দং ধং নং ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

অন্তর মাতৃকান্যাস॥ (পুষ্পদ্বারা)

বিশুদ্ধ চক্রে॥ অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নমঃ ওং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ॥

অনাহতে॥ কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ॥

মণিপুরে॥ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ॥

স্বাধিষ্ঠানে॥ বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ॥

মূলাধারে॥ বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ॥

আজ্ঞাচক্রে॥ হং নমঃ ক্ষং নমঃ ওঁ নমঃ॥

(গুরু পাদুকাস্থানে গুরু পাদুকা অ ক থ রেখার গুপ্ত মাতৃকান্যাস স্মরণ; শ ষ স শিখাত্রয়; মধ্যস্থানে কাম কলাং পীঠ স্মরণ॥ রেখাত্রয় ঊর্দ্ধ সংযোগ বিন্দুতে দ্বন্দ্ববিন্দু বা সোমচক্র॥ অব্যক্তপীঠ॥ মহাশক্তি নাড়ী স্মরণ॥)

বাহ্য মাতৃকান্যাস॥ ধ্যান - ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্রশ কলামাপীন তুঙ্গস্তনীং। মুদ্রামক্ষগুণাং স্বধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈবিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

(মধ্যমা অনামিকাযোগে) মস্তকে অং নমঃ॥
(তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা যোগে) মুখবৃত্তের চারিদিকে আং নমঃ॥
(অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা) দক্ষিণ ও বাম চক্ষু ইং নমঃ ঈং নমঃ॥
(অঙ্গুষ্ঠের পশ্চাৎ) দক্ষিণ ও বাম কর্ণে উং নমঃ ঊং নমঃ॥
(কনিষ্ঠা) দক্ষিণ ও বাম নাসায় ঋং নমঃ ৠং নমঃ॥
(তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা) দক্ষিণ ও বাম গণ্ডে ঌং নমঃ ৡং নমঃ॥
(অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা) ওষ্ঠে এং নমঃ অধরে ঐং নমঃ॥
(কনিষ্ঠা দ্বারা) ঊর্দ্ধ এবং অধঃ দন্তে ওং নমঃ ঔং নমঃ॥
(মধ্যমা দ্বারা) মস্তকে অং নমঃ॥
(অনামিকা দ্বারা) মুখ বিবরে অঃ নমঃ॥

(বাম হস্তের মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা দ্বারা) দক্ষিণ হস্তের বাহুমূলে কং নম। কনুই খং নমঃ। কব্জীতে গং নমঃ। অঙ্গুলী মূলে ঘং নমঃ। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ঙং নমঃ॥

(দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা) বাম হস্তের বাহুমূলে, কনুই, কব্জি, অঙ্গুলীমূলে ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগে চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ॥

(দক্ষিণ হস্ত দ্বারা) দক্ষিণ পদের সন্ধি, হাটু, গাঁট, অঙ্গুলী মূল এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগে টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ॥

বামপদে তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ॥

সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্বে পং নমঃ, বাম পার্শ্বে ফং নমঃ, পৃষ্ঠে বং নমঃ॥

(অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা যোগে) নাভিতে ভং নমঃ॥

(সমস্ত অঙ্গুলী যোগে) জঠরে মং নমঃ॥

করতল দ্বারা হৃদয়ে যং ত্বগাত্মনে নমঃ॥

(বাম হস্তের করতল দ্বারা) দক্ষিণ স্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ॥

(দক্ষিণ হস্তের করতল দ্বারা) ঘাড়ে লং মাংসাত্মনে নমঃ॥

বাম স্কন্ধে বং মেদাত্মনে নমঃ॥

(বাম করতল দ্বারা) হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহুর অঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ॥

(দক্ষিণ করতল দ্বারা) হৃদয় হইতে বাম বাহুর অঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত ষং মজ্জাত্মনে নমঃ॥

দক্ষিণ পদের অঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত সং শুক্রাত্মনে নমঃ॥

(দক্ষিণ করতল দ্বারা) হৃদয় হইতে বাম বাহুর অঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত হং প্রাণাত্মনে নমঃ॥ হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত লং জীবাত্মনে নমঃ॥ হৃদয় হইতে মুখমণ্ডলের উপর পর্য্যন্ত ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ॥

বিলোম বা সংহার মাতৃকান্যাস আমরা করি না, কাজেই লিখা হইল না।

বর্ণন্যাস॥ তত্ত্ব মুদ্রায় হৃদয়ে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ॥

দক্ষিণ বাহুতে এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ॥

বাম বাহুতে ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ॥

দক্ষিণ পদে ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ॥

বাম পদে মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ॥

পীঠন্যাস॥ মৃগ মুদ্রায় হৃদয়ে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ॥ প্রকৃত্যৈ॥ কুর্ম্মায়॥ অনন্তায়॥ পৃথিব্যৈ॥ সুধাম্বুধায়॥ মণিদ্বীপায়॥ চিন্তামণি গৃহায়॥ শ্মশানায়॥ পারিজাতায়॥ কল্পবৃক্ষায়॥ মণিবেদিকায়ৈ॥ রত্ন সিংহাসনায়॥ মণিপীঠায়॥ (চতুর্দ্দিকে) মুনিভ্যো॥ দেবেভ্যো॥ (বহুমাংসাস্থি মোদমান শিবাভ্যো॥ শবমুণ্ডেভ্যো॥ চিতাঙ্গরাস্থিভ্যো॥) (দক্ষিণ স্কন্ধে) ধর্ম্মায়॥ (বাম স্কন্ধে) জ্ঞানায়॥ (বাম উরুতে) বৈরাগ্যায়॥ (দক্ষিণ উরুতে) ঐশ্বর্য্যায়॥ (মুখে) অধর্ম্মায়॥ (বাম পার্শ্বে) অজ্ঞানায়॥ (নাভিতে) অবৈরাগ্যায়॥ (দক্ষিণ পার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায়॥ (হৃদয়ে) অং অনন্তায়॥ পং পদ্মায়॥ আনন্দ কন্দায়॥ সম্বিন্নালায়॥ প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো॥ বিকারময় কেশরেভ্যো॥ তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ॥ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে॥ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে॥ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে॥ সং সত্ত্বায়॥ রং রজসে॥ তং তমসে॥ আং আত্মনে॥ অং অন্তরাত্মনে॥ পং পরমাত্মনে॥ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে॥

পীঠশক্তির ন্যাস॥ (হৃদ্‌পদ্মের কেশর চিন্তাসহ পূর্ব্বাদিক্রমে) আং প্রভায়ৈ॥ ঈং মায়ায়ৈ॥ ঊং জায়ায়ৈ॥ এং সূক্ষ্মায়া॥ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ॥ ওং নন্দিন্যৈ॥ ঔং সুপ্রভায়ৈ॥ অং

বিজয়ায়ৈ॥ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ॥ (মধ্যে) ওঁ হেসৌঃ বজ্রদংষ্ট্র নখায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হূঁ ফট্ নমঃ॥

কালীপূজায় পীঠশক্তির ন্যাস॥ (হৃদ্‌পদ্মের কেশর চিন্তাসহ পূর্ব্বাদিক্রমে) ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ॥ জ্ঞানায়ৈ॥ ক্রিয়ায়ৈ॥ কামিন্যৈ॥ কামদায়িন্যৈ॥ রত্যৈ॥ রতি প্রিয়ায়ৈ॥ আনন্দায়ৈ॥ (কর্ণিকার মধ্যস্থলে) ওঁ মনোন্মন্যৈ॥ ঐঁ পরায়ৈ॥ ওঁ অপরায়ৈ॥ ঐঁ ওঁ পরাপরায়ৈ॥ (তদুপরি) ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥

(কালীপূজার ঋষ্যাদি ন্যাস পরে বলা হইয়াছে।)

দুর্গাপূজায় ঋষ্যাদি ন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গামন্ত্রস্য নীলকণ্ঠশিব ঋষি গায়ত্রী চ্ছন্দো ভগবতী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি নীলকণ্ঠ শিব ঋষয়ে নমঃ॥ মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ॥ হৃদি শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥

অঙ্গন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ॥ হ্রীং শিরসি স্বাহা॥ হূং শিখায়ৈ বষট্॥ হৈঁ কবচায় হূঁ॥ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥

করন্যাস॥ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা॥ হূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্॥ হৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ॥ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্॥ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥

ন্যাস সম্বন্ধে বক্তব্য॥ ভূতশুদ্ধির শেষ স্তরে নির্গুণ ব্রহ্মস্তর। প্রশ্ন হইতে পারে নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বুঝিবার পর আবার ন্যাস কেন? ন্যাস শরীর, মন এবং বোধশক্তিকে সূক্ষ্ম করে। শক্তিপূজায় যোগিনী কোটীযোগিনী প্রভৃতির শক্তিকে অনুধাবন করিতে হইলে সূক্ষ্ম বোধ শক্তি আয়ত্ত করিতে হয়। মন সূক্ষ্ম না হইলে বোধশক্তি সূক্ষ্মস্তরকে ধরিতে পারে না। এক সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র ঘুরিতেছে। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় শক্তি কণাকে কেন্দ্র করিয়া কোটী কোটী শক্তি কণা ঘুরিতেছে। শক্তিতত্ত্ব বুঝা সহজ কথা নহে। সৃষ্টিতত্ত্বে শক্তি তত্ত্ব কোন সহজ কথা নহে।

কালীপূজায় ঋষ্যাদি ন্যাস॥ ওঁ ক্রীঁ কালিকা মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষি রুষ্ণিকছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকম্ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ॥ উষ্ণিক্ ছন্দসে নমঃ॥ হৃদি শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকায়ৈ নমঃ॥ মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ॥ পাদয়ো হূঁ শক্তয়ে নমঃ॥ সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ॥

অঙ্গন্যাস॥ ওঁ ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ॥ ওঁ ক্রীঁ শিরসে স্বাহা॥ ওঁ ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্॥ ওঁ ক্রৈঁ কবচায় হূঁ॥ ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় পট্॥

করন্যাস॥ ওঁ ক্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ওঁ ক্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা॥ ওঁ ক্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্॥ ওঁ ক্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ॥ ওঁ ক্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্॥ ওঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥

সংক্ষেপে ষোড়ন্যাস॥ (দুর্গাপূজা ও কালীপূজায়)॥ (তত্ত্ব মুদ্রায়) মস্তকে ওঁ নমঃ॥ মূলাধারে স্ত্রীঁ নমঃ॥ লিঙ্গে ঐঁ নমঃ॥ নাভৌ ক্রীঁ নমঃ॥ হৃদি ঐঁ নমঃ॥ কণ্ঠে ক্লীং নমঃ॥ ভ্রূমধ্যে স্ত্রৌঁ নমঃ॥ দক্ষিণ বাহৌ ওঁ নমঃ॥ বাম বাহো শ্রীঁ নমঃ॥ দক্ষিণ পদে হ্রীঁ নমঃ॥ বামপদে ক্লীঁ নমঃ॥ পৃষ্ঠে ক্রৌঁ নমঃ॥

বীজন্যাস॥ (তত্ত্ব মুদ্রায়) ব্রহ্মরন্ধ্রে ''বীজ''॥ ভ্রূ মধ্যে ''বীজ''॥ ললাটে ''বীজ''॥ নাভিতে ''হূঁ''॥ মুখে ''হ্রীঁ''॥ মূলাধারে ''হূঁ''॥ সর্ব্বাঙ্গে ''বীজ''॥

তত্ত্বন্যাস॥ দেহখানি তিন খণ্ডে চিন্তা করিবে॥ (পা হইতে নাভি) ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা॥ (নাভি হইতে হৃদয়) ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥ (হৃদয় হইতে মস্তক) ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥

ব্যাপক ন্যাস॥ ওঁ বীজ ওঁ॥ ৩, ৫ বা ৭ বার (যেমন সুবিধা)॥ মস্তক হইতে পা, পা হইতে মস্তক॥ নাভি হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে নাভি॥

আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ শ্রীমদ্ দুর্গায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীমদ্ দুর্গায়াঃ জীব ইহ স্থিত॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীমদ্ দুর্গায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীদুর্গায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥

ধ্যান॥ মানস পূজা॥ মানস জপ॥

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন॥ ভূমিতে যন্ত্র লিখন॥ ওঁ আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ। ত্রিপাদিকাস্থাপন॥ ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ॥ পানিশঙ্খ স্থাপন॥ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ॥ পানি শঙ্খে গন্ধ॥ পুষ্প॥ বিল্বপত্র॥ অক্ষত॥ যব॥ তিল॥ শ্বেত সর্ষপ॥ দূর্ব্বা॥ কুশাগ্র॥ জলদান॥ ওঁ সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ॥

অগ্নিকোণে॥ ওঁ হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ॥ হৃদয়াঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ঈশানে॥ ওঁ হ্রীঁ শিরসি স্বাহা॥ শিরসাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

নৈঋতে॥ ওঁ হূঁ শিখায়ৈ বষট্॥ শিখাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

বায়ুকোণে॥ ওঁ হৈঁ কবচায় হূঁ॥ কবচাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

অগ্নিকোণে॥ ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ নেত্রত্রয়াঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

চারিদিকে॥ ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥ অস্ত্রাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

আবাহন আদি পঞ্চমুদ্রা॥ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ মৎস্য মুদ্রা॥ দশবার মূলমন্ত্র জপ॥ ফট্ মন্ত্রে তালি দিয়া রক্ষণ॥ ধেনু, যোনি, গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন॥ ঐ জল হইতে সামান্য জল লইয়া কোশাতে ঢালিয়া নিজ মস্তকে প্রোক্ষণ॥

পীঠ পূজা॥ যন্ত্রে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ॥ প্রকৃত্যৈ॥ কুর্ম্মায়॥ অনন্তায়॥ পৃথিব্যৈ॥ সুধাম্বুধায়॥ মণিদ্বীপায়॥ চিন্তামণি গৃহায়॥ শ্মশানায়॥ পারিজাতায়॥ কল্পবৃক্ষায়॥ মণিবেদিকায়ৈ॥ রত্ন সিংহাসনায়॥ মণিপীঠায়॥ মুনিভ্যো॥ দেবেভ্যো॥ (বহুমাংসাস্থি মোদমান শিবাভ্যো॥ শবমুণ্ডেভ্যো॥ চিতাঙ্গরাস্থিভ্যো॥) ধর্ম্মায়॥ জ্ঞানায়॥ বৈরাগ্যায়॥ ঐশ্বর্য্যায়॥ অধর্ম্মায়॥ অজ্ঞানায়॥ অবৈরাগ্যায়॥ অনৈশ্বর্য্যায়॥ অং অনন্তায়॥ পং পদ্মায়॥ আনন্দ কন্দায়॥ সম্বিন্নালায়॥ প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো॥ বিকারময় কেশরেভ্যো॥ তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ॥ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে॥ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে॥ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে॥ সং সত্ত্বায়॥ রং রজসে॥ তং তমসে॥ আং আত্মনে॥ অং অন্তরাত্মনে॥ পং পরমাত্মনে॥ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে॥

(কালীপূজাকালে পীঠ পূজা কালী যন্ত্রে করিবে)

পীঠ শক্তিপূজা॥ কেশরে পূর্ব্বাদি ক্রমে - আং প্রভায়ৈ নমঃ॥ ঈং মায়ায়ৈ॥ ঊং জায়ায়ৈ॥ এং সূক্ষ্মায়ৈ॥ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ॥ ওং নন্দিন্যৈ॥ ঔং সুপ্রভায়ৈ॥ অং বিজয়ায়ৈ॥ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ॥ (মধ্যে) ওঁ হেসৌঃ বজ্রদংষ্ট্র নখায়ুধায় মহাসিংহাসনায় ওঁ হূঁ ফট্ নমঃ॥ পুনঃধ্যান॥

কালীপূজায় পীঠশক্তির পূজা॥ (পদ্মের কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে) ওঁ ক্রীঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ॥ জ্ঞানায়ৈ॥ ক্রিয়ায়ৈ॥ কামিন্যৈ॥ কামদায়িন্যৈ॥ রত্যৈ॥ রতি প্রিয়ায়ৈ॥ আনন্দায়ৈ॥ (মধ্যস্থলে) ওঁ মনোন্মন্যৈ॥ ঐঁ পরায়ৈ॥ ওঁ অপরায়ৈ॥ ঐঁ ওঁ পরাপরায়ৈ॥ (তদুপরি) ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥ পুনঃধ্যান॥

আবাহন॥ (কালীপূজার আবাহন মন্ত্র প্রথম দশ লাইন (মহামায়ে স্বরার্দ্ধিতে পর্য্যন্ত) করিলেই চলিবে)

ওঁ এহেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহে।
যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা॥
ওঁ মহাপদ্ম বনান্তস্থে কারণানন্দ বিগ্রহে।
সর্ব্বভূত হিতে মাতরেহ্যে হি পরমেশ্বরি॥
ওঁ দেবেশি ভক্তি স্থলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং স্থস্থিরাভব॥
ওঁ আগচ্ছ মদ্ গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহান্ বিধিবৎ সর্ব্ব কল্যাণ কারিণী॥
ওঁ এহেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয় প্রদে।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে (মহামায়ে) স্বরার্দ্ধিতে॥
দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
যজ্ঞভাগান্ গৃহাণত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
শারদীয়মিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে।
আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্প নিসূদনি॥
সংসারার্ণব দুস্পারে সর্ব্বাশুভ বিনাশিনি।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে॥
যে দেবাঃ যাশ্চ দেব্যশ্চ চলিতা যাশ্চলন্তি যে।
আবাহয়ামি তান্ সর্ব্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥
প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্র দারা ধনং সদা।
সর্ব্বরক্ষাকারী যস্মাৎ ত্বং হি দেবি জগৎ প্রিয়ে॥
প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।
মেনানন্দ করে দেবি সর্ব্ব সিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥
আগচ্ছ মদ্ গৃহে দেবি সর্ব্ব কল্যাণ হেতবে।
পূজাং গৃহাণ্ স্থমুখি নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে॥
আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ।
কৈলাস শিখরা দ্দেবি বিন্ধ্যদ্রের্হিম পর্ব্বতাৎ॥
আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্॥
স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।
আয়ূরারোগ্য মৈশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥
দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ড বিগ্রহ কারিণি।
বিল্বশাখা সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈ সহ॥

দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টি সংহার কারিণি।
পত্রিকাস্থ সমস্তাষু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥
পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখায়াং স্থরনায়িকে।
পল্লবে সংস্থিতে দেবিপূজাং গৃহ্ন প্রসীদমে॥
আবাহায়ামি দেবি ত্বং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ।
স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥
চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি চণ্ড বিগ্রহ কারিণি।
প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥
যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে॥
বিল্ব পত্র কৃতাবাসে স্থরতেজা মহাবলে।
প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞোঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥

পঞ্চমুদ্রা যোগে - ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ॥ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ॥ ইহ সন্নিদেহি ইহ সন্নিদেহি॥ ইহ সন্নিরুদ্ধস্য ইহ সন্নিরুদ্ধস্য॥ ইহ সন্মুখী ভব ইহ সন্মুখী ভব॥ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু॥ মম পূজাং গৃহাণ॥

এই পাঁচটী মুদ্রা, আজ্ঞা ও সহস্রারকে কেন্দ্র করিয়া যে যোগ ও সাধনার নির্দ্দেশ শিব দিয়াছেন সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। আবাহন মুদ্রা কালে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান করিবে। আবাহনী মুদ্রায় দুইটী কনিষ্ঠায় সংযুক্ত থাকিবে। অঙ্গুষ্ঠ = আকাশ বা ঈশ্বর। কনিষ্ঠা মানে ক্ষিতি। অর্থাৎ ঈশ্বর ক্ষিতি তত্ত্বে সংযোগ করিলেন। এখানে ক্ষিতি তত্ত্ব মানে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। শিব হইতেছেন ক্ষিতি তত্ত্বের প্রতীক। ইহ তিষ্ঠ বলিবার সময় আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থানকে অর্থাৎ শিব পিণ্ডকে সহস্রারের গর্ভে ধ্যান করিবে। ইহার মানে তোমার পূজ্য দেবতা সহস্রারের গর্ভস্থিত শিব পিণ্ডেই আছেন। শিব পিণ্ডটী ক্ষিতি অপ তেজ ও মরুৎ তত্ত্বের সমষ্টি, ইনি আকাশ তত্ত্ব, ইনি জীবতত্ত্বের নিকটেই আছেন। সন্নিরুদ্ধ মুদ্রার অর্থ আকাশ তত্ত্ব বা অঙ্গুষ্ঠ বা ঈশ্বর তত্ত্ব জীবত্বের মধ্যেই অবস্থিত আছেন। সম্মুখী মুদ্রার অর্থ সম্মুখে অর্থাৎ সামনা সামনি এসো এবং এই খানেই থাকো এবং দ্বৈতাদ্বৈতভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ কর। ঠিক ঠিক অদ্বৈতভাবে পূজা হয় না।

তান্ত্রিক ও বৈদিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা॥ (১) ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বস্থরন্তরিক্ষ সদ্ হোতা বেদি যদতিথি র্দুরোণ সৎ॥ নৃষদ্বর সদৃত সদ্ব্যোম সদ্ অবজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ (২) ওঁ প্রতদ বিষ্ণু স্তরতে বীর্য্যেন নৃ গো নঃ ভীমঃ কুচয়ো গরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু ধিক্ষয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ (৩) ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ন্তু ত্বষ্টা রূপানি পিংষতু আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ (৪) গায়ত্রী (৫) ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যো মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ (৬) পাঁচ অঙ্গুলীতে দূর্ব্বা অক্ষত লইয়া - ওঁ জীব জীবয়তে পৃথ্বি পুরতো মন মনো জগাম দূরকম্ তত্তে নির্বর্ত্তয়ামসীহ অক্ষয়ায় জীবসে॥ ওঁ যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্। তত্তে তত্তে আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥ (৭) ওঁ মনো জুতি জুতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতি

যজ্ঞমিমং তনোত্ববিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবা স ইহ মদয়ন্তামোঁ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠামসে প্রাণাঃ ক্ষরন্ত চ। অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ॥ অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্॥ ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হূঁ॥ ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥

তান্ত্রিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদ্দুর্গায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদ্দুর্গায়াঃ জীব ইহ স্থিত॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীমদ্দুর্গায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীমদ্দুর্গায়াঃ বাঙ্ মনশ্চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্ত তিষ্ঠন্ত স্বাহা॥

বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান॥ দশোপচার - পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য॥ পঞ্চোপচার - গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য॥

নিবেদন মন্ত্র - ওঁ হ্রীঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্র কাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

(কালী পূজার নিবেদন মন্ত্র - ওঁ রক্তবীজ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণ কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ)॥

ষোড়শোপচার বিধি - দানের দ্রব্যগুলিকে তিনবার পূজা করিবে - এতস্যৈ রজতাসনায় নমঃ (৩ বার)। এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ॥ এতদ্ সম্প্রদানং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। (ইহার পর) এতদ্ রজতাসনং ওঁ হ্রীঁ দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি মন্ত্র বলিতে হইবে এবং শেষ কালে দানের প্রার্থনা মন্ত্র বলিতে হইবে। উপাচার দান কালে ঘণ্টা বা বাদ্যধ্বনি প্রয়োজন॥

ষোড়শোপচার - ১॥ রজতাসন॥ অধিপতি - চন্দ্র॥ দানমন্ত্র - নমঃ॥

প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ আসনং গৃহ্য চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে সর্ব্ব মঙ্গলে।
আসনং সর্ব্বকার্য্যেষু প্রশস্তং ব্রহ্ম নির্ম্মিতম্॥

২॥ স্বাগতং - (জোড় হস্তে) ওঁ হ্রীঁ ভগবতি দুর্গে দেবি স্বাগতম্ সুস্বাগতম্॥

৩॥ পাদ্যং, অধিপতি বরুণ, দানমন্ত্র নমঃ।

প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্ব্ব দুঃখপহারকম্।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে ভগবৎ প্রিয়ে॥

৪॥ অর্ঘ্যং॥ অধিপতি বিষ্ণু॥ দানমন্ত্র স্বধা॥

প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ দূর্ব্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্।
শোভনাং শঙ্খ পাত্রস্থং গৃহানার্ঘ্য হরপ্রিয়ে॥

৫॥ মধুপর্কঃ॥ বিষ্ণু॥ স্বধা॥

প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ মধুপর্ক মহাদেবি ব্রহ্মদ্যৈঃ পরিকল্পতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥

৬॥ স্নানীয়ং॥ বরুণ॥ নমঃ॥

প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং মে প্রযচ্ছামি সুরেশ্বরি গৃহাণ মে॥

৭॥ বস্ত্রং॥ (উপবীত) বৃহস্পতি॥ নিবেদয়ামি॥
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ বহ্ন তন্তু সমাযুক্তং কার্পাস সূত্র নির্ম্মিতম্।
বস্ত্রং দেবি সূক্ষ্মঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি॥
ওঁ তন্তু সন্তান তন্নদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা।
দুর্গে দেবি ভজপ্রীতি বাসস্তে পরিধিয়তাম্॥
৮॥ আভরণম্॥ বিষ্ণু॥ নিবেদয়ামি॥
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ দিব্যরত্ন সমাযুক্তাঃ বহ্নি ভানু সমপ্রভাঃ।
গাত্রানি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারা স্বরেশ্বরি॥
৮(ক)॥ শঙ্খাভরণম্॥ ওঁ শঙ্খোঽয়ং বিবিধৈশ্চিত্রং করয়োভূষণম্ তব।
দীয়তে চ ময়া ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥
৯॥ সিন্দুরং॥ বিষ্ণু॥ নমঃ॥ ইদং সিন্দুর তিলকং ওঁ হ্রীঁ দক্ষ যজ্ঞ...
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ চন্দনেন সমাযুক্ত সিন্দুরং ভালভূষণম্।
রূপ জ্যোতি করং দেবি চণ্ডিকে গৃহ্য মস্তকে॥
১০॥ অঞ্জনং॥ বিষ্ণু॥ নমঃ॥
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে।
চক্ষুষামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥
১১॥ গন্ধং॥ গন্ধর্বঃ॥ নমঃ॥
প্রার্থনা মন্ত্র - শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব নৈব চ।
ময়া নিবেদিতম্ গন্ধম্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতম্॥
১২॥ পুষ্পং॥ বনস্পতি॥ বৌষট্॥
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্।
হৃদ্যং অদ্ভুতং আঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
১৩॥ ধূপঃ॥ গন্ধর্বঃ॥ নমঃ॥
প্রার্থনা মন্ত্র - ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যং সুগন্ধং দেব নির্ম্মিতম্।
আঘ্রেয়ং সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ম্ প্রতিগৃহ্যতাম্॥
১৪॥ দীপঃ॥ বিষ্ণু॥ নমঃ॥
প্রার্থনা - সুপ্রকাশো মহাদীপো সর্ব্ব স্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যভ্যন্তর জ্যোতিঃ দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ অগ্নির্জ্যোতি রবিজ্যোতিঃ চন্দ্র জ্যোতি স্তথৈবচ।
জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপোঽয়ম প্রতিগৃহ্যতাম্॥
১৫॥ মাল্যং॥ দুর্গা॥ নিবেদয়ামি॥
প্রার্থনা - ওঁ সূত্রেন গ্রথিতম্ মাল্যং নানা পুষ্প সমন্বিতং।
শ্রীযুক্তং সৌরভোপেতং গৃহাণ সুরপূজিতে॥
১৫ (ক)॥ বিল্বপত্র মাল্যং॥ ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেব প্রিয়ঃ সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি॥
১৫ (খ)॥ দুর্ব্বা॥ বিষ্ণু॥ নিবেদয়ামি॥
১৬॥ নৈবেদ্যং॥ বিষ্ণু॥ নিবেদয়ামি॥

ওঁ আমান্নং ঘৃত সংযুক্তং ফল তাম্বুল সংযুক্তং।

ময়া নিবেদিতম্ ভক্ত্যা আমান্নং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ফলাদি অন্ন ব্যঞ্জনাদি॥ প্রাণায় স্বাহা॥ আপানায় স্বাহা॥ সমানায় স্বাহা॥ উদানায় স্বাহা॥ ব্যানায় স্বাহা॥ ওঁ ব্রহ্মার্পণং ওঁ ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা। ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু (৩ বার)॥

১৭॥ আচমনীয়ং॥ বরুণ॥ নিবেদয়ামি॥

প্রার্থনা - ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্য শুচির্ব্বাপি যস্যাঃ স্মরণ মাত্রতঃ।

শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্যৈ তে পুনরাচমনীয়ম্॥

১৮॥ তাম্বুলং॥ ওঁ তাম্বুলং পরং রম্যং কর্পূরেণ সুবাসিতং।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

১৯॥ প্রণাম - ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে ...

কালিকাপূজায় প্রণাম - ওঁ মহামায়ে জগন্মাতঃ কালিকে ঘোর দক্ষিণে।

গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি॥

শ্রীমৎ সুরাসুরারাধ্যা চরণাম্বরুহাদ্বয়াং

চরাচর জগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণামামহং॥

(ক) নমস্তে দক্ষিণে কালি নমস্তে ভক্তবৎসলে। মূর্খতাং হর মে দেবি প্রতিভা প্রতিদায়িকে॥ গদ্যপদ্যময়ীং বাণীং তর্কব্যাকরণাদিকীং। অনাবীত গতাং বিদ্যাং দেহি দক্ষিণ কালিকে॥

তর্পণ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীমদ্দুর্গাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা॥ (৩ বার)

পুষ্পাঞ্জলি॥ এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্॥ (৩ বার)

যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া আবরণ পূজা॥ সপ্তমী বিহিত আবরণ পূজা॥ (আবরণ পূজার এই অংশটুকু অষ্টমী নবমী ও কালীপূজায়ও কর্ত্তব্য)॥

ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ॥ হৃদয়াঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ওঁ হ্রীঁ শিরসি স্বাহা॥ শিবসাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্॥ শিখাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হূঁ॥ কবচাঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ নেত্রত্রয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥ অস্ত্রাঙ্গ শক্তিঃ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

কালী পূজায় হ্রীঁ স্থলে ক্রীঁ হইবে।

আবরণ দেবতার তর্পণ॥ শ্রীমদ্দুর্গা দেবতা আবরণ দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ গুরু পরমগুরু পরাপর গুরু পরমেষ্টি গুরু পূজয়ামি নমঃ॥

সপ্তমীতে নব পত্রিকার পূজা করিয়া কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিবে॥ মহিষাসুর ও সিংহাদি ও নীলকণ্ঠ শিবের পূজা হয়। এসব পূজা অষ্টমী ও নবমীতেও করিতে হয়। পূজকগণ ৪, ৫ খানা পৃষ্ঠা সরাইয়া এই অংশ বাহির করুন।

দক্ষিণ কালিকা দেবীর আবরণ পূজা - ওঁ ক্রীঁ দক্ষিণ কালিকাদেবি আজ্ঞাপর ভবত্যা আবরণং পূজয়ামি।

ষড়ঙ্গ পূজা - দুর্গাপূজার মতই করুন।

কালীপূজার দেবীর করমুদ্রার পূজা॥ ওঁ খড়্গায় নমঃ॥ মুণ্ডায়॥ অভয় মুদ্রায়॥ বর মুদ্রায়॥

যোগিনীগণের পূজা॥ ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা বিভূষণাঃ। তর্জ্জনীং বাম হস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যা স্ব স্ব ভর্ত্তৃ সমন্বিতা। (১) ওঁ ক্রীং কাল্যৈ নমঃ॥ (২) কপালিন্যৈ॥ (৩) কুল্লায়ৈ॥ (৪) কুরুকুল্লায়ৈ॥ (৫) বিরোধিন্যৈ॥ (৬) বিপ্রচিত্তায়ৈ॥ (৭) উগ্রায়ৈ॥ (৮) উগ্রপ্রভায়ৈ॥ (৯) দীপ্তায়ৈ॥ (১০) নীলায়ৈ॥ (১১) ঘনায়ৈ॥ (১২) বলাকায়ৈ॥ (১৩) মাত্রায়ৈ॥ (১৪) মুদ্রায়ৈ॥ (১৫) মিতায়ৈ॥

ব্রহ্মান্যাদি অষ্টশক্তির ধ্যান॥

(১) পূর্ব্বে॥ ওঁ ব্রহ্মানীং হংস মংরূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং।
চতুর্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্ম কুর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং॥
দণ্ডং পদ্মাক্ষ সূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীম্।
জটাজুটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥
ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ॥

(২) অগ্নিকোণে॥ ওঁ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড় বাহিনীম্।
নানালঙ্কার সংযুক্তাং চারুকেশীম্ চতুর্ভুজাম্॥
ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতিং পরাম্।
মধুমত্তাং মদোল্লোলদৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীম্॥
ওঁ ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ॥

(৩) দক্ষিণে॥ ওঁ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুক্লাং ত্রিনয়নান্বিতাম্।
কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়শূলকম্॥
টঙ্কঞ্চ দধীং দেবীং নানাভরণ ভূষিতাম্॥
ওঁ ঊং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥

(৪) নৈঋতে॥ ওঁ চামুণ্ডাং অট্টহাসাং প্রকটিত দশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্।
নীলাম্ভোজ প্রভাভাং প্রমুদিত বপূষাং নারমুণ্ডালি মালাম্॥
খড়্গং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীম্।
প্রেতরূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদ মুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্॥
ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

(৫) পশ্চিমে॥ ওঁ কৌমারীং কুঙ্কুমপ্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাম্।
চতুর্ভুজাং শক্তি পাশ মঙ্কুশাভয় ধারিণীম্॥
নানালঙ্কার সংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েতৎ॥
ওঁ ৠং কৌমার্য্যৈ নমঃ॥

(৬) বায়ুকোণে॥ ওঁ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভাং অক্ষসূত্রবরপ্রদাম্।
কপালং মাতুলঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥
ওঁ ঐঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ॥

(৭) উত্তরে॥ ওঁ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাম্।
ফলকং খড়্গ মুষলং হলং বেদ ভূজৈর্যুতাম্॥

ওঁ ওঁ বারাহৈ নমঃ॥

(৮) ঈশানে॥ ওঁ নারসিংহীং নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্॥
ওঁ অঃ নারসিংহৈ নমঃ॥

ভৈরবগণের পূজা॥ (পূর্ব্বাদিক্রমে)

(১) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ॥
(২) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ॥
(৩) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ॥
(৪) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ॥
(৫) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ঌং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ॥
(৬) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এং কপালিন্যৈ ভৈরবায় নমঃ॥
(৭) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ॥
(৮) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ॥

বটুকগণের পূজা॥

(১) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(২) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বৈষ্ণবীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৩) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মাহেশ্বরীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৪) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ কৌমারীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৫) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাণীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৬) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মহালক্ষ্মীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৭) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বারাহীপুত্র বটুকায় নমঃ॥
(৮) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ চামুণ্ডাপুত্র বটুকায় নমঃ॥

ওঁ ডাকিনীভ্যো নমঃ॥ ওঁ যোগিনীভ্যো নমঃ॥

কালীর চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা অষ্টমী বিহিত আবরণ পূজার পর দেখুন। দশ দিক পালের পূজার পর বলিদান করিতে হয় এ জন্য দশ দিক পাল পূজার পর বলিদান বলা হইয়াছে।

কালিকাপূজার আবরণ পূজা॥ ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্র পালায় নমঃ॥ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ॥

তর্পণ॥ শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকা আবরণ দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ॥

সন্ধিপূজায় ৬৪ যোগিনীর পূজা করিতে হয় ও ১০৮ টী দীপ দান করিতে হইবে।

মহাকালের পূজা॥ ধ্যান - ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গং দংষ্ট্রা ভীম মুখং শিশুম্॥
ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃতংকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতম্॥
জটাভারলসচ্চন্দ্র খণ্ড মুগ্রং জ্বলন্নিব॥

মানসপূজা॥ দশোপচার পূজা॥ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হূঁ ক্ষ্রৌঁ যাং রাং লাং বাং আং ক্রৌঁ মহাকাল ভৈরব সর্ব্ব বিঘ্নান নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা॥ মহাকাল ভৈরবায় শিবায় নমঃ॥

তর্পণ॥ ওঁ হূঁ ক্ষ্রৌ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোঁ মহাকাল ভৈরব সর্ব্ব বিঘ্নায় নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা, মহাকাল ভৈরবং তর্পয়ামি স্বাহা॥

বলিদান॥ ওঁ হূঁ ক্ষ্রৌ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোঁ মহাকাল ভৈরব সর্ব্ব বিঘ্নায় নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা॥ মহাকাল ভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং বলি গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্নং নিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং প্রযচ্ছমে স্বাহা॥ ইমং বলিং মহাকাল ভৈরবায় শিবায় নমঃ॥

ইহার পর কালীর ধ্যান করিয়া কালীর বলিদান॥

সপ্তমী অষ্টমী নবমীর বলি দান মন্ত্র একই রকম। দিকপাল পূজার পর বলিদান দ্রষ্টব্য॥

দুর্গাপূজায়॥ অষ্টমী ও নবমী বিহিত আবরণ পূজা॥ যোনিমুদ্রা প্রদর্শন॥ আবরণ পূজার অনুজ্ঞা প্রার্থনা॥

১। (অষ্ট দলের পূর্ব্বদলে) ওঁ হ্রীঁ রুদ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান॥ ওঁ রুদ্র চণ্ডাং গোরোচন বর্ণাং অষ্টদশ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাং নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুক পাশং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়গং তথাঙ্কুশং। শর চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীং॥

পূজামন্ত্র॥ ওঁ হ্রীঁ রুদ্র চণ্ডায়ৈ নমঃ॥

প্রণাম॥ ওঁ রুদ্রচণ্ডে নমস্তুভ্যং চণ্ডবৈরি বিনাশিনী। সর্ব্বপাপ হরে দেবি বরদা ভয় সর্ব্বদা। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

২। (অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রীঁ প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ প্রচণ্ডামরুণবর্ণাং অষ্টাদশ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুক পাশং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়গং তথাঙ্কুশং। শর চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং প্রচণ্ডগণ সংহিতে সুপ্রীতে সুরনায়িকে সর্ব্বানন্দ করে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৩। (দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডোগ্রাং কৃষ্ণবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ চণ্ডিকে চর্চ্চিকে ত্বং হি সর্ব্বভূতাভবাবহে। দেবি ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু চণ্ডোগ্রাং তাং নমোম্যহম্॥ ওঁ লক্ষ্মীস্তং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতাভয় প্রদা দেবিত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু বরদা ভবশোভনে॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৪। (নৈঋতে) ওঁ হ্রীঁ চণ্ডোনায়িকায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম

হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ গুণত্রয় বিভাবিনী কলি কল্পশনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৫। (পশ্চিমে) ওঁ হ্রীঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারি বিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যম্ মে বরদাভব। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৬। (বায়ুদলে) ওঁ হ্রীঁ চণ্ডবত্যৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডবতীং ধূম্রবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ যা শক্তি রিতি নামা চ গুণত্রয় বিভাবিনী। যা পরা শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৭। (উত্তরে) ওঁ হ্রীঁ চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডরূপাং পীতবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডা চণ্ডনায়িক নায়িকা। সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদে দেবি তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৮। (ঈশান) ওঁ হ্রীঁ অতি চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ অতি চণ্ডিকাং পাণ্ডুর বর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ বালার্কারুণ নয়না সর্ব্বদা ভক্ত বৎসলা চণ্ডাসুরস্য মথনীং বরদাত্বা মতি চণ্ডিকাং॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

৮। (মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ॥ ইত্যাদি।

ধ্যান॥ ওঁ উগ্রচণ্ডাং রক্তবর্ণাং ষোড়শ ভুজাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্। পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বাম হস্তেন বিভ্রতীং। মুদগরং শূল বজ্রঞ্চ খড়্গঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীং॥

প্রণাম॥ ওঁ উগ্রচণ্ডা চ বরদা মধ্যাহ্নার্ক সমপ্রভাং। সামে সদাস্তু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

এবার দুর্গার ধ্যান করিয়া ১৬ উপাচার বা ১০ উপাচারে দুর্গাপূজা করিতে হইবে। ইহাই মহাষ্টমীর প্রধান পূজা। মহাষ্টমীর পূজায় ১০৮টী বাতি দান করিবেন এবং চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা করিবেন। ৬৪ যোগিনী পূজা কালী পূজা, দুর্গা পূজা ও সন্ধিপূজায় কর্ত্তব্য - (পূর্ব্বাদিক্রমে প্রতিদলে ৮ টী করিয়া)॥

(১) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ (২) রৌদ্রৈ (৩) গৌর্য্যৈ (৪) ইন্দ্রাণ্যৈ (৫) কৌমার্য্যৈ (৬) ভৈরব্যৈ (৭) দুর্গায়ৈ (৮) নার সিংহ্যৈ॥

(অগ্নিকোণে) (৯) কালিকায়ৈ (১০) চামুণ্ডায়ৈ (১১) শিবদূত্যৈ (১২) বারাহ্যৈ (১৩) কৌশিক্যৈ (১৪) মাহেশ্বর্য্যৈ (১৫) শঙ্কর্য্যৈ (১৬) জয়ন্ত্যৈ॥

(দক্ষিণে) (১৭) সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ (১৮) কাল্যৈ (১৯) করালিন্যৈ (২০) মেধায়ৈ (২১) শিবায়ৈ (২২) শাকম্ভর্য্যৈ (২৩) ভীমায়ৈ (২৪) শান্তায়ৈ॥

(নৈঋতে) (২৫) ভ্রামর্য্যৈ (২৬) রুদ্রাণ্যৈ (২৭) অম্বিকায়ৈ (২৮) ক্ষমায়ৈ (২৯) ধাত্র্যৈ (৩০) স্বাহায়ৈ (৩১) স্বধায়ৈ (৩২) অপর্ণায়ৈ॥

(পশ্চিমে) (৩৩) মহোদর্য্যৈ (৩৪) ঘোররূপায়ৈ (৩৫) মহাকাল্যৈ (৩৬) ভদ্রকাল্যৈ (৩৭) কপালিন্যৈ (৩৮) ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ (৩৯) উগ্রচণ্ডায়ৈ (৪০) চণ্ডোগ্রায়ৈ॥

(বায়ুকোণে) (৪১) চণ্ডনায়িকায়ৈ (৪২) চণ্ডায়ৈ (৪৩) চণ্ডবত্যৈ (৪৪) চণ্ডে (৪৫) মহামোহায়ৈ (৪৬) মহামায়ায়ৈ (৪৭) প্রিয়ঙ্কর্য্যৈ (৪৮) বলবিকিরণ্যৈ॥

(উত্তরে) (৪৯) বলপ্রমথিন্যৈ (৫০) মনোন্মথন্যৈ (৫১) মদন্মথিন্যৈ (৫২) সর্ব্বভূত দমন্যৈ (৫৩) উমায়ৈ (৫৪) তারায়ৈ (৫৫) .... (৫৬) জয়ায়ৈ॥

(ঈশানে) (৫৭) শৈলপুত্রৈ (৫৮) চণ্ডিকায়ৈ (৫৯) চণ্ডঘণ্টায়ৈ (৬০) কুষ্মাণ্ডে (৬১) স্কন্ধমাত্রে (৬২) কাত্যায়ন্যৈ (৬৩) কালরাত্রে (৬৪) মহাগৌর্য্যৈ॥

মধ্যে - ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কোটি যোগিনীভ্যো নমঃ॥

কালীপূজায় মহাকালের পূজা ও বলিদান। (পূর্বে বর্ণিত)

নবদুর্গার পূজা॥ আবাহন করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য॥

১। (পূর্ব্বে) ব্রহ্মাণি॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ গৌরী চন্দ্রমুখীপীনা অক্ষমালা বিভূষণা।
কমণ্ডলু ধরা বামে ব্রহ্মাণী হংসমাস্থিতা॥

প্রণাম - ওঁ চতুর্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসরূঢ়াং বরপ্রদাম। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং প্রণমাম্যহম্॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

২। (অগ্নিকোণে) মাহেশ্বরী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ ত্রিশূল ডমরু হস্তা জটা জুটেন মণ্ডিতা।
মাহেশ্বরী বৃষরূঢ়া শঙ্করস্য সদা প্রিয়া॥

প্রণাম - ওঁ বৃষরূঢ়াং শুভাশুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরী বৃষরূঢ়াং সৃষ্টি সংহার কারিণীম্॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৩। (দক্ষিণে) কৌমারী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ পীতবস্ত্র পরিধানা রক্তমাল্য বিভূষণা।

শিখি পৃষ্ঠং সমারূঢ়া কৌমারী স্কন্দরূপিণী॥

প্রণাম - ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূর বর বাহনাম্। শক্তি হস্তাং রণোন্মত্তাং নমামি বরদাং শিবাম্॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৪। (নৈঋতে) বৈষ্ণবী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শিরশ্চন্দ্রেণ ভূষিতা।
দুষ্ট দৈত্যদর্পহাদেবী বৈষ্ণবী বনমালিনী॥

প্রণাম - ওঁ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণি কৃষ্ণরূপিণি। স্থিতিরূপা খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৫। (পশ্চিমে) বারাহী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বারাহৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ বরাহরূপিণী দুর্গা প্রচণ্ডা মুণ্ড ধারিণী।
অক্ষ দংষ্ট্রা গর্জ্জমানা শূকরিণ্যৈর্দ্ধ কায়িকা॥

প্রণাম - ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরাম্। বরদাং শুভদাং পীতং বারাহীং তাং নমাম্যহম্॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৬। (বায়ুকোণে) নারসিংহী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নারসিংহৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ লোলজিহ্বা বলোন্মত্তা নানাভরণ ভূষিতাম্।
ভীদন্তী কশিপোর্দন্তৈঃ নারসিংহীতি বিশ্রুতা॥

প্রণাম - ওঁ নৃসিংহ রূপিণীং দেবীং দৈত্যদানব নাশিনীম্। শুভদাং স্বপ্রভাং দেবীং নারসিংহীং নমাম্যহম্॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৭। (উত্তরে) ইন্দ্রাণী॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ সহস্রাক্ষী গজারূঢ়া হেমভা বজ্রধারিণী।
ইন্দ্রশক্তি সমাখ্যাতা ইন্দ্রাণীরূপমাস্থিতা॥

প্রণাম - ওঁ ইন্দ্রাণী গজ কুম্ভস্থাং সহস্র নয়নো জ্বলাং নমামি। বরদাং দেবীং সর্ব্বলোক নমস্কৃতাম্॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৮। (ঈশানে) চামুণ্ডা॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ গর্ত্তাক্ষীং ক্ষামদেহাং ক্ষামকুক্ষিং ভয়ঙ্করীং।
লোলিতাস্থর রক্তৈশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ড মালিনীম্॥

প্রণাম - ওঁ চামুণ্ডা মুণ্ড মালিনীম্ মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্। অট্টাট্ট হাস মুদিতাং নমাম্যাত্ম বিভূতয়ে॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

৯। (মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নব দুর্গায়ৈ নমঃ॥

ধ্যান - ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে ।
পূজাং সমস্তান্ সংগৃহ্য রুক্ষ মাম্ ত্রিদশেশ্বরি॥

প্রণাম - ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...॥

জয়ন্ত্যাদির পূজা॥ আবাহন ও পূজা॥

১। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ২। মঙ্গলায়ৈ ৩। কাল্যৈ ৪। ভদ্রকাল্যৈ ৫। কপালিন্যৈ ৬। দুর্গায়ৈ ৭। শিবায়ৈ ৮। ক্ষমায়ৈ ৯। ধাত্র্যৈ ১০। স্বাহায়ৈ ১১। স্বধায়ৈ॥

দেবীর অস্ত্র সমূহের পূজা॥

১। ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং প্রথমো নির্ম্মিতস্ত্বং পিনাকীনা।

শূলং সারং সমাকৃষ্য কৃতো মুষ্টিগ্রহংশুভঃ॥

২। ওঁ খড়্গায় নমঃ॥ ওঁ অসি র্বিষাসনঃ খড়্গ তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভ বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তুতে॥

৩। ওঁ চক্রায় নমঃ॥ ওঁ চক্রত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপানৌ সদাস্থিতঃ।
দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং স্বদর্শন নমোঽস্তুতে॥

৪। ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনা নিসূদনঃ।
ভয়েভ্যঃ সর্ব্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণং নমোঽস্তুতে॥

৫। ওঁ শক্তয়ে নমঃ॥ ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ।
শক্তিরূপেণ সর্ব্বত্র রক্ষাং কুরু নমোঽস্তুতে॥

৬। ওঁ পাশায় নমঃ॥ ওঁ পাশত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণ বিষোদ্ভবঃ।
শত্রুনাং দুঃসহ নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তুতে॥

৭। ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ॥ ওঁ অঙ্কুশোঽসি নমস্তুভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা।
লোকানাং সর্ব্ব রক্ষার্থং বিধৃতো পার্ব্বতী করে॥

৮। ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হিনস্তি দৈত্য তেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোনঃ স্বতানিব॥

৯। ওঁ পরশবে নমঃ॥ ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণ সর্ব্ব দেবারিসূদন।
দেবীহস্তে স্থিতো নিত্যং শত্রুক্ষয় নমোঽস্তুতে॥

১০। ওঁ খেটকায় নমঃ॥ ওঁ যষ্টিরূপেণ খেটত্ত্বং বৈরী সংহার কারকঃ।
দেবী হস্তে স্থিতো নিত্যং মম রক্ষাং কুরুস্ব চ॥

১১। ওঁ পূর্ণ চাপায় নমঃ॥ ওঁ সর্ব্বায়ুধ মহামাত্রঃ সর্ব্বদেবারিসূদন।
চাপো মাং সর্ব্বতো রক্ষ সাকং সায়কশত্তমৈঃ॥

ওঁ সর্ব্বায়ুধ ধারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

প্রণাম - ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধথ্যৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমোঽম্বিকে॥

ভৈরবগণের পূজা॥

১। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ॥

২। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ॥

৩। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ॥

৪। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ॥

৫। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ঌং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ॥

৬। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ॥

৭। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ॥

৮। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ॥

বটুকগণের পূজা॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সিদ্ধপুত্র বটুকায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্ঞানপুত্র বটুকায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শেষপুত্র বটুকায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহজপুত্র বটুকায় নমঃ॥

ক্ষেত্রপাল গণের পূজা॥ ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ ত্রিপুরায়॥ অগ্নি জিহ্বায়॥ অগ্নি বেতালায়॥ কালায়॥ করালায়॥ একপাদায়॥ ভীমনাথায়॥ ওঁ ডাকিনীভ্যো নমঃ॥ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ॥

(সপ্তমীতে অষ্টমীতে ও নবমীতে নিম্নলিখিত সব দেবতারই পূজা হইবে। ইহার পর নীলকণ্ঠ শিব॥ নবপত্রিকা॥ গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া দশদিকপালের পূজা করিতে হইবে। পরে দেবীর পুনঃ ধ্যান করিয়া বলিদান॥ সমবেত পূজা॥ পুষ্পাঞ্জলি॥ অন্ন ব্যঞ্জন নিবেদন॥ আরত্রিক॥ একে একে সব বলা যাইতেছে।)

নবপত্রিকার পূজা॥ আবাহন॥ পাদ্যাদিদ্বারা পূজা॥ প্রণাম॥

(১) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥ ওঁ দুর্গাদেবী সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে। সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(২) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কচ্চাধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ॥ ওঁ মহিষাসুর যুদ্ধেষু কচ্চ ভূতাসি সুব্রতে। মম অনুগ্রহার্থায় আগাতাসি হরপ্রিয়ে॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৩) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি উমা রূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্ন বিনাশায় পূজাং গৃহ্য প্রসীদ মে॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৪) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ॥ ওঁ নিশুম্ভ শুম্ভ মথনে সেন্দ্রৈর্দ্দেব গণৈঃ সহ জয়ন্তী পূজাতাসিত্বমস্মাকং বরদা ভব॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৫) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ॥ ওঁ মহাদেব প্রিয়করো বাসুদেব প্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতি করো বৃক্ষো বিল্বরূপো নমোঽস্তুতে॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৬) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দাড়িম্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ॥ ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাদ্ অস্মাকং বরদা ভব॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৭) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতৈ্যে নমঃ॥ ওঁ হরপ্রীতি করো বৃক্ষো অশোক শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতি করো যস্মান্ মামশোকং সদা কুরু॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৮) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ সদা প্রিয়। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্য প্রসীদ মে॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(৯) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্মৈ নমঃ॥ ওঁ জগত প্রাণ রক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা! উমাপ্রীতিকর ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষমাংসদা॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

(১০) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নবপত্রিকা বাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তান্ সংগৃহ্য রক্ষমাং ত্রিদশেশ্বরি॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে...

গণেশের পূজা॥ ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হইবে।

কার্ত্তিকেয়ের পূজা॥

ধ্যান - ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং শক্তি হস্তং বরপ্রদম্। দ্বিভুজং শত্রু হন্তারং নানালঙ্কার ভূষিতম্ প্রসন্ন বদনং দেবং ষড়াননং সূতপ্রদম্॥

পূজা মন্ত্র॥ ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ॥

লক্ষ্মীর পূজা॥ ওঁ পাশাঞ্চ মালিকাম্ভোজ শৃণিভিষ্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থা ধ্যায়েচ্চ প্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।

স্তুতি - ওঁ ধনং ধান্যং ধরাং ধর্ম্মং কীর্ত্তিমায়ুর্যশঃ শ্রিয়ম্। স্থরগাম্ দন্তি পুত্রাং চ মহালক্ষ্মি প্রযচ্ছ মে॥

সরস্বতী পূজা॥ ওঁ বাণীং পূর্ণ নিশাকরোজ্জ্বল মুখীং কর্পূর কুন্দ প্রভাব চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত মস্তকাং নিজ করৈ, সংবিভ্রতী মাদরাৎ মুদ্রামক্ষগুণং স্থধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ বিভ্রানাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামশ্রয়ে॥

পূজামন্ত্র - ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥

স্তুতি॥ ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যো এব চ॥

পুষ্পাঞ্জলি - ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে। এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলী ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥

সিংহের পূজা॥ ওঁ সিংহত্বং সর্ব্বজন্তুনাং অধিপোঽসি মহাবল। পার্ব্বতী বাহন শ্রীমান্ বরং দেহি নমোঽস্তুতে॥

মহিষাস্থরের পূজা॥ ওঁ মহিষাস্থর মহাবীর সর্ব্বারিষ্ট বিনাশনম্। দেবীগৃহে ঽর্চ্চিতো ভুত্ব পূজাং গৃহ্য প্রসীদ মে॥

মুষিকায়॥ ময়ূরায়॥ বাস্থদেবায়॥ নীলকণ্ঠ শিবায়॥ দশাবতারেভ্যো॥ একাদশ রুদ্রেভ্যো॥ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো॥ পর্ব্বতেভ্যো॥ অষ্টবস্থভ্যো॥ অস্ত্রেভ্যো॥ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো॥ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো॥ চিত্রিত দেবেভ্যো॥ দেশবাসিন্যৈ নমঃ॥

ধ্যান করিয়া নীলকণ্ঠ শিবের পূজা॥

নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যান॥ ওঁ বালার্কাযুত তেজসং ধৃত জটা জুটেন্দু খণ্ডোজ্জ্বলং নাগেন্দ্রৈঃ কৃত শেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিণেত্র বিলসৎ পঞ্চাননং স্থন্দরং ব্যাঘ্রত্বক্ পরিধানমদ্ধ নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে। ওঁ হৌঁ নীলকণ্ঠায় শিবায় নমঃ॥

(মহানবমীতে যজ্ঞের পরই পরিক্রমা ৯ বার এবং পরে আরতি)॥

দশদিকপালের পূজা॥

১। পূর্ব্বে॥ ওঁ লাং ইন্দ্র পীতবর্ণ ঐরাবত বাহন বজ্রহস্ত সশক্তিক সপরিবারায় স্থরাধিপতয়ে নমঃ॥

২। অগ্নিকোণে॥ ওঁ রাং অগ্নিরক্তবর্ণ মেঘবাহন শক্তি হস্ত সশক্তিক সপরিবারায় তেজোধিপতয়ে নমঃ॥

৩। দক্ষিণে॥ ওঁ যাং যম কৃষ্ণবর্ণ মহিষ বাহন দণ্ডহস্ত সশক্তিক সপরিবারায় প্রেতাধিপতয়ে নমঃ॥

৪। নৈঋতে॥ ওঁ ক্ষাং নৈঋতি ধূম্রবর্ণ অশ্ববাহন খড়্গ হস্ত সশক্তিক সপরিবারায় রাক্ষসাধিপতয়ে নমঃ॥

৫। পশ্চিমে॥ ওঁ বাং বরুণ শুক্লবর্ণ মকর বাহন পাশ হস্ত সশক্তিক সপরিবারায় জলাধিপতয়ে নমঃ॥

৬। বায়ুকোণে॥ ওঁ বাং বায়ু ধূম্রবর্ণ মৃগবাহন অঙ্কুশ হস্ত সশক্তিক সপরিবারায় প্রাণাধিপতয়ে নমঃ॥

৭। উত্তরে॥ ওঁ কুং কুবের শুক্লবর্ণ নরবাহন গদাহস্ত সশক্তিক সপরিবারায় যক্ষাধিপতয়ে নমঃ॥

৮। ঈশানে॥ ওঁ হাঁ ঈশান শুক্ল বর্ণ বৃষভবাহন শূলহস্ত সশক্তিক সপরিবারায় গণাধিপতয়ে নমঃ॥

৯। অধঃ॥ ওঁ হ্রীঁ অনন্ত গৌরবর্ণ গড়ুরবাহন চক্রহস্ত সশক্তিক সপরিবারায় নাগাধিপতয়ে নমঃ॥

১০। ঊর্দ্ধ॥ ওঁ আং ব্রহ্মা অরুণ বর্ণ হংসবাহন পদ্ম হস্ত সশক্তিক সপরিবারায় প্রজাধিপতয়ে নমঃ॥

তর্পণ॥ ওঁ সাঙ্গায়া সাবরনায়া সায়ুধায়া সপরিবারায়া শ্রীনীলকণ্ঠ শিব সহিতায়া শ্রীমদ্দুর্গাদেবতায়া শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা॥ (৩ বার)

বলিদান॥ খড়্গের পূজা॥ মণ্ডল পূজা॥ বলির পূজা॥

ওঁ এহেহি জগতাং মাতর্জগতাং জননী শুভে। গৃহ্য গৃহ্য ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু সর্ব্ব তত্ত্বং মে কামনায় ওঁ হূঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা॥

ওঁ হ্রীঁ এষ বলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

সংক্ষেপ পুষ্পাঞ্জলী॥ এষ পুষ্পাঞ্জলি সায়ুধ সবাহন সপরিবার নীলকণ্ঠ শিব সহিত শ্রীমদ্ দুর্গাদেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

বলিদান ক্রিয়া॥ আরতি॥

বৃহৎ পুষ্পাঞ্জলী (এই পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রে দশ মহাবিদ্যা ও যে কোন মহাশক্তির পুষ্পাঞ্জলী করা যাইবে) -

১। ওঁ মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি। আয়ু আরোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥ ওঁ ভূত প্রেত পিশাচেভ্যো রক্ষভ্যশ্চ মহেশ্বরি। দেবেভ্যো মনুষ্যেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং সদা। সর্ব্ব মঙ্গস মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। উমে ব্রহ্মাণি কৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে। ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং স্বপ্রীতে স্বরনায়িকে। কুলদ্যোত করে চোগ্র জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে। ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাসি প্রচণ্ডে গণনায়িকে। রক্ষমাং সর্ব্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে। ওঁ দুর্গে তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ বিনাশিনি। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষায় নিত্যং মে বরদা ভব। ওঁ প্রচণ্ডে চণ্ডমুণ্ডারে মুণ্ডমালা বিভূষিতে। নমস্তুভ্যং নিশুম্ভারে শুম্ভ ভীষণ কারিণি। এতদ্ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

২। ওঁ মহিষাঘ্নি মহামায়ে ইত্যাদি...।

ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্কর প্রিয়ে। মহিষশৃং মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে। ওঁ হরপাপং হরক্লেশং হরশোকম্ হরাশুভম্। হর রোগং হরক্ষোভং হরদেবি হরপ্রিয়ে। ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে। ধর্ম্মার্থ কাম সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে। এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি।

৩। ওঁ মহিষাঘ্নি মহামায়ে...। ওঁ আয়ুর্দধাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশোমম। শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী। হৃদয়ং

পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা। আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্রং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্। বন্ধুং স্বজন বৈরাগ্যং দুর্গেত্বং হর দুর্গতিম্। ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠাঞ্চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি নির্বীর্য্যোঽগুণবান্ বাপি সত্যাচার বিবর্জ্জিতঃ। নর পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং হৃদয়ং স্থিতা। জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে। ত্রৈলোক্য স্বামিনি ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্ত্তিনাশিনি। ওঁ ধন্যোহম্ কৃত কৃত্যোহম্ সফলং জীবিতং মম। আগতাশি যতো দুর্গে মহামায়ে মদাশ্রমম্। ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয় বাসিনি গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা। ইদং সাংবৎসরী পূজা যা কৃতাদেবি তে ময়া। পূর্ণ্যং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি। যৎপূজিতা ময়াদেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে। কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎ কৃত ময়া। তদ্ সর্ব্বং পরিপূর্ণং মে তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি। এতদ্ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

মহানবমী পূজা॥ সমবেত উপাসনা॥ সবটাই মহাষ্টমী পূজার মত। পূজান্তে বরদা নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিবে। ১০৮ টা আহূতি হইবে। বৈদিক মন্ত্র - ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ সশস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্য বাসিনী স্বাহা। ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ ... ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা॥

দক্ষিণা॥

কুমারী পূজা॥ ১। সন্ধ্যা ২। সরস্বতী ৩। ত্রিধামূর্ত্তি ৪। কালিকা ৫। সুভদ্রা ৬। উমা ৭। মালিনী ৮। কুব্জিকা ৯। কালসন্ধ্যা ১০। অপরাজিতা ১১। ভৈরবী ১২। মহালক্ষ্মী ১৩। পীঠ নায়িকা ১৪। ক্ষেত্রজ্ঞ ১৫। অম্বিকা॥

কুমারী পূজার পর কালভৈরবের পূজা॥ উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর পূজা॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ ঐঁ জ্যেষ্ঠ মাতঙ্গি নাম্নী উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী ত্রৈলোক্য বশঙ্করী স্বাহা।

অপরাজিতা পূজা॥ দশমীতে কর্ত্তব্য॥ একাদশী যুক্ত দশমীতে হয়।

অপরাজিতার ধ্যান॥ ওঁ শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলাম্। বরদাভয় হস্তাঞ্চ শুক্লবস্ত্রৈরলকৃতাং। নানাভরণ সংযুক্তাং চন্দ্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ মন্ত্রী দেবীতাম্ পরাজিতাম্।

মন্ত্র॥ ওঁ হ্রীঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ।

দশমীতে ১০ উপচারে পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ। আরত্রিক। প্রদক্ষিণ। দেবীর অঙ্গে অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীতে সমস্ত দেব দেবীর বিলয় চিন্তা করিবে। এবং নির্ম্মাল্য বাসিনীর পূজা করিবে। ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ। প্রার্থনা - ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরী। যৎ পূজিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তুমে। ঘট উঠাইবার মন্ত্র - ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপো জ্যোতি রস অমৃতং ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওঁ॥ ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তে মহে। উপপ্রয়ন্ত মরুত সুদানব ইন্দ্রপ্রশূর্ভবা সচা। ইহার পর পল্লবদ্বারা সিঞ্চন। শক্তিবাদ মঠে শাক্তাভিষেক মন্ত্রে অভিসিঞ্চন করা হইয়া থাকে।

যজ্ঞের বেদী রচনা। যজ্ঞবেদী যে ভাবে প্রস্তুত করা হয় সেটা পাঠক শক্তিবাদ মঠের যজ্ঞ কুণ্ড দেখিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন। যজ্ঞ সাধারণতঃ স্থণ্ডিলেই করা হয়। স্থণ্ডিল চিত্র যন্ত্র অংশে দ্রষ্টব্য। যজ্ঞ বেদী প্রস্তুত করিয়া (সোয়া হাত পরিমাণে হইলেই চলিবে) মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। বেদীর মধ্যস্থলে বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ষট্ কোণ, বাহিরে একটী বৃত্ত। বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া অষ্টদল মণ্ডল। কমলের চারিদিকে চারিটী রেখায় চতুষ্কোণ মণ্ডল। চতুষ্কোণের চারিদিকে চারিদ্বার, চারিদ্বারের চারিদিকে চারিটি রেখায় মণ্ডলের শেষ সীমা অঙ্কন করিতে হইবে। এই সীমা রেখা, পশ্চিম দিকে, রেখা তিনটীর সীমার মধ্যে একটা ত্রিকোণ ঊর্দ্ধমুখী রচনা করিবেন। এই ত্রিকোণের মধ্যে যজ্ঞের ঘৃতপাত্র রাখা হয়। এইরূপ স্থণ্ডিলকে যোনিকুণ্ড স্থণ্ডিল বলা হয়।

মণ্ডল নিরীক্ষণ॥ ওঁ দুর্গা দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ (অন্য দেবতার মণ্ডল হইলে সেই দেবতার নাম বলিতে হইবে)॥ তাড়ণ ফট্॥ অবগুণ্ঠন হূঁ॥ স্থণ্ডিল পূজা - ওঁ এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ হৌঁ দুর্গা দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ॥ (প্রাগাগ্রেষু যন্ত্র মধ্যস্থিত পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে লম্বা রেখার অগ্রভাগে) - এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ॥ ওঁ পুরন্দরায় নমঃ॥ ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ উদিচাগ্রেষু - ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ॥ ওঁ ইন্দবে নমঃ॥ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি নৈসর্গিক গতি আছে। উহার একটী সূর্য্যের দিকে অন্যটি ধ্রুবের দিকে প্রবাহিত আছে। এই দুইটী গতিশক্তিকে অবস্থান করিয়া সাধকের যজ্ঞ স্থণ্ডিল অবস্থিত। এইরূপ ভাবিয়া যজ্ঞ শক্তিশালী হয়।

আধার শক্তির পূজা॥ (এতে গন্ধ পুষ্পে) ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ॥ ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ॥ (এই ভাবে পূর্ব্বে ওঁ এবং পরে নমঃ যোগ করিয়া) কূর্ম্মায়॥ অনন্তায়॥ পৃথিব্যৈ॥ সুধাম্বুধায়॥ মণি দ্বীপায়॥ চিন্তামণি গুহায়॥ শ্মশানায়॥ পারিজাতায়॥ কলবৃক্ষায়॥ মণিবেদিকায়ৈ॥ রত্ন সিংহাসনায়॥ মণি পীঠায়॥ (চতুর্দ্দিক্ষু) মুনিভ্যো দেবেভ্যো॥ (বহু মাংসাস্থি মোদমান শিবাভ্যো, চিতাঙ্গরাস্থিভ্যো, শবমুণ্ডেভ্যো)॥ ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়॥ অং অনন্তায়, পং পদ্মায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো, বিকারময় কেশরেভ্যো, তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ, অং অর্ক মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাভ্যো, উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাভ্যো, মং বহ্নি মণ্ডলায় দশ কলাভ্যো॥ সং সত্ত্বয়ে, রং রজসে, তং তমসে॥ আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

ইহার পর (যন্ত্রের পূর্ব্ব দলে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ॥ (অগ্নি কোণে) শ্বেতায়ৈ॥ (দক্ষিণে) অরুণায়ৈ॥ (নৈঋতে) কৃষ্ণায়ৈ॥ (পশ্চিমে) ধূম্রায়ৈ॥ (বায়ুকোণে) তীব্রায়ৈ॥ (উত্তরে) স্ফুলিঙ্গিন্যৈ॥ (ঈশানকোণে) রুচিরায়ৈ॥ (মধ্যে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ॥

বাগীশ্বরী ধ্যান॥ ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দিবর সন্নিভাম্। বাগীশ্বরের সংযুক্তাং ক্রিয়াভাব সমন্বিতাম্॥ মানস পূজা॥ পুনঃধ্যান করিয়া বাহ্য পূজা॥ পরে যন্ত্রের মধ্যস্থলে বাগীশ্বরীর ধ্যান করিয়া বহ্নিপীঠে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পঞ্চোপচারে পূজা॥ ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যে নমঃ॥ ওঁ হৌঁ বাগীশ্বরায় নমঃ॥

অগ্নিগ্রহণ॥ প্রথম একটি দীপ জ্বালাইবে। সেই দীপ হইতে আরও একটী দীপ জ্বালাইবে। ২য় দীপ হইতে আরও একটী দীপ জ্বালাইবে। ৩য় দীপ হইতে আরও একটী দীপ জ্বালাইবে। ৪র্থ দীপ হইতে অগ্নি জ্বালাইয়া সেই অগ্নি হইতে একটু জ্বলন্ত অগ্নি রাক্ষসাংশ ত্যাগ করিয়া (রাক্ষস অংশ ত্যাগ মন্ত্র - ওঁ হূঁ ক্রব্যাদিভ্যো স্বাহা) নৈঋত কোণে নিক্ষেপ করিবে। অগ্নির শুদ্ধ অংশ যত্নে রক্ষা করিবে এবং বহ্নে র্যোগ পীঠের অর্চ্চনা করিবে॥ যথা - (মধ্যে) ওঁ বহ্নে র্যোগ পীঠায় নমঃ॥ (ইহার চারিদিকে) (পূর্ব্বে) ওঁ বামায়ৈ নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ রুদ্রায়ৈ নমঃ। (উত্তরে) ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ। (মধ্যে) বরদা নামাগ্নি দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ॥ এই ভাবে বহ্নি পীঠের অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিশুদ্ধি করিবেন, যথা - ''ফট্'' মন্ত্রে নিরীক্ষণ। বেষ্টন বা অবগুণ্ঠন হূঁ। ধেনু মুদ্রায় অমৃত করণ বং॥ পরে দুই হস্তে শুদ্ধ অগ্নিকে তুলিয়া স্থণ্ডিলে তিনবার ঘুরাইয়া, নিজের দিকে আনিবে ও জানুদ্বয় আসনে সংলগ্ন করিয়া অগ্নিকে ব্রহ্মবীজ মনে করিয়া অগ্নিকে নিজের দিকে আনিয়া স্থণ্ডিলকেন্দ্রে নিক্ষেপ করিবেন॥ স্থণ্ডিলস্থিত অগ্নির পূজা - এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রং বহ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ॥ (একটু ঘী দান করিয়া) ওঁ রং বহ্নি চৈতন্যায় নমঃ॥

প্রজ্জ্বালন - ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় স্বাহা॥ জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন॥ ওঁ অগ্নি দশবিধ সংস্কার সম্পাদয়ামি স্বাহা॥

অগ্নিস্তুতি (কৃতাঞ্জলী)॥ ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বালিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। স্বর্ণবর্ণমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখং॥ ওঁ অগ্নে ত্বং বরদাদুর্গানামাসি॥ বরদাদুর্গানামাগ্নি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ট ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, তত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥ (পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন)॥ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা॥ তিনবার আহুতি॥ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বৈশ্বনরায় নমঃ॥ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বরদানামদুর্গাগ্নয়ে নমঃ॥

ওঁ বহ্নে হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বাভ্যো নমঃ। (হিরণ্যায়ৈ কনকায়ৈ রক্তায়ৈ স্বকৃষ্ণায়ৈ স্বপ্রভায়ৈ বহ্বজপায়ৈ অতিরিক্তায়ৈ বহ্বরূপায়ৈ)॥ হৃদয়াদি অগ্নি ষড়ঙ্গের পূজা - ওঁ সহস্রার্চ্চিসে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ স্বস্তি পূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধূম ব্যাপিনে কবচায় হূঁ। ওঁ সপ্ত জিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্॥

ওঁ বহ্নে জাতবেদাদি অষ্ট মূর্ত্তিভ্যো নমঃ॥ (পূর্ব্বে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে জাত বেদসে নমঃ॥ (অগ্নিকোণে) অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ॥ (দক্ষিণে) ওঁ অগ্নয়ে হব্য বাহনায় নমঃ॥ (নৈঋতে) ওঁ অগ্নয়ে অশ্বদরজায় নমঃ॥ (পশ্চিমে) ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বনরায় নমঃ॥ (বায়ুকোণে) ওঁ অগ্নয়ে কৌমার তেজসে নমঃ॥ (উত্তরে) ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ॥ (ঈশানকোণে) ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ॥

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মাদি অষ্টশক্তিভ্যো নমঃ॥ (ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নৃসিংহী)॥

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ॥ (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের. ঈশ, অনন্ত, ব্রহ্মা)॥ ওঁ বজ্রাদি অস্ত্রেভ্যো নমঃ॥

প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বারা ঘৃতকে তিনি ভাগ কল্পনা করিয়া ইরা (বাম), পিঙ্গলা (দক্ষিণ) ও সুষুম্না (মধ্য) ধ্যান করিবে। পিঙ্গলা হইতে ঘী লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (দক্ষিণ নেত্রে হোম), ওঁ সোমায় স্বাহা (বাম নেত্রে হোম), ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাম্ স্বাহা (অগ্নির মধ্য নেত্র হোম)। পুনঃ দক্ষিণ হইতে ওঁ নমঃ মন্ত্রে ঘী লইয়া ''ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা'' অগ্নির মুখে বা জিহ্বায় আহুতি দান। ব্যাহৃতি ও মহাব্যাহৃতি হোম। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥

ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ মহঃ স্বাহা, ওঁ জনঃ স্বাহা, ওঁ তপঃ স্বাহা, ওঁ সত্যং স্বাহা॥

প্রাণাদি তত্ত্ব হোম॥ মহাপঞ্চভূতঃ, গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্রা। পানি পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়॥ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহং-আত্মা; ইহারা পঞ্চ বিংশতি (২৫) তত্ত্ব হোম। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা, এই মন্ত্রে ২৫টী আহুতি দিবেন।

বিরজা হোমের তত্ত্ব হোমে ৭টী বিশেষ মন্ত্রে আহুতি দিবার বিধান আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে সেই সব মন্ত্রের আহুতি হইয়া থাকে। এই ৭টী মন্ত্র ও ২৫ তত্ত্ব হোম একার্থ বাচক।

১। ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

২। ওঁ পৃথিবী অপ্তেজো বায়ু আকাশানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৩। ওঁ গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৪। ওঁ বাক্ পানি পাদ পায়ু উপস্থ এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৫। ওঁ শ্রোত্রশুং নয়ন জিহ্বা ঘ্রাণানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৬। ওঁ মনো বুদ্ধি চিত্তাহঙ্কারাণি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৭। ওঁ দেহজা ক্রিয়া সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি। যানিচ এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

বিরজা বা সন্ন্যাস যজ্ঞে যজ্ঞসূত্র ও শিখাহুতির বিধান আছে। ওঁ ঐঁ ক্লীঁ হূঁ মন্ত্রে শিখা ও যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিতে হয়। এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়।

ওঁ ব্রহ্মসূত্র নমস্তে ঽস্তু নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
নবদেব স্বরূপায় নবগুণ যুতায় চ॥
ত্রিদণ্ডি রূপিণে তুভ্যং নমো নিত্য স্বরূপিণে।
ত্রিধাভূতায় নবভিঃ সূত্রৈ স্তুভ্যং সদা নমো নমঃ॥
রক্ষিতবাংশ্চমাং নিত্যং স্কন্ধদেশে বিরাজিত।
নিরন্তরং ত্বয়া চাহং চালিতো ব্রহ্মবর্ত্মনি। স্বাহা॥

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, তারা, ত্রিপুরা, সরস্বতী প্রভৃতি শক্তি হোমে ''ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ॥ স শ স্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কম্পিল্যবাসিনীং স্বাহা'' এই মন্ত্রের সাথে দেবীর বীজমন্ত্র মিলাইয়া স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিতে হইবে।

সংকল্প

বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতি কলিযুগে কলের্গতাব্দাঃ ৫০৭৮ পঞ্চ সহস্র অষ্টোত্তর সপ্ততি বর্ষে (খৃষ্টঃগতাব্দা ১৯৭৭ বর্ষে) বৌদ্ধ অবতারে (অব্দা ২৫২০-২১ বর্ষে) অমুক মাসি শুক্ল পক্ষে নবম্যাং তিথৌপরম ব্রহ্ম গোত্র শ্রীসত্যানন্দ নাথ প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ ধর্ম্মস্য প্রসার কল্পে সর্ব্বেষাং শক্তিবাদী অনুযায়িনাং কল্যাণার্থং অসুর বাদিনাং বিনাশার্থং অমুক গোত্র শ্রীঅমুক, অমুক গোত্র শ্রী অমুকস্য লৌকিক তথা পরলৌকিক উৎকর্ষ সাধনার্থং অহং অমুক গোত্র শ্রী অমুক মহাশক্তি শ্রীদুর্গা প্রীত্যার্থং অমুক মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ

''ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ

সশস্ত্যশ্বকঃ শুভদ্রিকাং কম্পিল্য বাসিনীম্ স্বাহা॥'' (যজুর্বেদ ২২/২৮)

ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা।

ইতি মন্ত্রেন অষ্টোত্তর শত বিল্বপত্র (আজ্য) হোম অহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। সংকল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয় সন্তু মনোরথাঃ শত্রুনাং বুদ্ধি নাশায় মিত্রানানুদয়ায়চ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

পূর্ণাহুতি॥ ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্ পদাভ্যাম্ উদরেণ শিশ্নাযৎ স্মৃতং যদুক্তং যদ্ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং সম্যক শ্রীশ্রী মহাশক্তি দুর্গা চরণে সমর্পয়ে॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ ওঁ ব্রহ্মার্পণং ইত্যাদি ৩ বার॥

(দুর্গা পূজা সমাপ্ত)

অন্তর হোম

অন্তর হোম জ্ঞানমার্গের কথা। বিস্তারিত সিদ্ধসাধক গ্রন্থে দেখুন। চিৎকুন্ড॥ (১) আত্মা (২) অন্তরাত্মা (৩) জ্ঞান আত্মা (৪) পরমাত্মা॥ এই চারিটি রেখায় চিৎকুন্ড, ইহা মূলাধার চক্রের চতুষ্কোণ মণ্ডল। ইহার মধ্যস্থানে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল। ইহার মধ্যে একটা বিন্দু, জ্ঞানমার্গী সাধক এই মণ্ডলের মধ্যস্থিত বিন্দুকে নাভী পর্য্যন্ত আসিয়াছে ভাবিবেন। এবং প্রথম আহুতি দিবেন।

প্রথম আহুতি॥ ওঁ নাভি চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা শ্রুচা জ্ঞান প্রদীপিতে নিত্যং অক্ষ বৃত্তিঃ জুহম্যহম্॥ স্বাহা॥

দ্বিতীয় আহুতি॥ ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম হাবির্দান্তে আত্মাগ্নৌ মনসা শ্রুচা॥

(অনাহত চক্রে)॥ সুষুম্না বত্মনা নিত্যং অক্ষর্বৃত্তির্জুহম্যহম্॥ স্বাহা॥
তৃতীয় আহুতি॥ ওঁ প্রকাশাপ্রকাশ হস্তাভ্যাম্ অবলম্বনী শ্রুচা।
(বিশুদ্ধ চক্রে)॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম কলাস্নেহ পূর্ণমগ্নৌর্জুহম্যহম্॥ স্বাহা॥
চতুর্থ আহুতি॥ ওঁ অন্তর্ণিরন্তর নিবিদ্ধিন মেধমানে।
(আজ্ঞাচক্রে)॥ মায়ান্ধকার শরীপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ
কস্মিং শ্চিদদ্ভুত মরিচি বিকাশ ভূমৌ॥
বিশ্বংজুহোমি বসুধাদিশি ধ্যবসাত্রম্॥ স্বাহা॥
(পঞ্চম আহুতি)॥ ওঁ ইহর্দন্তু পাত্র ভবির্তম্, মহাতাপ পরামৃতং।
(সহস্রারের ব্রহ্মনাড়ীতে)॥ পূর্ণাহুতি ময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহম্যহম্ স্বাহা॥

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি॥ ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তাসু অবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্ পদভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ উক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু। মাং মদীয়ং সকলং সর্ব্বং সম্যক শ্রী শ্রী মহাশক্তি দুর্গা চরণকমলে সমর্পয়ে। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ ওঁ ব্রহ্মার্পণং ...ইত্যাদি॥ তিনবার॥ যজ্ঞের দক্ষিণা॥

শক্ত্যভিষেক মন্ত্র

ওঁ শক্ত্যভিষেকস্য ঋষ্যাদি মন্ত্র॥ ওঁ শাক্তভিষেক মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দঃ শক্তিদেবতা সর্ব্ব সংকল্প সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ॥

শক্ত্যভিষেকের প্রথম মন্ত্রটিতে (অন্যান্য মন্ত্রেও আছে) শিব প্রবর্ত্তিত ভৈরবী চক্রের মর্ম্মকথাটি স্থান পাইয়াছে। পৃথিবী গ্রহের অধীশ্বরী হইতেছেন দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ''ভৈরবী''। এক যুগে সমস্ত পৃথিবীতে শিব শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রসার ছিল। ইহার ফলে সমস্ত পৃথিবীই সুখের ক্ষেত্র ছিল। আফ্রিকার নিগ্রো, ইয়োরোপের শ্বেত জাতি, উত্তর এশিয়ার পীত জাতি, পাতালের রেডইণ্ডিয়ানরা সকলেই ভৈরবী চক্রের শাখা ছিল। লিঙ্গ কাটা অপদার্থরা সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে। কণাদ মুনির তপোভূমি কানাডা। অঙ্গিরা ঋষির তপোভূমি এমেরিকার অঙ্গিরা (নায়গ্রা) অঞ্চল। দঃ এমেরিকার মায়া আখ্য দেশই (মেক্সিকো) রাবণের পুত্র মহীরাবণের দেশ ছিল। সবই ভৈরবী চক্রের চক্র দেশ। আজ হিন্দুরা নিজের দেশেও অপুষ্ট মতবাদী, অর্থ লোভী স্বার্থপর নেতাদের প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে না। ভারত ভাগ কারী বর্বর যবনরাই আজ হিন্দুদের দেবতা। হিন্দুরা আবার ভৈরবীবাদী হও। সমস্ত পৃথিবীকে শক্তিবাদে প্রভাবিত কর। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আমি কানাডাতে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা ও শক্ত্যভিষেক অনুষ্ঠান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম, ''রেড ইণ্ডিয়ানরা নির্যাতিত হিন্দু, এরা আবার জাগ্রত হইবে।''

ওঁ রাজ রাজেশ্বরী দেবী ভৈরবী কাল ভৈরবী।
শ্মশান ভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দ ভৈরবী॥
ত্রিকুটা ত্রিপুরা দেবী তথা ত্রিপুর সুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুর মালিকা॥
ত্রিপুরা নন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাতনী।

এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১॥
ওঁ ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈব জটেশ্বরী।
তারা চ জয় দুর্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী॥
ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তথৈব চ ত্রিখণ্ডিকা।
নিত্য চ নিত্যরূপা চ বজ্র প্রস্তারিণী তথা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২॥
ওঁ অশ্বারূঢ়া মহেশানী তথা মহিষমর্দ্দিনী।
দুর্গা চ বনদুর্গা চ শ্রীদুর্গা ভগমালিনী॥
তথা ভগন্দরী দেবী ভগ ক্লীন্না তথা পরা।
সর্ব্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা নীল-সরস্বতী॥
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব সেবিতা।
উগ্রতারা মহাদেবী তথা দক্ষিণ কালিকা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৩॥
ওঁ ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধা সরস্বতী।
মাতঙ্গিনী চান্নদুর্গা রাজ রাজেশ্বরী তথা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪॥
ওঁ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৫॥
ওঁ উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা শুকদংষ্ট্রা কপালিনী।
ভীমনেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া॥
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৬॥
ওঁ মঙ্গলানন্দিনী ভদ্রা কীর্ত্তির্লক্ষ্মী-র্যশস্বিনী।
পুষ্টির্ম্মেধা শিবা সাধ্বীঃ যশঃ শোভা জয়াধৃতিঃ॥
শ্রীনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিন্দ্যানন্দ পূজিতা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৭॥
ওঁ বিজয়া নন্দিনী ভদ্রা স্মৃতিঃ শান্তর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
সিদ্ধি স্তুষ্টিঃ রমা পুষ্টিঃ শ্রীবৃদ্ধিশ্চরতিস্তথা॥
দীপ্তিঃ কান্তির্যশোলক্ষ্মী রীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ।
শাক্রী-মায়াবতী-ব্রাহ্মী-জয়ন্তীশ্চা পরাজিতা॥
অজিতা মানবী শ্বেতা দিতিশ্চাদিতিয়েব চ।
মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিনী তথা॥
কমলা বিমলা গৌরী শবণাম্বধি সুন্দরী।
দুর্গা ক্রিয়া চারুন্ধুতীঃ ঘণ্টাকর্ণীঃ কপালিনী।
রৌদ্রী কালী চ মায়ূরী ত্রিনেত্রাশ্চা পরাজিতা।
সুরূপা বহুরূপাশ্চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা।
চর্চ্চিকা চাপরা জ্যেষ্ঠা তথৈব সুর পূজিতা।

বৈবস্বতী চ কৌমারী তারা মাহেশ্বরী পরা।
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কার্ত্তিকী কৌশিকী তথা।
শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালা বিভূষিতা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৮॥
ওঁ ইন্দ্রো বহ্নির্যমশ্চৈব নৈঋতো বরুণ স্তথা।
পবনো ধন দেশানো ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরাঃ॥
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৯॥
ওঁ সম্বৎসর শ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
তিথয়শ্চাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১০॥
ওঁ রবি সোম কুজঃ সৌম্যা গুরুঃ শুক্র শনৈশ্চরঃ।
রাহু-কেতুশ্চ সততমভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ॥ ১১॥
ওঁ নক্ষত্রং করণং যোগো অমৃতং সিদ্ধিরেব চ।
দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগা বারাঃ ক্ষণা স্তথা।
বারবেলা কালবেলা দণ্ডা বৃদ্ধাদয় স্তথা।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১২॥
ওঁ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্ত সংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবঃ।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৩॥
ওঁ ডাকিনী পুত্রকাশ্চৈব রাকিনী পুত্রকা স্তথা।
লাকিনী পুত্রকাশ্চান্যে কাকিনী পুত্রকাঃ পরে।
শাকিনী পুত্রকাঃ ভূয়ো হাকিনী পুত্রকা স্তথা।
ততশ্চ যক্ষিণী পুত্রাঃ দেবী পুত্রা স্ততঃ পরং।
মাতৃণাঞ্চ তথা পুত্রীঃ ঊর্দ্ধ মুখ্যাঃ স্তুতাশ্চ যে।
অধোমুখ্যাঃ স্তুতাঃ যে চ উন্মুখ্যাশ্চ স্তুতাঃ পরে।
এতে স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৪॥
ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৫॥
ওঁ পুরুষঃ প্রকৃতিঃ চৈব বিকারা শ্চৈব ষোড়শ।
আত্মান্তরাত্মাপরম জ্ঞানাত্মনঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আত্মনশ্চ গুণাঃ যেতু স্থূলাঃ সূক্ষ্মা স্তথা পরে।
এতে স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬॥
ওঁ বেদাদিবীজং হূঁ বীজং স্ত্রীঁ বীজ মীনকেতনং।
শক্তি বীজং রমাবীজং মায়াবীজং সুধাকরং।
চিন্তারত্নং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শাঙ্করম্।
মার্ত্তণ্ডভৈরবং দৌগং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্।
গাণপত্যম্ চ বারাহং কালীবীজং ভয়াপহম্।
এতে স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৭॥

ওঁ গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরস্বতী।
আত্রেয়ী ভারতী চৈব সরযুর্গণ্ডকী তথা।
করতোয়া চন্দ্রভালা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
এতা স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৮॥
ওঁ ভৈরবো ভীমরূপশ্চ শোণঃ ঘর্ঘরঃ এব চ।
সিন্ধুতোয়ঃ হ্রদাপান্তু তথা পাতাল সম্ভবাঃ।
যানি যানি চ তীর্থানি পুণ্যা ন্যায়তনানি চ।
তানি ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৯॥
জম্বুদ্বীপাদয়োঃ দ্বীপাঃ সাগরা লবণাদয়ঃ।
অনন্তাদ্যাস্তযা নাগাঃ সর্পা যে তক্ষকাদয়ঃ।
এতে স্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২০॥
ওঁ রতিশ্চ বল্লভা বহ্নের্ব্বষট্ কূর্চ্চ মতঃ পরম্।
বৌষট্ কাবস্তু ফট্কার মভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ২১॥
ওঁ নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডাঃ রাক্ষসাঃ দানবাশ্চযে।
পিশাচাঃ গুহ্যকাঃ ভূতাঃ অভিষেকেন তাড়িতাঃ॥ ২২॥
ওঁ অলক্ষ্মী কালকর্ণীঃ চ পাপানি স্বমহান্তি চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ২৩॥
ওঁ রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্রং দৌর্ব্বল্যং চিত্তবিভ্রমম্।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন বাগ্বীজেনৈব তাড়িতাঃ॥ ২৪॥
ওঁ লোকানুরাগস্ত্যাগশ্চ দৌর্ভাগ্যমপি দুর্যশঃ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন মন্মথেন চ তাড়িতাঃ॥ ২৫॥
ওঁ তেজোহ্রাসো কলহ্রাসো বুদ্ধি হ্রাসস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন শক্তি বীজেন তাড়িতাঃ॥ ২৬॥
ওঁ বিষাপমৃত্যু রোগশ্চ ডাকিন্যাদি ভয়ং তথা।
ঘোরাভিচারঃ ক্রুরাশ্চ গ্রহাঃ নাগা স্তথা পরে।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন কালী বীজেন তাড়িতাঃ॥ ২৭॥
ওঁ নশ্যন্তু চাপদাঃ সর্ব্বাঃ সম্পদাঃ সন্তু স্থস্থিরাঃ।
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ২৮॥

শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদি কীর্ত্তন। যথা -

এষ শুভপূর্ণাভিষেক মন্ত্রানাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ আদ্যাদেবতা প্রণবোবীজং শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ।

শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রাঃ -

ওঁ গুরবস্তাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মীভবান্য স্তামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।

এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মানী চ সরস্বতী।
এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥ ৩॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রানী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥ ৪॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দ্দয়া শান্তিরভিষঞ্চন্তু তে সদা॥ ৫॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্ম্মহানীল সরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাতাম্ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ৬॥
মৎস্যঃ কুর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরাম স্তামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥ ৭॥
অসিতাঙ্গো রুরুচণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥ ৮॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ৯॥
ইন্দ্রোঽগ্নি শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ তথেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরঃ॥ ১০॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিসিঞ্চন্তু তে গ্রহা॥ ১১॥
নক্ষত্রঃ করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্ম্মাসোঽয়নাস্তামভিসিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১২॥
লবণেক্ষু সুরাসর্পির্দ্দধি দুগ্ধ জলান্তকাঃ।
সমুদ্রা স্তাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৩॥
গঙ্গা সূর্য্য সুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেত গঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৪॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিনঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥ ১৫॥
পাতাল ভূতল ব্যোম চারিণঃ ক্ষেম কারিণঃ।
পূর্ণাভিষেক সন্তুষ্টা স্তাভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥ ১৬॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্তু অভিষেকেন পরম ব্রহ্মতেজসা॥ ১৭॥
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনী গণাঃ।
বিনশ্যন্তু অভিষেকেন কালী বীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৮॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ যে রিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৯॥
অভিচার কৃতা দোষাঃ বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।

মনোবাক্যায়জ্জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥ ২০॥
নশ্যন্ত বিপদাঃ সর্ব্বাঃ সম্পদাঃ সন্ত স্থস্থিরাঃ।
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ॥ ২১॥

আনন্দমঠে আমার শক্তিদীক্ষা ও অভিষেক

আনন্দমঠ সাধনার প্রবেশার্থীকে অভিষিক্ত হইতে হয়। আমাকে গুরুদেব সেভাবে যথারীতি অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং আনুসাঙ্গিক সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। সে সকল কথা সবই ক্রমে বলা যাইতেছে।

ঘটস্থাপনা - স্বর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, পিতল অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত কলসীতে ঘটস্থাপনা হয়। ইহা ভিন্নও ঘটস্থাপনার জন্য অন্য রকম বাসন ব্যবহারের বিধান আছে। আমার অভিষেকের সবগুলি ঘটই মাটির দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। যথাবিধি সর্বতো ভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিয়া এক বৃহৎ পাত্রে নবপাত্র ঘটসহ মূল ঘটটি বসাইতে হয়।

অভিষেক ঘটের চারিদিকে নবপাত্র স্থাপনা করিবে। প্রত্যেক পাত্রে অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত জল ভরিয়া দিবে। অষ্ট গন্ধ - চন্দন, অগুরু, কর্পূর, রক্ত চন্দন, (কৃষ্ণ শঠী) কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী, গেটেলা। ঘটে নবরত্ন দিবে। মুক্তা, প্রবাল, চুণী, নীলকান্তমণি, গোমেধ, হীরক, পদ্মরাগ, পান্না ও ইন্দ্রনীল।

পঞ্চরত্ন - মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

নবপাত্র - ১। শক্তি পত্র রজত নির্ম্মিত। ২। গুরুপত্র স্বর্ণ নির্ম্মিত। ৩। শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ নরকপাল। ৪। যোগিনীপাত্র। ৫। বীরপাত্র। ৬। পাদ্যপাত্র। ৭। ভোগপাত্র। ৮। বলি পাত্র। ৯। আচমণী পাত্র। এই সকল পাত্রে বিজয়া দিবে। প্রত্যেকটি পাত্রে একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা ও যন্ত্রপুষ্প দিবে। এবং তর্পণ করিবে - ওঁ ঐঁ সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐঁ সশক্তিক পরমগুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, এবং এইভাবে পরাপর গুরু পরমেষ্টি গুরুকে তর্পণ।

শ্রীমদ্ দক্ষিণকালিকা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদ্ দক্ষিণ কালিকা ষড়ঙ্গ দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদ্ দক্ষিণকালিকা আবরণ দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। আবরণ দেবতা তর্পয়ামি নমঃ। পঞ্চদশ যোগিনী তর্পয়ামি স্বাহা। অষ্ট শক্তি তর্পয়ামি স্বাহা। দশদিকপাল দেবতা তর্পয়ামি নমঃ। ষড়ঙ্গ দেবতা তর্পয়ামি স্বাহা। অস্ত্রাদি তর্পয়ামি নমঃ। মহাকাল ভৈরব তর্পয়ামি নমঃ। অষ্ট ভৈরব তর্পয়ামি নমঃ। এই ভাবে ঘটস্থাপনা করিয়া বিস্তারিত ভাবে কালীপূজা করিবে। পরে

অধিবাস উপলক্ষ্যে বিঘ্নরাজ গণপতির পূজা - ঋষ্যাদি ন্যাস। ওঁ অস্য গণপতি বীজমন্ত্রস্য গণক ঋষি নিবৃত্তি ছন্দো, বিঘ্নরাজ গণপতি দেবতা বিঘ্নশান্তয়ে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান -

ওঁ সিন্দুরাভং ত্রিণেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্ত পর্ম্মৈর্দ্ধধাণং।
শঙ্খং (দন্তং) পাশাঙ্কু শেষ্টাণকর বিলশদ্ বারুণী পূর্ণকুম্ভম্॥
বালেন্দুদীপ্ত মৌলিং করিপতি বদনং বীজপুরাদ্রগণ্ডম্।

ভোগীন্দ্রা বদ্ধ ভূষণং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং॥

পূজামন্ত্র - ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ।

গণেশের আবরণ পূজা - প্রত্যেকবারে ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ'' বলিয়া গণেশায় নমঃ॥ গণনায়কায় নমঃ॥ (এইরূপে) গণনাথায়॥ গণক্রীড়ায়॥ একদন্তায়॥ লম্বোদরায়॥ গজাননায়॥ সহোদরায়॥ বিকটায়॥ ধূম্রাভায়॥ ওঁ বিঘ্ননাশন দেবতায়॥ বলিয়া সকলের পূজা করিবে।

প্রণাম॥

সংক্ষেপে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ

ঘটে নারায়ণ শিলায়, কিংবা শিবলিঙ্গে পূজা করিবেন। পাতা করিয়া ধৌত তণ্ডুল ও অখণ্ড ফল দ্বারা পূর্ব দিকে গণেশের ১টি। ষোড়শ মাতৃকার ষোলটি। পিতৃ আদির ৬টি। বাস্তু পুরুষাদির ৪টি। এই ২৭টি ভোজ্য সাজাইবে। কলাপাতায়। প্রত্যেক ভোজ্যে বাতাসা, রম্ভা, পান ও সুপারি দিবে।

গৌর্য্যাদি ষোড়শ দেবতা - ১। গৌরী। ২। পদ্মা। ৩। শচী। ৪। মেধা। ৫। সাবিত্রী। ৬। বিজয়া। ৭। জয়া। ৮। দেবসেনা। ৯। স্বধা। ১০। স্বাহা। ১১। শান্তি। ১২। পুষ্টি। ১৩। ধৃতি। ১৪। তুষ্টি (ক্ষমা)। ১৫। আত্মদেবতা ১৬। কুলদেবতা।

এই সব মিলাইয়া ২৭ শ্রদ্ধেয়গণকে যথাশক্তি পূজা দিতে হইবে। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ -

১। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতা অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

২। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতা অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

এতদ্ তর্পণ জলম্ স্বধা॥

৩। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

৪। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতা অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

এতদ্ তর্পণ জলম্ স্বধা॥

৫। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহী অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

৬। ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহী অমুক এতদ্ ভুজ্যং স্বধা॥

এতদ্ তর্পণ জলম্ স্বধা॥

১। ওঁ বাসস্তু পুরুষায় নমঃ (নৈবেদ্য ও জল দিবে)॥

২। ওঁ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণবে নমঃ (নৈবেদ্য ও জল দিবে)॥

তিলকাঞ্চন দান॥ জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ নাশার্থ সংকল্প করিয়া গুরুকে দান করিতে হয়। আমার অভিষেক কালে যে সব অনুষ্ঠান হইয়াছিল এখানে সে সমস্তই বলা হইতেছে।

অধিবাস

ওঁ ষষ্ঠী দেবৈ নমঃ॥ ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ॥ ইহাদেগকে গন্ধ পুষ্প দিয়া অধিবাস আরম্ভ করিবে। গুরু উত্তর মুখে বসিবেন। শিষ্যকে পূর্বমুখে বসাইবেন। প্রথম একটু হরিদ্রা লইয়া গণেশ ঘট স্পর্শ। উহাকে নিজের কোলে রাখিয়া উহাতে দিব্য দৃষ্টি প্রদান। ঐ হলুদ শিষ্যের কপালে স্পর্শ করাইয়া মাটিতে স্পর্শ। পরে বরণ ডালায় রক্ষণ। এই

নিয়মে মহী॥ গন্ধ॥ শিলা॥ দূর্বা॥ পুষ্প॥ ফল॥ দধি॥ ঘৃত॥ স্বস্তিক॥ সিন্দুর॥ শঙ্খ॥ কজ্জ্বল॥ রোচনা॥ সিদ্ধার্থম্॥ কাঞ্চন॥ রৌপ্যম্॥ তাম্র॥ দর্পণম্॥ প্রশস্তি পাত্রঞ্চ বন্দয়েৎ শুভকর্ম্মণি॥ মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধনম্॥ ৫টি বা ৭টি হরিদ্রাসূত্রে বাঁধিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে (শিষ্যার বাম হস্তে) বাঁধিয়া দিবেন।

বসুধারা॥ অধিবাসের পর বসুধারা। চেদি রাজ বসু নামক ভারতের রাজা সত্যযুগে ছিলেন। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ এবং প্রজাগণে স্নেহশীল ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে বলিদান বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের মধ্যে মতভেদ হয়। ব্রাহ্মণগণ পশুবলিদানের পক্ষে ছিলেন, দেবতাগণ শস্যাদি বা ফলাদি বলিদানের পক্ষে ছিলেন। তাঁহারা মহারাজ চেদিরাজ বসুকে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করেন। মহারাজ শস্যাদি এবং ফলাদি বলিদানের পক্ষে মত দেন। ইহা দিব্যাচারের বলিদান। পশুবধ পশ্বাচার ও বীরাচারের অন্তর্গত।

আনন্দ মঠের সাধনার ধারায় অষ্ট প্রকারের আচারের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রে এ সব আচারকে ''অষ্টকুলাচার'' বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের আচারের প্রচলন আছে। ভারতে দক্ষিণাচার, বেদাচার ও বৈষ্ণবাচারের প্রাধান্য। অন্যান্য আচারগুলিও সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ৮টি আচার ও ইহাদের শাখা প্রশাখা গুলিকে দিব্য, পশু ও বীরাচারের নিয়মে ভাগ করা হইয়াছে। দিব্য, বীর ও পশুভাব কেবল বলিদানেরই কথা নহে, আনন্দ মঠের সাধক জীবনের সমস্ত কার্য্যধারাই এক এক সময় এক এক ভাগে নিয়মিত হয়। আমার সাধক জীবন সবগুলি আচারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য, নিরামিষ আহার ও পঞ্চমকারের বাহ্য প্রয়োগহীন দিব্য জীবনে থাকিয়াই আমি আটটি আচারের অনুশীলন করিয়াছি। আমি সেই সবই পালন করিয়াছি। পশুভাবের সাধনায় শবমাংস এবং মলমূত্র ভক্ষণ ও আচার অঘোরাচার নামে খ্যাত। পাঠক জানিয়া রাখুন, দিব্যাচারী সিদ্ধসাধকগণ ভিন্ন কোন মহাপুরুষই জ্ঞান, দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদ সম্মত কোন ব্যাপক মতবাদই প্রতিষ্ঠা দিবার ক্ষমতা রাখেন না, তামস বাদীয় আচরণে অসুর ও গুণ্ডাবাদ প্রশ্রয় পায়। দিব্যাচারী ও শক্তিবাদী চেদী রাজ বসু আজও বাঁচিয়া আছেন। তামস খাদ্য মানুষকে অসুরের দাস ও জ্ঞানহীন করে। যাহা হউক, বলিদান বিষয়ে বলিতেছিলাম। চেদীরাজ দিব্যাচারী ছিলেন, শক্তিবাদী ছিলেন।

উভয় পক্ষ চেদি রাজকে মধ্যস্থ মানেন। সব শুনিয়া চেদিরাজ বলিলেন, দেবতাদের পক্ষ অধিক যুক্তি সম্মত। ইহাতে ব্রাহ্মণ গণ অসন্তুষ্ট হন। এবং মহারাজাকে শাপ দেন। ''তোমার এই পৃথিবীতে অন্ন জুটিবে না।'' মহারাজ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলেন। পাহাড়ে বা গিরি গুহায়ও তিনি অন্ন পাইলেন না। তিনি স্কুটনিকে চড়িয়া আকাশে চলিয়া যান। সেখানে দেবতাগণ তাঁহাকে বরদান করেন যে অধিবাস অনুষ্ঠান কালে নর নারীরা তাঁহাকে পূজা দিবেন, চাউল এবং ঘৃত দান করিবেন। সেই অন্নে তিনি শরীর রক্ষা করিবেন। তিনি সশরীরেই দেবত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার শরীর অক্ষয় থাকিবে। দীক্ষা ও দশবিধ সংস্কার কালে অধিবাস হয়। তখন নরনারীরা রাজাকে চাউল ও ঘীদ্বারা পূজা দিবেন।

গৃহদ্বারের দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ দেওয়ালে হলুদ বাটা দিয়া একটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকার চিত্র করিবেন। সে চিত্রটী নিজের নাভির সমসূত্র স্থানে অঙ্কিত করিতে হইবে। নাভীই আকাশ বা অন্তরীক্ষ। উহার সমসূত্র উচ্চস্থানে চেদি রাজকে খাদ্য দিতে হইবে। এই খাদ্য মানে চাউল এবং ঘৃত। অঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিত্রটীর নিম্নে পর পর সাতটী সিন্দুরের ফোঁটা দিবেন। সেই ফোঁটা গুলিতে চাউল ছিটাইয়া দিবেন। এবং প্রত্যেকটি সিন্দুরের ফোঁটা হইতে ঘৃত ধারা ঢালিয়া দিবেন। ঘৃত পূর্ব্বে গলাইয়া রাখিতে হয়। পূজা কালে শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্য বাজাইবেন ও আনন্দ ধ্বনি করিবেন। ঘী ধারা দেওয়াল ধরিয়া ভূমি পর্য্যন্ত আসিবে।

পূজার মন্ত্র॥ তণ্ডুল॥ ঘী॥ পুষ্প॥ গন্ধ॥ দীপ॥ ধূপ॥ আদি দ্বারা পূজা করিবেন। ওঁ চেদি রাজায় নমঃ॥ ওঁ যদ্ বর্চ্চো গবা মুত।

সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চো স্নে মাসং সূজা মসি॥

ওঁ চেদিরাজ বসবে নমঃ॥

প্রণাম॥ ওঁ চেদি রাজ নমস্তুভ্যং সাপ গ্রস্থ মহামতে।

ক্ষুদ্ পিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তুতে॥

ওঁ চেদিরাজ ক্ষমস্ব॥

বস্তুধারা হইবার পরে অভিষেক ঘট উত্তোলন। ঘটে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য গুরু এবং কৌলগণ দুই হস্তে ঘট স্পর্শ করিয়া ১০৮ বার জপ হইবার পর তিনি বলিবেন, সকলে ঘট স্পর্শ ত্যাগ কর। এবং ১০৮ বার বীজ মন্ত্র জপ কর। নিজ নিজ প্রদত্ত শক্তি পুনঃ গ্রহণের জন্য। ইহার পর শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক হইবে॥

লক্ষ্মীপূজা

মঠে নবরাত্রি দুর্গাপূজার পর কোজাগরী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয়। দুর্গাপূজার আবরণ পূজার মধ্যে লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধে সব বলা আছে। ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি সবই মন্ত্রসহ উল্লেখ আছে। সে সব পূজা হইয়া যাইবার পর যথাবিধি পঞ্চোপাচারে নিম্নলিখিত দেবতাগণকে পূজা করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হব্যবাহনায় নমঃ॥ ওঁ পূর্ণেন্দবে নমঃ॥ সভার্য্যরুদ্রায়॥ স্কন্দায়॥ নন্দীশ্বরমুনয়ে॥ অনন্তর গোধনবান্ ব্যক্তি সুরভির পূজা করিবে। মন্ত্রযথা - এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সুরভয়ে নমঃ॥ ছাগবান ব্যক্তি হুতাশনের পূজা করিবে। যথা - ওঁ হুতাশনায়॥ মেষবান ব্যক্তি বরুণের পূজা করিবে। যথা - বরুণায়॥ হস্তীসম্পন্ন ব্যক্তি বিনায়কের পূজা করিবে। যথা - বিনায়কায়॥ অশ্ববান ব্যক্তি রেবন্তের পূজা করিবে - রেবন্তায়॥ সকলের অধিপতির নিকুম্ভদেবের পূজা করিবেন, যথা - নিকুম্ভায়॥ এইরূপ প্রত্যেকের পূজা করিবে, অশক্ত পক্ষে প্রত্যেককে একটি গন্ধ পুষ্প প্রদান করিবে। স্থানে হব্যবহনকে স্বঘৃত, আতপতণ্ডুল এবং যবতণ্ডুলযুক্ত নৈবেদ্য দান করেন, আর কেহ কেহ পূর্ণেন্দুকে দুগ্ধযুক্ত পায়েস নৈবেদ্য দ্বারা, অন্যান্য দেবতাগণকে তিলতণ্ডুল এবং মাষকলাই দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ঘটিলে ঐ সকল বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দেওয়াই কর্ত্তব্য। তুলসী, ঝিণ্টিকা ও কাঞ্চন পুষ্পে লক্ষ্মীর পূজা

করিবে না এবং বাদ্যান্তর সত্ত্বেও ঘণ্টা বাজাইবে না। অতঃপর ইন্দ্রধ্যান ও পূজা করিবে, যথা -

ধ্যান॥ ওঁ পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্র পদ্মকরং বিভূম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ং দেবং নৌমীন্দ্রং দিক্ পতিশ্বরম্॥

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া (ষোড়শোপচারে) পাদ্যাদিদ্বারা ওঁ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ায় ইন্দ্রায় নমঃ, এই ক্রমে ইহার পূজা করিয়া -

ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশ পানয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা -

ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে কুবেরের ধ্যান করিবে - ওঁ ধ্যায়ামি ধনদং সর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যক সেবিতম্॥

তৎপরে ওঁ শ্রীধনদায় কুবেরায় নমঃ। এই ক্রমে পূর্ব্ববৎ কুবেরের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা -

ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মধিপায় চ।
ভবন্তু তৎ প্রসানান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥

পরে নারায়ণ পূজা করিয়া লক্ষ্মীর স্তোত্র পাঠ করিবে।

বিষ্ণুর ধ্যান - ওঁ বিষ্ণুং শারদ চন্দ্র কোটি সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা মম্ভোজং দধতং মিতায়জ নিলয়ং কান্তা জগন্মোহনম্।

অবদ্ধাঙ্গদ হার-কুণ্ডল মহা মৌলিং স্ফূরৎ কঙ্কনং।
শ্রী বৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধবং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীঁ বিষ্ণবে নমঃ॥

ইহার পর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৌস্তুভের পূজা॥

পুষ্পাঞ্জলি - ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু রাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥

(প্রথম লক্ষ্মী স্তোত্র ও পরে নারায়ণ স্তোত্র পাঠ)

লক্ষ্মী স্তোত্রম্ ইন্দ্র কর্ত্তৃক

মহালক্ষ্মী স্তোত্রম্॥ ইন্দ্র উবাচ॥
ওঁ নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুর পূজিতে।
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে গরুজা রূঢ়ে কোলাসুর ভয়ঙ্করি।
সর্ব্ব পাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্ববরদে সর্ব্ব দুষ্ট ভয়ঙ্করি।
সর্ব্ব দুঃখ হরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্ব সিদ্ধি-বুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়িনি।

মন্ত্র মূর্ত্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
আদ্যন্ত রহিতে দেবি আদ্যাশক্তে মহেশ্বরি।
যোগজে যোগ সম্ভূতে মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদয়ে।
মহাপাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
শ্বেতাম্বর ধরে দেবি নানালঙ্কার ভূষিতে।
জগৎ স্থিতে জগন্মাত মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥
মহালক্ষ্ম্যষ্টক স্তোত্রং যঃ পঠেৎ ভক্তিমান নরঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যংপ্রাপ্নোতি সর্ব্বদা॥
এককালং পঠেন্নিত্যং মহাপাপ বিনাশনম্।
দ্বিকালং য পঠেন্নিত্যং ধনধান্য সমন্বিত॥
ত্রিকালং য পঠেন্নিত্যং মহাশত্রুবিনাশনম্।
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যা প্রসন্না বরদা শুভা॥
ইতি ইন্দ্রকৃত মহালক্ষ্ম্যষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

এই স্তোত্রটি ইন্দ্রকৃত, ইহা অসুর নাশক ও শক্তিবাদ মূলক।

নারায়ণের স্তোত্র॥

ওঁ অনন্তং বামনং সৌরীং কামদং পুরুষোত্তমম্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং নৃসিংহ দৈত্য সূদনম্॥
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড় ধ্বজম্।
গোবিন্দমব্যয়ং বিশ্বম নন্তম পরাজিতম্॥
অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিতপ্ত কারিণম্।
অনাদিনিধনং দেবং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্॥
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র গদাধরম্।
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্॥
শ্রীবৎ সাঙ্কং জগন্নেত্রং শ্রীধরং শ্রীপতিং হরিম্।
প্রপন্নোঽহং মহাদেবং সর্ব্বকাম বিশুদ্ধয়ে॥
ইতি সংস্মৃত্য তং দেবং তুষ্ট্যা চ শ্রদ্ধয়নিতঃ।
প্রীতো ভবেত্তদা তস্মৈ দেবো নারায়ণো বিভুঃ॥
ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সহজানন্দ নির্ম্মল।
সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর॥

সত্যনারায়ণের পূজা॥ সত্যনারায়ণের পূজায় বিষ্ণুর এইরূপ ধ্যান করিবেন এবং পূজা করিবেন। ইহার পর পূর্ব্ববর্ণিত মতে লক্ষ্মীরও পূজা করিবেন এবং সত্যনারায়ণ কথা পাঠ করিবেন।

সরস্বতী পূজা ও তারা পূজা

মঠে বসন্ত পঞ্চমীতে নীল সরস্বতী বা তারার পূজা হয়। সেই সময় সরস্বতীর পূজাও হইয়া থাকে। সিদ্ধসাধক গ্রন্থে তারাপূজা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপূজার পুঁথি অনুযায়ী ন্যাস বিধান পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবার পর তারা পূজার অঙ্গীভূত ন্যাস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে এবং সিদ্ধ সাধক গ্রন্থ অনুযায়ী তারা পূজা হইবে। তারা খুবই জাগ্রত দেবতা। ইহার পূজা যথাবিধি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতীর ধ্যান পুষ্পাঞ্জলি সবই দুর্গাপূজায় বিবৃত হইয়াছে। সেই সব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবার পর যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতী স্তোত্রম্ পাঠ করিতে হইবে। স্তোত্রটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক।

সরস্বতী স্তোত্রম্॥

কৃপারংকুরু জগন্মাতর্মামেরং হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকান্॥
গ্রন্থকর্ত্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যৎ সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥
লুপ্তং সর্ব্বং দেববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্মৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শাশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্মৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মুকমুন্মত্তাৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্মৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
হিম চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্মৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্মৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃত সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যা স্বরূপা যা তস্মৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্ত স্বরূপা যা তস্মৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তি র্বুদ্ধি শক্তি-স্বরূপিনী।
প্রতিভা-কল্পনাশক্তিঃ যাচ তস্মৈ নমো নমঃ॥
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণে জ্ঞানং প্রপচ্ছ যত্রবৈ।
বভূব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥

তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
উবাচ সততং স্তোহি বাণীমিতি প্রজাপতিম্॥
তুষ্ঠাব ত্বাং স চ ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমু ত্তমম্॥
যদাপ্যনন্তং প্রপচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা।
বভূব মুকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
তদা তাঞ্চ সতুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া।
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্॥
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ প্রপচ্ছ বাল্মীকিং যদা।
মৌণীভূতঃ স সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্॥
তদাচকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ।
সংপ্রাপ্য নির্ম্মলং জ্ঞানং প্রসাদধ্বংস কারণম্॥
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ভবঃ।
ত্বাং সিষেবে স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে॥
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্র বভুব হ।
তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণানি চকার সঃ॥
যদা মহেশং প্রপচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবা স্বয়ম্।
ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ॥
প্রপচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ সত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে॥
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥
অধ্যাপিতাশ্চয়ৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ।
তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিতা প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরীম্॥
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্র মনুমানবৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদিভিঃ॥
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চ বক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি ত্বামেকাস্যেন মানবঃ॥
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তি নম্রাত্মক ন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥
তদা জ্যোতিস্বরূপা সা তেনাদৃষ্টাঽপ্যুবাচ তম।
স কবীন্দ্রো ভবেত্যুক্তা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ॥
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ।
স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥
মহামূর্খশ্চ দুর্ম্মেধা বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ।
সপণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
ইতি শ্রী যাজ্ঞবল্ক্য-কৃতং শ্রীসরস্বতী-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

বাস্তুপূজা

ওঁ শশধর সমবর্ণং রত্ন হারো জ্বলাঙ্গং কনক মুকুট চূড়ং সর্পযজ্ঞ উপবীতং। অভয় বরদ হস্তং সর্ব্বলোকৈক নাথং। তমিহ ভুবন রূপং বাস্তুরাজং ভজামি।

পূজা মন্ত্র॥ ওঁ বাস্তু রাজায় নমঃ।

পায়েসাদি নিবেদন ও জপ।

প্রণাম॥ ওঁ বাস্তুরাজ নমোস্তুভ্যং পরম স্থান দায়ক।
সর্ব্বভূত হিত স্তঞ্চবাস্তুরাজ নমোঽস্তুতে।

ওঁ বাস্তু রাজস্যা বরণ দেবেভ্যো নমঃ।

গ্রাম্য দেবতার প্রণাম।

ওঁ গ্রাম্য দেবং গ্রাম্য পালং গ্রাম্য উপদ্রব নাশকম্।
গ্রাম রক্ষা করং দেবং গ্রাম্য দেবং নমাম্যহম্॥

পায়েস বলি॥

ওঁ এহেহি ভগবান বাস্তো এষ যজ্ঞ প্রবর্ত্ততো ইমং।
ভোগ বলিং দদ্যাং গৃহ্ন তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।

স্তুতি পাঠ॥ ওঁ ক্ষেত্রে অখণ্ডিতে ধানে পূর্ব্বযাত্রা পুবা তব। রাজ বৃদ্ধি র্যশো বৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুত্র দারয়োঃ॥ রাজ সম্মান বৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধি স্ত থৈব চ। মন্ত্র সাধন বৃদ্ধিশ্চ ধনবৃদ্ধিরহ-র্নিশম্। অস্মাকমস্তু সততং যাবৎ পূর্ণং ন বৎসরম্।

অনন্তর দক্ষিণা দান।

কার্ত্তিকেয় পূজা (কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে পূজা হয়)

ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভ্যং শক্তি হস্তং বর প্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কার ভূষিতম্।
প্রসন্নবদনম্ দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্॥

পূজার সব কথাই দুর্গাপূজার অধ্যায়ের মধ্যে কার্ত্তিক পূজায় বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ এখানে বলা যাইতেছে। পূজা করিয়া আবরণ পূজা। ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ॥ ওঁ শক্তিস্তং সমরে নিত্যং দৈত্যানং প্রাণ নাশক। রক্ষ মাং বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং নশ্যন্ত্যাস্থ মমারয়ঃ॥ ওঁ লৌহ খড়্গায় নমঃ॥ ওঁ ধনুশে নমঃ॥ ওঁ ময়ূরায় নমঃ॥ ওঁ নমস্তে পতগ শ্রেষ্ঠ সর্পান্তক নমোঽস্তুতে পর্ণরাজ নমোস্তুভ্যম্ময়ূর শিখি নামক॥ ওঁ সর্পায় নমঃ॥ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥ ওঁ সমুদ্রায়॥ ষষ্ঠ্যৈ॥ পার্ব্বত্যৈ॥ শরবনেভ্যো॥ কৃতিকা গণৈভ্যঃ॥ বাস্তুদেবায়॥ শিবায়॥ সূর্য্যায়॥ বিষ্ণবে, ব্রহ্মণে॥ অন্নয়ে॥ গৌর্য্যৈ॥ লক্ষ্ম্যৈ॥ গঙ্গায়ৈ॥ সরস্বত্যৈ॥ কৌমার্য্যৈ॥ সাবিত্র্যৈ॥ লোক পালেভ্যঃ॥ নবগ্রহেভ্যঃ॥

জল, ফুল, লড়ুক, অন্ন, পিষ্টকাদি, খৈলনা দ্রব্যাদি। তৈজস আদি ভোজ্যাদি নিবেদন॥ আরত্রিক॥ যজ্ঞ॥ দক্ষিণা॥

ব্রতকারীরা হোমের পূর্ব্বে ব্রত কথা শ্রবণ করিবেন॥

মনসা পূজা বিধি

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি স্নুহীবৃক্ষ স্থাপন॥ আচমণ, সূর্য্যার্ঘ্যাদি সংকল্প॥ বিষ্ণু রোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চম্যান্তিযৌ অমুক গোত্রঃশ্রী অমুক অর্পভয়াভাব কামো গণপত্যাদি নান দেবতা পূজা পূর্ব্বক মনসা দেবি পূজা মহং করিষ্যে॥

আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী উহাই নাগ পঞ্চমী। যদি পঞ্চমী তিথির দিন পূজার সময় না থাকে তবে চতুর্থীযুক্ত পঞ্চমীতে নাগ পূজা কর্ত্তব্য॥ বিষ্ণু শয়ন করিলে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে নাগ পূজা কর্ত্তব্য।

মনসা পূজা স্বর্গে (উত্তরাখণ্ডে), নাগ লোকে (কানাডায় ও আমেরিকায়) ও পৃথিবীতে সর্বত্র প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। একথা মনসা স্তোত্রেও বিদ্যমান। অনন্ত নাগ শয্যায় বিষ্ণুর শয়ন। যোগেশ্বর শিব সদা নাগ বেষ্টিত, এসব কথা কেনা জানে?

ধ্যান - ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধর বদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং হংসারূঢ়মুদারাম রুণিতবসনাং সর্ব্বদা সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনক মণিনাগরষ্টৈরণেকৈ র্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরু কুচযুগলাং ভোগিনী কামরূপাম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ নমো মনসাংয়ৈ।

আবাহন॥ ওঁ আস্তিকস্য মনের্ম্মাত র্জ্জগদানন্দ কারিণি। এহেহি মনসাদেবি নাগ মাতর্ণ মোস্তুতে। ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্ব্ব কল্যাণ কারিণি। স্নুহি শাখ্যাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ মনসাদেবি ইহাগচ্ছ ইত্যাদি॥ পঞ্চ মুদ্রা॥

যথাশক্তি উপচারে পূজা॥ ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ॥ পূজা অন্তে দুগ্ধদ্বারা স্নান॥ ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতাং দেবীং নাগা ভরণ ভূষিতাম্ স্নাপয়ামি যহাভাগাং, পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধয়ে। চন্দন মিশ্রিত জলে স্নান॥ ওঁ গন্ধ চন্দন মিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্ স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তি হেতবে॥ মাল্য সিন্দুর ও মিষ্টান্নাদি অর্পণ করিয়া॥ অষ্টনাগের পূজা পাদ্যাদি দ্বারা॥ অষ্ট নাগ॥ অনন্তঃ বাসুকীঃ পদ্মা মহা পদ্মশ্চ তক্ষকঃ॥ কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো অষ্ট নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ পুষ্পাঞ্জলি দান॥ স্তোত্রম্॥ প্রণাম - ওঁ অযোনি সম্ভবে র্মাতঃ মহেশ্বর সুতে শুভে। পদ্মালয়ে নমোস্তুভ্যং রক্ষমাং বৃজিনার্ণবাৎ॥ আস্তিকস্য মনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা। জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥

মনসাকে ব্রহ্মনাড়ী জানিবে॥ মনসা স্তোত্র॥ শ্রী নারায়ণ উবাচ॥

শ্রুয়তাং মনসা খ্যানং যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবকত্রতঃ।
কণ্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী॥
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মনমীশ্বরম্॥
তেন সা মনসাদেবী যোগেন সহ দীব্যতি।
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধ যোগিনী॥
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্তা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
জরৎকারু শরীরঞ্চ দৃষ্টা যৎ ক্ষিণমীশ্বরঃ॥
গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎ কারুরিতি প্রভুঃ।
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্মৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ॥

পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকারঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
স্বর্গে চ নাগলোক চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ॥
ভৃশং জগৎস্থ গৌরী চ সুন্দরী চ চ মনোহরা।
জগৎ গৌরীতি বিখ্যাতো তেন চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্ত্তিতা।
বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ॥
নাগানাং প্রাণর্রক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগ ভগিনীতি চ॥
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষ হরীতি চ।
সিদ্ধ যোগং হরাৎ প্রাপ্তা তেনাপি সিদ্ধযোগিনী॥
অজ্ঞান জ্ঞান দাত্রীঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাং।
মহাজ্ঞান যুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিনঃ॥
আস্তিকস্য মুণীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনী।
আস্তিকমাতা বিখ্যাতা জগৎস্থ সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
প্রিয়া মুনে র্জরৎ কারো মুণীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
যোগিনো বিশ্ব পূজাস্য জরৎকারো প্রিয়া ততঃ॥
জগৎ গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগ ভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥
জরৎ কারু প্রিয়া দেবী খ্যাতা বিষ হরীতিচ।
মহাজ্ঞান ধুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা॥
দ্বাদশেতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ॥
নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিত বিগ্রহে॥
ইদং স্তোত্র পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়।
নিত্যং পঠেৎ যস্তং দৃষ্টা নাগবর্গ পলায়তে॥
দশলক্ষ জপেনৈব স্তোত্র সিদ্ধির্ভবেনৃনাম্।
স্তোত্র সিদ্ধির্ভবেদ্ যস্য স বিষং ভোক্তু মীশ্বর॥
নাগৈ ঘ ভূষণং কৃত্বা লভবেন্নাগবাহনঃ।
নাগাসনো নাগকল্পে মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে মনসা স্তোত্রম্॥

উপাসনা॥ দক্ষিণাদান॥ মনসা পূজা সমাপ্ত॥

নাগপূজা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ জাহাজযোগে সমস্ত পৃথিবীতে ও নাগ লোকে বাণিজ্য সম্পদ সঙ্গে লইয়া গমনাগমন করিতেন। এ জন্যই স্তোত্রে জাহাজ ও সমুদ্রের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে অনেক আলোচনা আছে।

সংক্ষেপে উপনয়ন

সঙ্কল্প॥ দীক্ষা, অভিষেক, বিবাহ ও উপনয়ন সব অনুষ্ঠানেই পঞ্চদেবতার পূজাসহ কালীপূজা করিয়া মার্কণ্ডেয় ও ষষ্ঠীর পূজা দিবে॥ ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ, ওঁ গণেশায় নমঃ॥ গণপতি ও গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা॥ বসুধারা॥ চেদিরাজের পূজা॥ নান্দিমুখ আদি করিতে হয়। মাণবক ক্ষৌরাদি কার্য্য সমাপণ পূর্ব্বক স্নান করাইয়া গৈরিকাদি রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ত্রিপুণ্ডক আদি ধারণ করিয়া যজ্ঞ উপবীত ধারণ করিবে, যথা -

ওঁ যজ্ঞপবীতঞ্চ পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যামগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥ ওঁ যো মে দণ্ড পরাপত দ্বৈহায় সহ বিভূম্যাং ত্বমহম্ পুনরা দদাম্যয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্ম বর্চ্চষয়॥

অতঃপর কৃষ্ণ সারা জিনের উত্তরীয় নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবে।

প্রজাপতি ঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ কৃষ্ণাজিন পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্বরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমিদ্ধম্। অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বা ব্যজিনং দধেঽহম্।

অতঃপর যথাশক্তি কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে মাণবককে অলঙ্কৃত করিয়া দিবে। মাণবক অঞ্জলি প্রদান করিয়া বলিবে, ওঁ উপনয়ন্ত মাং যুস্মৎপাদাঃ। গুরু বলিবেন - ''উশনেষ্যামি ভবন্তম্।'' মাণবক বলিবে - ''ওঁ বাঢ়ম্''।

তান্ত্রিক বা কুশণ্ডিকামতে অগ্নি স্থাপনা করিবেন। তত্ত্বহোমের ৫টী আহুতি কালীর বীজ মন্ত্রে দিবে॥ ইহার পর অগ্নিকে আত্মার রূপ ভাবিয়া ১১টী আহুতি (ওঁ ক্রীঁ স্বাহা মন্ত্রে) দিবে। এবার কল্যাণ কল্পনা করিয়া মাণবকের কল্যাণে ২৮টী আহুতি দিবে। ইহার পর অগ্নিকে ''প্রগলভ'' নাম করিয়া মাণবকের কল্যাণার্থে বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে ৮টী আহুতি দিবে। এবার অগ্নি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন।

মাণবক অগ্নিস্পর্শ করিয়া তিনবার আচমণ করিবে। যথা - ''ওঁ তেজমা মাং সমজ্নমি''। এবার মানবক অগ্নির উপদ্ঘাত মন্ত্রের ঋষিকে স্মরণ করিয়া সা - ওঁ যন্নাং বসুভুর্তির্ঋষি রগ্নি র্দেবতাষ্টুপ ছন্দো অগ্নি উপস্থানে বিনিয়োগঃ॥ ৬টি আহুতি দিবে, যথা -
ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি অগ্নি স্তেজো দধাতু॥ ১॥
ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু॥ ২॥
ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু॥ ৩॥
ওঁ যত্তে অগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম॥ ৪॥
ওঁ যত্তে অগ্নে হব স্তেনাহং বর্চ্চস্বী ভূয়াসম॥ ৫॥
ওঁ যত্তে অগ্নে স্তেনাহং হরস্বী ভূয়াসম॥ ৬॥
উপনয়ন দীক্ষা শক্তিবাদিতার দীক্ষা সব অনুষ্ঠানেই সুস্পষ্ট হইতেছে।

গায়ত্রী দীক্ষা॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য॥ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ॥

এইভাবে খণ্ডে খণ্ডে গায়ত্রী দীক্ষা দানের পর তিনবার পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন। গুরুকে প্রণাম॥

মাণবককে পলাস বা বিল্বদণ্ড দান॥ ওঁ স্বস্তি নো মিমিতা মশ্বিমা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অস্তুরো দধাতুন, স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী স্তুচেতুনা॥

ব্রহ্মচারীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ॥ ব্রহ্মচার্য্যাসি আপোশানাং কর্ম্ম কুরু, মা দিবা স্বাপ্সীৎ॥ দিবা নিদ্রা যাইবে না॥ অর্থাৎ জ্ঞান আহরণে বিরত থাকিও না। দিবা মানে জ্ঞান রাত্রি মানে অজ্ঞান॥ আচার্য্যোধীনো বেদ মধীস্ব উদক সমিৎ কুসাদ্যাহরণং কুরু। সায়ং প্রাতঃ সমিধা মাধেহি, প্রাতঃ ভীক্ষাটনং কুরু॥ শিষ্য বলিবে - ''ওঁ বাঢ়ম্॥''

ব্রহ্মচারী দণ্ড ও ভিক্ষার ঝোলা গ্রহণ করিয়া প্রথম মায়ের নিকট (অভাবে ভগ্নির নিকট) ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে॥ ভবতি ভিক্ষাং দেহি॥ পরে পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে - ভবান্ ভিক্ষাং দেহি॥ পরে পরে অন্যান্য সকলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে॥ ব্রহ্মচারী সমস্ত ভিক্ষা আচার্য্যকে দান করিবে। আচার্য্য বলিবেন - ''উপ ভুজ্যতম্''। এবং উহা সায়ং কালীন ভোজনার্থ রাখিয়া দিবে।

বেদাধ্যয়ন আরম্ভ॥ বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে অগ্নিকে সমুদ্ভব নাম দান করিয়া আবাহন করিবে এবং আহুতি দিবে॥ ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা॥ ইদং পৃথিব্যৈ॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে॥ (ইতি ঋগ্বেদ) ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা॥ ইদমন্তরীক্ষায়॥ ওঁ বায়বে স্বাহা, ইদং বায়বে (ইতি যজুর্ব্বেদ) ওঁ দিবে স্বাহা॥ ইদং দিবে॥ ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা॥ ইদং সূর্য্যায়॥ (ইতি সামবেদে) ওঁ দিগ্ভ্যঃ স্বাহা॥ ইদং দিগ্ভ্যঃ ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা, ইদং চন্দ্রমসে (ইতি অথর্ব্ব বেদে)॥

সর্ব্ববেদ সাধারণ আহুতি - ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে॥ ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা। ইদং ছন্দোভ্যঃ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা॥ ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা॥ ইদং দেবেভ্যঃ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা॥ ইদং ঋষিভ্যঃ॥ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা॥ ইদং শ্রদ্ধায়ৈ॥ ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা॥ ইদং মেধায়ৈ॥ ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা॥ ইদং সদসস্পতয়ে॥ অনুমতয়ে স্বাহা॥ ইদং অনুমতয়ে॥

ইহার পর চার বেদের চারটি আদি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা -

১। ঋগ্বেদ - ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥

২। যজুর্বেদ - ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রাপর্য়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥

৩। সামবেদ - ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিসি॥

৪। অথর্ব্ববেদ - ওঁ শন্নো দেবিরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি ও দক্ষিণা॥ উপাসনা ও আচার্য্যকে প্রণাম। যে আত্ম জ্ঞান সাধনায় সমস্ত জীবন যাহা অনুশীলন করিবেন উপনয়নে উহারই সংস্কার দান করা হইল। দক্ষিণা॥

শ্মশান কালীর ধ্যান

ওঁ অঞ্জনাদ্রি নিভাং দেবীং শ্মশানালয় বাসিনীম্।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতি ভৈরবম্॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্।
সদ্যকৃত্ত শিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্॥
স্মিত বক্ত্রাং সদা চ মাংস চর্ব্বণ তৎপরাম্।
নানা লঙ্কার ভূষঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাস্রবৈঃ॥

মন্ত্র - ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং॥

শীতলা ধ্যান

শ্রাবন মাসে শুক্লা সপ্তমীতে শীতলা ব্রত শুভপ্রদ। যে দিন মধ্যাহ্নকালে সপ্তমী থাকে সেই দিন ব্রত কর্ত্তব্য।

ওঁ বন্দেহং শীতলাং দেবীং রাস ভস্থাং দিগম্বরীং মার্জ্জনী কলসো পেতাং সূর্পালংকার মস্তকাম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শীতলায়ৈ নমঃ॥

অর্ঘ্যদান মন্ত্র - ওঁ শীতলে শীতলা কায়ে অবৈধব্য স্থতপ্রদে॥

(শ্রাবণস্য) শীতপক্ষে অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥

নৈবেদ্য দান॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শীতলে প্রক্কপকান্ন দধ্যো দন যুতং শুভম্।
নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং দেবি ঘৃত মিশ্রঞ্চ স্থন্দরী॥

প্রার্থনা॥ ওঁ শীতলে দহ মে পাপং পুত্র পৌত্র স্থখপ্রদে।
ধন ধান্য প্রদে দেবি পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শীতলায়ৈ নমঃ॥

(অস্থখান্তে আরোগ্য স্নানের মন্ত্র)
বন্দেজহং শীতলাং দেবীং বাসভস্থাং দিগম্বরাম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
বন্দেজহং শীতলাং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেভি যো ব্রুয়াদ্দাহ পীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্তামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধ যুতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্তামাহু জীবনৌষধম্॥
শীতলে তনুজান রোগান্ হরসি ত্বং স্থদুস্ত্যজান্।

বিস্ফোটকবিজীর্ণানাং ত্বমেকামৃত বর্ষিনী॥
গলগণ্ড গ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বামেকাং শীতলে ত্রাত্রীং নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তু সদৃশীং নাভিহৃন্মধ্য সংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ণ জায়তে॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতৈঃ।
উপসর্গাবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ॥
রাসভো গর্দ্দভশ্চৈব খরো বৈশাখ নন্দনঃ।
শীতলাবহনাশ্চৈব দূর্ব্বাকন্দনিকৃন্তনঃ॥
এতানি খরনামানি শীতলাগ্রেতুযঃ পঠেৎ।
তস্য গেহে শিশূনাঞ্চ শীতলারুঙ্ন জায়তে॥
শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যঞ্চ সদা তস্যৈ শ্রদ্ধা ভক্তি যুতায় বৈ॥
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

শক্তিবাদ মঠে বিবাহ ব্যবস্থা

শক্তিবাদমঠে বিবাহ বিধানের ব্যবস্থা আছে। সে সম্বন্ধে বলা হইতেছে। এই বিধিতে যে কোন দেশ ও ধর্মে বিবাহ হইবে।

(১) সঙ্কল্প - ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক গোত্র অমুকস্য পুত্র শ্রী অমুকস্য (বরের নাম) তথা অমুক গোত্রস্য অমুকস্য কন্যা শ্রী অমুকস্যা (কন্যার নাম) শুভ বিবাহ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণার্থম্ তয়ো শুভ কর্ম শুভ কর্মস্য তথা বিবাহ কর্ম্মাঙ্গীভূত পঞ্চদেবতাসহ দক্ষিণাকালী পূজা॥ ষষ্ঠীদেব্যা পূজা॥ মার্কণ্ডেয় ঋষি অর্চ্চনা॥ নান্দিমুখ তথা আভ্যুদায়িক অনুষ্ঠান, অধিবাস অনুষ্ঠান, ঘটপ্রদক্ষিণ অনুষ্ঠান (৭ বার)॥ বসুধারা॥ কন্যাদান॥ যজ্ঞ॥ সপ্তপদি গমন॥ দক্ষিণা দান॥ আদি সর্ব্ব কর্ম্মাণি অহং করিষ্যে বা করিষ্যামি॥ স্বস্তি বাচন॥

(২) কালীপূজা করিয়া সেই ঘটে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয় ঋষিকে গন্ধপুষ্প দিবে এবং ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥

(৩) গণপতি ও গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা কালীর ঘটে করিবে। বিস্তারিত ''আমার অভিষেক'' অধ্যায়ে সব বলা হইয়াছে।

(৪) ইহার পর বস্তধারা ও চেদিরাজের পূজা॥

(৫) অধিবাস॥ ইহার বিধি ''আমার অভিষেক'' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইহার পর ঘটের জলে বৈদিক মার্জ্জন মন্ত্রে (ওঁ শন্নো আপো ইত্যাদি) কন্যা ও বরকে সিঞ্চন করিবে। ইহার পর বর কন্যা ৭ বার ঘট প্রদক্ষিণ করিবে।

(৬) সম্প্রদান॥ সম্প্রদান কর্ত্তা বরকে সাজাইয়া ও অলঙ্কার দান করিয়া জানু স্পর্শ করিয়া পুষ্প ও তণ্ডুল দ্বারা পূজা করিবেন - ওঁ সাবস্ত্র সাবরণায় বরায় নমঃ (৩ বার)॥ এতদ্ অধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ॥ এতদ্ সম্প্রদানম্ দেবায় প্রজাপতয়ে নমঃ॥ এই ভাবে কন্যাকে সাজাইয়া সাভরণায় কন্যায়ৈ নমঃ। এতদ্ সম্প্রদানম্ ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

ঘটের উপর (ছোট ঘট, এই ঘটে পূজার ঘটের জল ভরিয়া লইবেন) বরের হাত চিৎ করিয়া রাখিবেন। কন্যার হাত বরের হাতের উপর উপুর করিয়া রাখিবেন। একটা সূত্রের দ্বারা উভয়ের হাত বাঁধিয়া দিবেন। বর কন্যা উত্তর মুখে বসিবেন এবং বরকর্ত্তা পূর্ব্বমুখে বসিবেন। সম্প্রদান কর্ত্তা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। (হাতে জল ত্রিপত্র, গন্ধপুষ্প, তিল হরীতকী ও তুলসীযুক্ত কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া পাঠ করিবেন এবং ঐ জল বরকন্যার হাতের উপর দিবেন) - বিষ্ণুরোম্ তৎ সদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (সম্প্রদাতা আপন নাম করিয়া) শ্রী বিষ্ণু প্রীতিকামঃ॥ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রায় অমুকস্য পৌত্রায় অমুকস্য পুত্রায় অমুকায় বরায় অমুক গোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং অমুকস্য পৌত্রী শ্রী অমুক দেবীং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং শ্রীপ্রজাপতি দেবতা প্রীতিকাম ইদং কন্যাং তুভ্যং অহং সম্প্রদদে - ওঁ স্বস্তি কন্যায়ো প্রজাপতিদেবতা। বর ও কন্যা গায়ত্রী পাঠ করিবেন এবং কামসূত্র পাঠ করিবেন।

বর কন্যা কাম সূত্র পাঠ - ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামং কাময়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহিতা কামঃ সমুদ্রা মাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে॥

কন্যার বর প্রদক্ষিণ ও মালা বদল॥ কন্যা বরকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করিবে ও মালা বদল করিবে।

মালা বদলের পর উভয়ে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া কুশণ্ডিকা মতে বা তান্ত্রিক মতে অগ্নিস্থাপন করিয়া কালীর বীজ মন্ত্রে উভয়ের কল্যাণ কামনা করিয়া ২৮টি আহুতি দান করিবে। ইহার পর অগ্নিকে যোজক নাম দান করিয়া ২৮টি আহুতি দান করিবে।

সপ্তপদি গমন॥ যজ্ঞবেদীর চারিদিকে ৭ টি মেরু চক্র অঙ্কিত করিবে। কন্যার পিছনে বর অবস্থান করিয়া কন্যাকে চক্রে চক্রে অগ্রসর করিবে। প্রত্যেক চক্রে অগ্রসর হইয়া বর এবং বধু মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে একটি করিয়া আহুতি দিবে। কন্যার হস্তদ্বয় বরের হস্তের উপর থাকিবে এবং তাহার উপরে খৈ ও ঘি দিবে। এই ভাবে হাত ভরিয়া খৈ ও ঘি লইযা বর ও কন্যা অগ্নিতে আহুতি দিবে। সপ্তম আহুতি হইবার পর বর বধুর কপালে ও সিথিতে সিন্দুর পড়াইয়া দিবে এবং যজ্ঞের পূর্ণাহুতি ও দক্ষিণা দান করিয়া এবং উপাসনা করিয়া যজ্ঞের ফোটা গ্রহণ করিবে এবং গৃহে গমন করিবে। শক্তিবাদ মঠে বিবাহ হইলে বিবাহের দক্ষিণা মঠের প্রাপ্য হইবে। পুরোহিতকে কাজের মজুরি দিতে হইবে বরবধুর দিক হইতে। রেজিস্ট্রি করিয়া যাহাদের বিবাহ হয় নাই তাহাদের বিবাহ মঠে সম্ভব হইবে না।

(কানাডাতেও দেখিলাম বিবাহ স্থির হইবার পূর্বে সরকার হইতে অনুমতি লইতে হয় এবং যাহার যে মতে খুসী বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে শক্তিবাদ মঠেও বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারিবে। কানাডায় বর ও কন্যার বিবাহ আমরা এই নিয়মেই সম্পন্ন করিয়াছি।)

**** **** ****

পঞ্চায়েত যন্ত্রটি এখানে দেওয়া হইল। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইহারা পঞ্চায়েত। মন্দিরে যে ভাবে ইহাদের স্থাপনা ও পূজা হয়, যন্ত্রটি দেখিয়া উহা বুঝিতে পারিবেন। বিষ্ণুস্তরের তিনটি বিভাগ। তিনটি ভাগ সম্বন্ধেই ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বলা হইয়াছে। সমাজে এই বিভাগ হইতে administration (শাসন) আসিয়াছে। দৈবী বিষ্ণু, আসুরিক বিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণু। তিনের চরিত্র ও শাসন তিন প্রকারের। শিব হইতে ধর্ম আসিয়াছে। উন্নত শিব মানে অষ্টম কলার বিকাশ; যোগী, ঋষি, ও আত্মজ্ঞ মহাত্মাগণ। ভারতের শাসন কার্য্য সপ্তম কলার দেবী বিষ্ণু এবং অষ্টম কলার ঋষিদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইত। নিম্ন শিবের বিভাগে মজুর ও সাধারণ মানবের বিকাশ সম্প্রতি দিল্লীর বুকে মোচীবাদের (চর্মকার) আবির্ভাবেও স্থান পাইয়াছে। জগজ্জীবনরাম এই মোচীবাদের প্রতিষ্ঠাতা। নিম্নশিব সাড়ে চার কলার বিকাশ। ইহাদের শাসন করিবার মত বুদ্ধিশক্তি নাই। কাজেই ষষ্ঠ কলার গান্ধীবাদ (সর্বধর্মবাদ) এবং পঞ্চম কলার কমিউনিজম ভারত ভাগকারী আসুরিক মক্কাবাদী গণকে আকড়াইয়া চলিয়াছে। জগজ্জীবনরামের মোচী বাদীরাও মক্কাবাদীগণকে কেন্দ্র করিয়াই ভারত শাসনের ভাগ আদায় করিতে চায়। মোচী বাদ কেবল চামারদেরই কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য নয়। যে কোন চর্ম কারখানায় ও বাটা কারখানায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও ভাল চর্ম্ম কারের কারীগড়। জগজ্জীবন যে মোচীবাদ প্রবর্ত্তনে ভারত ভাগকারী যবনগণকে কেন্দ্র করিবেন এবং ভারত ভাগকারী যবনগণকে গুরু করিবেন সেটা আমরা ফারাক্কার জলদানে এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যেই লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯৭৮ সনে ইনি দিল্লীর পুলিশ আইনে অপরাধী (?) ইমামকে গুরু বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়। ভালই হইল; আমরা নিম্নশিবের একটা সংগঠন ভারতে দেখিলাম।

এখন সেনাবিভাগ ''শাসন'' নিজের হাতে গ্রহণ করুন এবং ভারত ভাগকারী যবনগণকে বাংলাদেশে ও পাকিস্থানে বহিষ্কার কার্য্যে হাত দিন। আজাদ কাশ্মীরেও কাশ্মীরের পাকিস্থান বাদীরা যাইতে পারিবে। দেখা যাইবে ফলে কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম, গান্ধীবাদ, সর্বধর্মবাদ সবই পলায়ন করিয়াছে।

জগজ্জীবনরামের স্বাভাবিক প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বড় করিবার জন্য যিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি ছিলেন একজন প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার নাম বিশ্বপূজ্য মদন মোহন মালব্য। জগজ্জীবনরাম ঋষিদের নীতির দিকে অগ্রসর না হইয়া মক্কাবাদীর দিকে দেলেন কেন? যবনরা সকলেই তামস শিবের ভক্ত। এঁরা মক্কায় যান ''শিবের মূর্ত্তিতে থুথু মাখাইবার জন্য''। মক্কার শিবের দুর্দ্দশার জন্য শিব নিজেই দায়ী। তিনি

আদি যবন যযাতির পুত্রগণকে বরদান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার অপমান করিবার অনুকূলে। তার প্রতিফল তিনি মক্কার মন্দিরে বসিয়া ভোগ করিতেছেন। শক্তিবাদ ভারতীয় সভ্যতার সব গ্লানিই দূর করিবে এবং মক্কার শিবও মুক্তি পাইবেন।

ভারতের শাসকগণ চাকুরী দান বিষয়ে ভাগাভাগি তুলিয়া দিন। যোগ্যতা অনুসারে লোক কর্ম্ম সংগ্রহ করুক। তাহাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন ঝাড়ুদার সমান সুবিধার ভাগী হইবে। একজন ঝাড়ুদারের কার্য্যে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের মত যোগ্য লোক পাওয়া যায় তবে ষ্টেট কেন সেটা লইবে না? চাকুরীতে শিক্ষা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলেরও মূল্য দিতে হইবে। একজন B. A. পাশ বা উচ্চশিক্ষিতের জন্য একস্ট্রা বেতনেরও ব্যবস্থা থাকিবে। তোমরা জাতিভেদ মানো না, তবে চাকুরীর জন্য ভাগাভাগি কেন? যদি ইহা না হয় তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বা শাসনের মানে কি?